আফারীত

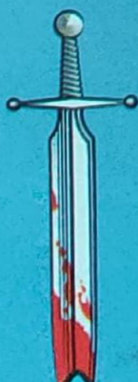






সামিয়া খান প্রিয়া









পূর্ব নির্ধারিত সত্য বিশেষ কোনো কারণে আড়ালে চলে গেলেও একদিন নিজস্ব আলোকচ্ছটায় প্রকাশিত হবেই। অতীতকে নিয়ে আম্মিরার আত্মবিস্মরণ হলেও সেই বিশেষ সত্তাগুলো এখন যেন তার নিশ্বাসের সঙ্গে মিশে আছে। ক্ষণে ক্ষণে আম্মিরা তাদের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে। বিশেষ করে হাতের শিরাগুচ্ছ সবুজবর্ণ ধারণ করলে। কেন এমন হয় তা সে জানে না। মাঝেমধ্যে মেয়েটির স্মরণে আসে যে জীবনটা সে উপভোগ করছে সেটা তার নিজস্ব নয়।

আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতোন সে জীবনযাপন করলেও, রাস্তার পাশে অবস্থিত বাদামি কাঠের বাড়ির সামনে দাঁড়ানো সেই শোভন ছেলেটির নীল চোখ দুটো সময়ে সময়ে তাকে বড্ড উদাসীন করে তুলে। সবটা হারিয়ে যাওয়ার পর নতুন করে ফিরে পাওয়ার গাথা কেমন হবে? নাকি ফিরে পাওয়া মানেই হচ্ছে হারিয়ে ফেলা?

আফারীত-২

সামিয়া খান প্রিয়া

তাম্রলিপি

আফারীত-২
সামিয়া খান প্রিয়া

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২২

তাম্রলিপি : ৬৬৩

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
সুলতান আজম সজল

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
মা কালার প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্য : ৪০০.০০

Afarit-2
By : Samia Khan Priya
First Published : February 2022 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4, Banglabazar, Dhaka-1100

Price: 400.00

ISBN : 978-984-96187-0-6

উৎসর্গ

কোনো উৎসর্গ নেই

লেখকের কথা

'আফারীত' নামটাই একটি ভয়ংকর জিন গোষ্ঠীকে নির্দেশ করে। কেন তাদের নিয়ে লিখলাম সেই বিষয়ে অবগত নই। ২০২১ সালের বইমেলায় 'আফারীত' বইটি বের হয়। সেখানে সমস্ত রহস্য শেষ হয়েছিল না। সেই ধারাবাহিকতায় 'আফারীত-২' বইটি লেখা। প্রথম কিংবা দ্বিতীয় কোনো বইতেই ধর্মকে আঘাত করা হয়নি। যদি এ রকমটা কারো মনে হয়, তবে ভুলত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আমার কিছু পাঠক অধীর আগ্রহে বইটির জন্য অপেক্ষা করছেন। জানি না কতটা সফল হতে পেরেছি কী পারিনি। নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে 'আফারীত-২' লিখেছি।

বইটি হাতে পেয়ে পাঠক সরাসরি এন্ডিং পড়তে যাবেন না। এতে বিশেষ কিছু বুঝতে পারবেন না। 'আফারীত'-এ থাকা সব কটি চরিত্র আমার কল্পনা। কারো মনেও হতে পারে উদ্ভট সব চিন্তাধারা। এমন ভাবনায় আমি কিন্তু আঘাতপ্রাপ্ত হব না।

উপক্রম

চারিধারে অস্ত্রের ধাতব শব্দে মুখর হয়ে আছে। সমীরণে অসহ্যকর বারুদের গন্ধ। সাদা রঙের ঘোড়াটিকে প্রাণপণে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমির। যেন মৃত্যু তাকে তাড়া করছে। ঘন জঙ্গল অতিক্রম করতেই ঘোড়াসহ ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল সে। সমীরণের দেয়াল ভেদ করে এসমাদের ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়া তীর ঋজু হয়ে মাটি ভেদ করল। আমির হাতের সাহায্যে উল্টো দিকে হামাগুড়ি দিয়ে সরে পড়ল। সর্বমোট একুশটা তীর তাকে বলয়িত করে রেখেছে। তীরের দেয়াল আমিরের দেহের সংস্পর্শে আসতেই কাতর কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল সে। হাজারও সুচ শরীরে আঘাত হানার মতো যন্ত্রণা হচ্ছে তার। চিকন কণ্ঠে শুধাল, 'এটা তো সর্পহা চক্র। তুমি কীভাবে তৈরি করা শিখলে?'

এসমাদের রক্তিম ওষ্ঠাধর ঈষৎ প্রসারিত হলো। ধনুকের অগ্রভাগ মাটিতে ঠেক দিয়ে শুধাল, 'তোমার স্মরণে আছে আমির? কয়েক শত বছর পূর্বে যখন তুমি-আমি দুজনই বালক ছিলাম, তখন বিদ্রূপ করে একবার বলেছিলে যে আমার তাকদিরে ধ্বংস হওয়ার আগপর্যন্ত শুধু তোমার গোলামিই রয়েছে। অথচ তাকদিরে ভিন্ন কিছু লিপিবদ্ধ ছিল। যা তোমাকে ভূমিতে পতিত করেছে আর আমাকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় সম্মানিত করেছে।'

এসমাদের মুখচ্ছটায় আত্মগরিমা ফুটে উঠতে দেখে আমির বিকৃত কণ্ঠে বলল, 'তোমার কর্মকাণ্ড কি লোভীর মতো নয় এসমাদ? আফারীতদের সবচেয়ে দুর্ভাগ্য হতে চলেছে যে তারা একজন হিংসাশ্রয়ী, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন এবং অযোগ্য শাসক দ্বারা শাসিত হতে চলেছে।'

'এসব উপমা তোমার জন্য যথাযথ আমির।'

'অবশ্যই না। আর যদি এসব উপাধি সত্যিকার অর্থে আমার জন্য যর্থাথ হয় ও সেক্ষেত্রে তুমি নিশ্চয় সেরা নও।'

'আমি অযোগ্য হলে তুমি কী ছিলে, আমির? একজন স্বার্থোন্মত্ত ইফ্রীত্ব। যে কিনা নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির চিন্তা ব্যতীত কস্মিনকালে আর কিছুই ভাবতে পারেনি।'

আমির পরাজিত কণ্ঠে বলল,

'আমার প্রকৃতি নিকৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু তোমাকে সহোদর হিসেবে খুবই ভালোবাসি এসমাদ। নিজের বড় ভাইকে সবচেয়ে বেশি ভুল বুঝলে তুমি। আর তাও মহামান্যের জন্য। যার মধ্যে রাজবংশের কোনো চিহ্নটুকু নেই। আজকে তিনি আমার যে অবস্থা করেছেন খুব শীঘ্রই তোমারও এই অবস্থায় পতিত হতে হবে।'

এসমাদ ওষ্ঠাধর ঈষৎ উন্মুক্ত করল। সে জানে আমিরের এসব কথাবার্তা প্রবঞ্চনা ব্যতীত কিছুই নয়। আকাশের দিকে তাকাল সে। সূর্য উদয় হতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ মঞ্চের যবনিকা পতনের সুর শোনা গেল। ভোরের প্রথম আলো এসমাদের মুখমণ্ডলে এসে লাগল। আমির ওদিকে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তার ইনসান আকৃতির বিলুপ্তি ঘটেছে। এর বদলে সেখানে সাপের আকৃতি পরিস্ফুট হওয়া আরম্ভ হচ্ছে। হাতের ধনুকটি কাঁধে ঝুলিয়ে আমিরের উদ্দেশে এসমাদ বলল, 'আশা করি ঘৌলদের বাদশাহকেও পরবর্তী দিনের যুদ্ধের ময়দানে আটক করতে পারব। সেই অবধি এই সর্পহা চক্রই তোমার একমাত্র আবাসস্থল হবে আমির।'

'এসমাদ আমার মৃত্যু ঘটতে পারে আর কিছু সময় চক্রে অবস্থান করলে।'

'যে নিজ স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলতে পারে। তার জন্য মৃত্যুই উত্তম।'

ক্ষণিক দূরে একটি কালো ও আরেকটি সাদা রঙের ঘোড়া দণ্ডায়মান রয়েছে। প্রাণী দুটো অতিশয় সুন্দর। ইফ্রীত্ব রাজ্যের সাধারণ ঘোড়াগুলোর মতো অর্ধেক সাপের আকৃতি নেই। ডানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গ ঘোড়া। এসমাদ হেঁটে গিয়ে কালো রঙের ঘোড়াটির ওপর বসল। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বরবে বাতাবরণে কম্পন সৃষ্টি হলো। চক্রের ভেতরে আর্তস্বর করতে থাকা আমির বলল, 'আমরা দুজন একই মাতার সন্তান। সেই বিষয়েও আত্মবিস্মৃতি ঘটেছে তোমার?'

'অবশ্য মনে আছে আমির। পার্থক্য হলো আমি সুযোগ্য সন্তান কিনা জানা নেই। তবে তুমি অযোগ্য সন্তানই বটে।'

অকস্মাৎ সুগন্ধযুক্ত সমীরণ এসে এসমাদের মুখমণ্ডলে লাগল। চোখ তুলে আকাশের পানে তাকাল সে। সূর্য উজ্জীবিত হওয়া শুরু করছে। কিন্তু কোথাও এক অন্যায়ের ছায়া তৈরি হচ্ছে। আশ্চর্যভাবে আমির দেহে আর

কোনো যন্ত্রণা অনুভব করতে পারছে না। স্বীয় খারাপ লাগাটাও আর নেই বিষয়টা আঁচ করতে পেরেই ইনসান আকৃতিতে উঠে বসল সে। এমনকি তীরের দেয়ালে স্পর্শ লাগলেও তার দেহের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। নিজের শক্তি প্রয়োগ করার চেষ্টা করল আমির। তবে পারল না। স্মিত হেসে বলল, 'দেখেছ এসমাদ তাকদিরে আসলেও অন্য কিছু ছিল। তা নয় তোমাদের পক্ষে থেকেও আবুম কেন সময়কাল পরিবর্তন করবে?'

আমির ক্ষণ মুহূর্ত থামল। পুনরায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার কাছ থেকে যা কেড়ে নিয়েছ, তা একদিন আমি ফেরত নেব।'

চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বিশেষ এক শব্দ করল আমির। তৎক্ষণাৎ সাদা রঙের ঘোড়াটি খুরের আওয়াজ তুলে তার পাশে এসে দাঁড়াল। এসমাদ নিজেও শক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলো এমনকি কাঁধে ঝুলানো ধনুকের ব্যবহারও করতে পারলো না। সে বুঝতে পারল এক বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগ করে ফেলেছে আবুম। যদি তা সম্পন্ন হয়ে যায়, তাহলে বিষয়টি ভালো হবে না। আমির ঘোড়ায় চড়ে বসল। এখন সে আর এসমাদ দুজনই ক্ষমতার দিক দিয়ে নিষ্ক্রিয়।

এসমাদ বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলল, 'আমির দাঁড়াও। তোমাকে আঘাত করতে বাধ্য করবে না।'

আমির বিদ্রূপ করে বলল, 'আপনার সেই ক্ষমতা নেই এখন। বরং প্রেমিকার কথা চিন্তা করেন বাদশাহ এসমাদ। যদি ইফ্রীত্ব হয়ে "সময়কাল পরিবর্তন" হওয়ার সময় আমরা ক্ষমতাহীন ও দুর্বল হতে পারি, সেখানে আম্মিরা তো সামান্য ইনসান। বাঁচাতে পারবেন তো?'

বেদনা ফুটে উঠল এসমাদের মুখে। ওদিকে আমির ঘোড়া ছুটিয়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। তার পেছনে গিয়ে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করতে চায় না এসমাদ। সর্বোচ্চ গতিতে ঘোড়া নিয়ে ছুটতে লাগল।

এসমাদ ছুটে যাচ্ছে তড়িৎ গতিতে। মাথায় থাকা শিরণাস্ত্রে শুভ্র মুখখানা অর্ধেক ঢাকা পড়ে আছে। ওদিকে সূর্য পূর্ণরূপে উজ্জীবিত হয়ে উঠছে। আর কয়েক মুহূর্ত এরপর সব বদলে যাবে। এসমাদ স্বীয় গতি বৃদ্ধি করল। এক আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে অন্তঃকরণে। সময়ের বিপরীত প্রান্তে 'আম্মিরা' নামক ইনসানের সহিত সাক্ষাৎ হবে তো তার?



কপালের স্নিগ্ধ একগোছা চুল বেশ বিরক্তি করছে আম্মিরাকে। হাতে কাদামাটি লেগে থাকার দরুন চুলগুলোকে সঠিকভাবে আবদ্ধও করতে পারছে না। নেত্রপল্লব তুলে আশপাশে একবার তাকাল সে। তার সাত বছর বয়সী খালাতো ভাই গাছের নিচে নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে। আম্মিরা একবার ছেলেটিকে ডাকতে চাইলেও সেই ইচ্ছা বাদ দিল। বাচ্চাটি অসুস্থ। তাকে ডেকে কোনো ফরমাশ খাটতে বললে আম্মিরার খালা ফাতেমা অসন্তুষ্ট হবেন।

'আম্মিরা!'

পেছনের দিকে তাকিয়ে রৌদ্রময় বিকেলের মতো স্বতঃস্ফূর্ত হাসল আম্মিরা। কপট রাগ দেখিয়ে বলল,

'তোমার সাথে রাগ করেছি নিদা।'

'রাগ করলে কেউ সাক্ষাৎ হওয়ায় সুন্দরভাবে হাসে নাকি আম্মিরা?'

'আমার মুখের আদলেই হাসি হাসি ভাব উপস্থিত।'

আম্মিরার পাশে এসে বসল নিদা। মেয়েটি বেশ সুন্দর। মাথায় একঝাঁক মৃদু সবুজ রঙের চুল আছে। এটা নাকি তার জন্ম থেকেই। চুলগুলোর ফলে মাঝেমধ্যে আম্মিরা তাকে ভিন গ্রহের প্রাণী বলেও সম্বোধন করে থাকে। নিদার হাতে ছোট্ট একটা খাবারের বক্স।

'আমার সাথে একটু ফুপুর বাসায় যাবে?'

'ওই যে সেই তোমার অদ্ভুত আত্মীয়টা? একদম না। উনি কেমন যেন। ঘটনাগুলো ভুলিনি এখনো আমি।'

নিদা অনুনয়ের ভঙিতে শুধাল,

'আমি না তোমার প্রিয় বান্ধবী?'

'কিন্তু...।'

'ফাতেমা খালাকে আমি বলব। না কোরো না আম্মিরা। আমার একা যেতে ভয় লাগে।'

'তুমি আত্মীয় হয়েও ভয় পাও? আমারও অনেক ভয় লাগে।'

হাতে লেগে থাকা কাদার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ভাবল আম্মিরা। কারো মনে কষ্ট দেওয়া তার প্রকৃতিতে নেই। অগত্যা আম্মিরা যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। পাশের গামলার মধ্যে হাত ধুয়ে কাপড়ে পানি মুছে নিল। গাছের নিচে যে ছেলেটি বসে ছিল, তার মধ্যে নড়াচড়ার কোনো প্রকার লক্ষণ নেই। আম্মিরার এই খালাতো ভাইটি এমনই। একটু পরে পূর্বের ন্যায় আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। ছেলেটির মানসিক সমস্যা আছে কিনা। এ জন্য রোদ-বৃষ্টির মতো হাবভাব।

খালার থেকে অনুমতি নিতে খুব বেশি বেগ পেতে হলো না মেয়ে দুটোর। যেহেতু আম্মিরার সহপাঠী হচ্ছে নিদা, সেক্ষেত্রে ওর সাথে যেতে দেওয়াতে কোনো প্রকার শঙ্কা থাকতে পারে না। দুই বান্ধবী রাস্তায় নেমেই রাজ্যের আলাপে মেতে উঠল। বিশেষ করে কদিন পর কলেজ খুললে তারা কী কী করবে, সেসব বিষয় মুখ্য হয়ে উঠল আলাপে। রাস্তার শেষ মাথায় বাদামি রঙের কাঠের তৈরি একটি দালান সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। আম্মিরা অকস্মাৎ নিদার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে।

'আম্মিরা আস্তে যাও।'

'উহু, জলদি চলো। সামনের বাড়িটা ভালো না।'

উত্তেজিত কণ্ঠে নিদা শুধাল,

'জিন আছে ওখানে?'

'আমি কিছু জানি না এসো।'

বাড়িটি অতিক্রম করার মুহূর্তে আম্মিরার মুখমণ্ডলে শীতল সমীরণ এসে ঝাপটা মারল। দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কেন যেন তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। নিদা তাড়া দিল,

'তুমি না বললে এখানে কিছু আছে। তাহলে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?'

আম্মিরা এপাশ-ওপাশ মাথা দুলিয়ে পূর্বের থেকে দ্বিগুণ উদ্যমে বাড়িটিকে পেছনে ফেলে অগ্রসর হওয়া শুরু করল।

দশ মিনিট পর একতলাবিশিষ্ট একটি দালানের সামনে পৌঁছাল তারা। নিদার আপন ফুপু আয়যুর বাড়ি এটা। কিন্তু খুব বেশি যাতায়াত নেই কারো। এর প্রধান কারণ হচ্ছে ভদ্রমহিলা একে তো একা থাকেন। দ্বিতীয়, তার আচরণ অনেকটা উগ্র। সাথে অদ্ভুতও বটে। মানুষদের খুব বেশি সহ্য করতে পারে না। দরজায় তিনবার শব্দ করার পর তা খুলল আয়যুর। মহিলাটি আরো কুৎসিত দেখতে হয়েছে। বিশেষ করে মুখ বরাবর কেউ

মনে হচ্ছে আঁচড় কেটে দিয়েছে। ঘায়ের বীভৎসতা দেখে আম্মিরা ক্ষণমুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে ফেলল।

'কী ব্যাপার?'

নিদা অনেক ভয়ে ভয়ে হাতের বক্স সামনে তুলে ধরল।

'এটা মা পাঠিয়ে দিল।'

'ভেতরে এসো।'

আয়যুর দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। নিদা প্রথমে প্রবেশ করল। পেছন থেকে আম্মিরা অবশ্য হাত টেনে ধরেছিল। মেয়েটির চোখের ভাষা বলে দিচ্ছে সে আর এগোতে চায় না।

'ভাই এলো না কেন নিদা?'

'বাবা শহরের বাইরে গিয়েছে।'

'আচ্ছা বসো। এই মেয়েটার নাম যেন কী?'

'আম্মিরা।'

আয়যুর সামান্য হেসে উপহাসের সুরে বলল, 'এখনো খারাপ স্বপ্ন দেখো আম্মিরা?'

আম্মিরা ছোট্ট করে জবাব দিল,

'না।'

'বেশ।'

তাদের সোফায় বসিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল আয়যুর। জড়সড়ভাবে বসল আম্মিরা। এখানে আসার কারণে অন্তঃকরণ থেকে খারাপবোধ হচ্ছে তার। ওদিকে নিদা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

'কোথায় যাও নিদা?'

'একটু বসো। আমার ওয়াশরুমে যেতে হবে।'

'জলদি আসবে, প্লিজ।'

রান্নাঘর থেকে টুকটাক কাজ করার শব্দ আসছে। আম্মিরা গলায় তরলশূন্য অনুভব করল। দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায় কালচে লাল বর্ণের কিছু একটা লেগে আছে। অন্তত এটা মানতে হবে আয়যুরের প্রকৃতি বড্ড অপরিষ্কার।

'নিদা রান্নাঘরে এসো তো।'

আম্মিরা একবার পেছন ফিরে নিদার অপেক্ষা করল। পুনরায় কয়েকবার আয়যুর কণ্ঠ শোনা গেল। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে কারো এতটা সময় লাগে সেটা আম্মিরা জানত না। ওদিকে আয়যুর ডেকেই চলেছে। নিরুপায় হয়ে সোফা ছেড়ে উঠে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল সে।

আয়যুর রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে চাপাতি দিয়ে কিছু একটা কাঁটছে। পেছন থেকেই আম্মিরা দেখতে পেল সেগুলো লাল মাংস। প্রাণীটিকে বোধ হয় সদ্য জবাই করা হয়েছে। কাঁচা মাংসগুলো থেকে ঈষৎ ধোঁয়া উঠছে। একদম পেশাদার কসাইয়ের মতো একেকটা আঘাত করছে আয়যুর। রক্তগুলো তার হাতে এসে লাগলে জিহ্বা দিয়ে চেটে পরিষ্কার করে নিচ্ছে। আম্মিরা প্রথমে ভেবেছিল ভুল দেখছে। কিন্তু দু-একবার একই কাজ করার পর ঘেন্না বা ভয়ে নিজের জায়গাতেই জমে গেল। আয়যুর অস্বাভাবিক জানত। তবে এতটা সেটা জানা ছিল না।

এ সময় নিদা এসে আম্মিরার পিছনে দাঁড়াল।

'কী দেখছ?'

লম্বা শ্বাস নিয়ে আম্মিরা বলল, 'কিছু না।'

'ফুপু, আমরা চলে যাই তাহলে?'

আয়যুর মাংসগুলো একটি বাটিতে তুলে জবাব দিল, 'যাও।'

মেয়ে দুটো যাওয়ার জন্য পা বাড়ালে শুনতে পেল।

'আম্মিরা, তোমার মাথায় ওটা কী?'

'কোনটা?'

আয়যুর হাতের ইশারায় দেখাল। ঢোঁক গিলল আম্মিরা। ভয়ে ভয়ে মাথায় হাত দিলে এক গোছা চুল উঠে এলো। আর্তনাদ করে উঠল সে।

'এগুলো কীভাবে উঠল? দেখো তো নিদা আমার চুল।'

নিদা পরীক্ষা করে দেখল আম্মিরার চুল ঠিকই আছে।

'কিছুই তো হয়নি।'

'তাহলে চুলগুলো?'

আয়যুর হেসে ফেলল। ভদ্রমহিলা হাসলে কোনো চতুষ্পদ জন্তুর ডাকের মতো শোনায়।

'ওগুলো তোমারই চুল। যেগুলো মাটির নিচে ছিল।'

আম্মিরা এক ঝটকায় চুলগুলো ভূমিতে ফেলো দিল। তার হাতে চটচটে ভেজা তরল লেগে আছে। নিদা বুঝতে পারল ব্যাপারটা। এ জন্য এক মুহূর্ত অতিবাহিত না করেই আম্মিরাকে সাথে করে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল।

*   *   *

মেয়ে দুটোর মুখচ্ছটায় পাহাড়সম মেঘ জমে আছে। রাস্তার পাশ দিয়ে এলেমেলো হেঁটে যাচ্ছে তারা। আম্মিরার মাঝেমধ্যে নিজের জন্য বড় মায়া হয়। কেন যে তার জীবনেই আয়যুর মতো অদ্ভুত মানুষজনের আনাগোনা?

'সরি আম্মিরা।'

বৃথা হাসার চেষ্টা করল আম্মিরা। নিদা মেয়েটার চেহারার অভিব্যক্তি দেখে ঠাহর হচ্ছে সে এখন কেঁদেই দেবে।

'এখানে মাফ চাওয়ার কিছু নেই তো।'

'মা বলে ফুপু জিন বশ করে রেখেছে। সে কুফরি কাজও জানেন। আজকে ওই নোংরা চুলগুলো দেখে বুঝতে পারলাম। কথাগুলো মিথ্যা না।'

আম্মিরা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। পরিবেশ স্বাভাবিক করার নিমিত্তে বলল,

'জলদি চলো, সন্ধ্যা হয়ে আসছে।'

বাড়ির রাস্তায় ঢুকেই মেয়ে দুটো দেখল বাদামি কাঠের সেই বাড়ির সামনে একটি গাড়ি এসে দাঁড়াল। সেখান থেকে কমনীয় একজন নারী নেমে এল। পেছন পেছন আরো একজন পুরুষ গাড়ি থেকে বের হলো। আম্মিরা চোরা চোখে একবার সেদিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি নামিয়ে নিল। নিদা তার বাড়ীতে চলে গিয়েছে। মেয়েটির বাড়ি খুব বেশি দূরে নয়। আম্মিরা এক টান দিয়ে মাথায় থাকা স্কার্ফটি খুলে ফেললো। সোফার উপর তার দুই ভাই উপর হয়ে ঘুমাচ্ছে। তাদের শোয়ার ধরণ দেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ালো সে। ফ্রেশ হয়ে সালাত আদায় করে নিলো ফাতেমা নিজের ঘরে ছিল। সৃষ্টিকর্তার সাড়া দিতে সে-ও ব্যস্ত।

'আম্মিরা, মরিয়ম কোথায়?'

মরিয়ম হচ্ছে ফাতেমার মেয়ে। বয়স খুব বেশী নয় আম্মিরা এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল,

'বাহিরে সম্ভবত।'

'মেয়েটা এতো বেশি চঞ্চল। এই সন্ধ্যার সময় বাহিরে আছে। নিয়ে আসো তো।'

অগত্যা বাহিরে চলে গেলো আম্মিরা। আশেপাশে মরিয়মকে খুঁজতে লাগলো। অকস্মাৎ আঁশযুক্ত দেহের কিছু একটা তার গা ছুঁয়ে গেলো। চমকে উঠলো সে।

'মরিয়ম!'

ঈষৎ আলোতে মরিয়মের আবছায়া দৃষ্টিগোচর হলো। সেদিকে এগিয়ে যেতেই কেঁপে উঠলো আম্মিরা। মরিয়ম একটি গাছের নিচে বসে আছে। তার পাশেই কালোবর্নের সাপটি ঈষৎ নড়াচড়া করছে। আর্তনাদ করে চিল্লিয়ে উঠলো আম্মিরা। হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে এলো ফাতেমা।

'কী হয়েছে আম্মিরা?'

'খালা, লাঠি নিয়ে এসো। দেখো কতবড় সাপ মরিয়মের পাশে।'

'সাপ? কোথা থেকে এলো?'

টর্চ ও লাঠি হাতে বের হয়ে এলো ফাতেমা। মরিয়মের উপর আলো ফেলতেই সেখানে কিছুই দেখতে পেলো না।

'কোথায় সাপ?'

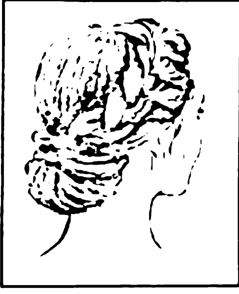
কপালে কুঁচকে আম্মিরা বলল,

'এখানেই তো ছিল।'

'ভুল দেখেছো হয়তো। আর মরিয়ম এতো সন্ধ্যায় বাহিরে কী?'

এগিয়ে গিয়ে মেয়ের গালে কয়েকটি চড় দিলো ফাতেমা। বাচ্চাটি বিরক্তিকর সুরে কাঁদতে লাগলো। তারা চলে গেলে মন খারাপ করে আম্মিরা আশেপাশে তাঁকালো। সাপটি আসলেও তার বিভ্রম ছিল?

এতোটা জীবন্ত বিভ্রম হয় নাকী আবার?



দূর থেকে নীল রঙের কাপড় উড়িয়ে সীমান্ত ঘাঁটিতে দণ্ডায়মান পুরুষ অবয়বটির দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন কিছু সৈনিক। সফলও হলো এতে। সংকেত বুঝতে পেরে ডামিন ঘোড়ায় চড়ে বসল। অন্য রাজ্যে প্রবেশের জন্য মস্তিষ্ককে একবার স্থির করে নিল।

সমীরণে ধোঁয়াটে সুগন্ধের সঙ্গে যেন বেদনা মিশে আছে। প্রধান ফটক দিয়ে বৃহদায়তন দেহের ডামিন প্রবেশের সময় ভূমিতে মৃদু কম্পন সৃষ্টি করল। তার চেহারাতেই শারীরিক শক্তির গরিমা ফুটে উঠেছে। বাদশাহ নুরাইনের সামনে এক হাঁটু গেড়ে বসল।

'আমি ইফ্রীত্বের সেনা অধিনায়ক ডামিন, বাদশাহ নুরাইনকে সম্মান জানাচ্ছি।'

নুরাইন ঈষৎ মাথা দুলিয়ে ডামিনকে উঠে দাঁড়াতে বলল। পালকের তৈরি নলখাগড়া দিয়ে বর্ণ লিখতে লিখতে বলল, 'কয়েক বছর পূর্বে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। যেখানে একাত্তর নং ধারাতে লিপিবদ্ধ আছে, 'এক রাজ্যের জিন অন্য রাজ্যের সেনা অধিনায়কের অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করতে পারবে না।

ডামিন তৎক্ষণাৎ বিরোধাভাস করল।

'আমরা সব সময় চুক্তি মেনে চলার চেষ্টা করি বাদশাহ।'

'তবে এটা কী?'

নুরাইন একজন সৈন্যের সাহায্যে ডামিনের নিকট চামড়ার তৈরি লিখিত পত্র এগিয়ে দিল।

'এটা দেখুন। গত বিয়াল্লিশ চান্দ্রমাসে "সামুম" রাজ্যে যতগুলো ইফ্রীত্ব প্রবেশ করেছেন তাদের সকলের তালিকা দেওয়া আছে। এদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজনের অনুমতি ছিল।'

'আমি বাদশাহ এসমাদের পক্ষ হতে এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।'

নুরাইন নিজের স্ফটিকখচিত সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসল। শুভ্র মুখখানায় স্মিত এক হাসি ঝুলে আছে।

'আপনাদের বাদশাহ্ এই মুহূর্তে কোথায় আছেন?'

এতক্ষণে ডামিনের আত্মবিশ্বাসে ফাটল তৈরি করতে সক্ষম হলো নুরাইন। প্রশ্নটার জন্য খুবই বিব্রত দেখা যাচ্ছে ইফ্রীত্বদের সেনাপ্রধানকে।

'উনি রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে রয়েছেন।'

'আশা রাখছি নিজের প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান বহাল রেখেছেন তিনি।'

'ক্ষমা করবেন বাদশাহ্ আমার জিজ্ঞাসার জন্য। আমি কী বন্দি ইফ্রীত্বদের সাথে করে নিয়ে যেতে পারি?'

'অবশ্যই। তারা আমার জন্য চতুষ্পদ জন্তুর অনুরূপ ভয়ংকর। আপনি স্বাচ্ছন্দ্যে নিয়ে যেতে পারেন। বাইরে আমার সৈন্যরা তাদের নিয়ে আপনার অপেক্ষাতেই আছেন।'

'ধন্যবাদ বাদশাহ। আপনার এই মহানুভবতার জন্য। আমি পূর্ণ চেষ্টা করব ভবিষ্যতে এমন ঘটনা পুনরাবৃত্তি না ঘটে এই ব্যাপারে।'

নুরাইনকে সম্মান জানিয়ে ডামিন চলে গেল। বিশাল দেহ নিয়ে অনেকটা দ্রুতই চলে সে। কে বলবে? এই ডামিন কয়েক বছর পূর্বে পাপিষ্ঠ এক জিন ছিল? মহামান্যের সংস্পর্শে এসে এখন যোগ্য সেনা অধিনায়ক হয়ে উঠেছে।

'আপনার কি মনে হয় বাদশাহ এসমাদ নিজের প্রতিজ্ঞা মনে রেখেছেন?'

ঈষৎ স্বচ্ছ পর্দার আড়াল থেকে নুরাইনের উদ্দেশে প্রশ্নটি শুধাল জেস্মিয়া। হাত বাড়িয়ে নারী জিনটিকে কাছে টেনে নিজের পাশে দাঁড়া করাল নুরাইন। সেখানে উপস্থিত সৈন্যরা একে একে চলে যেতে লাগল।

'কারো গোপন আলোচনা আড়াল থেকে শোনা কিন্তু অপরাধ শেহেজাদি।'

'একদম না। স্বীয় সঙ্গিনীর থেকে কিছু লুকানোর থাকে নাকি বাদশাহ?'

নুরাইন সরে গিয়ে জেস্মিয়াকে বসার জায়গা দিল। রাজ্যের নিয়ম অনুসারে যে আসনে বাদশাহ ব্যতীত কেউ বসতে পারেন না, সেখানে কত সহজে জেস্মিয়া বসল। তার প্রতি নুরাইনের ভালোবাসাও তো এমন সহজ সরল জলের মতো।

'এই ব্যাপারে এসমাদ নিজের প্রতিজ্ঞা কখনো মনে রাখে না শেহেজাদি। উনি বর্তমানে পৃথিবীতে আছেন।'

'আপনি কীভাবে জানলেন?'

'গুপ্তচরেরা জানিয়েছে।'

'উনি প্রেমিক হিসেবে সেরা।'

নুরাইন অবাক হয়ে স্ত্রীর পানে তাকাল। জেস্মিয়া প্রথমে বুঝতে পারল না এইমাত্র একটি ভুল বাক্য বলে ফেলেছে সে। স্বামী ব্যতীত অন্য কাউকে সেরা প্রেমিকের খেতাবে ভূষিত করে করেছে কিনা।

'আমি এখনো সেরা প্রেমিক হতে পারলাম না আপনার নিকট?'

'বাদশাহ এভাবে আমাকে লজ্জায় ফেলবেন না। সেভাবে বলতে চাইনি কথাটা। তবে বাদশাহ এসমাদের এভাবে ওয়াদা ভঙ্গ করায় কোনো প্রতিক্রিয়া দিলেন না যে?'

'যতক্ষণ অবধি সে আম্মিরজানকে পুনরায় এসবের মধ্যে টেনে না আনছেন, ততক্ষণ অবধি আমি কিংবা জিবাদ কোনো প্রতিবাদ করব না। তবে অতীতের মতো কিছু হলে তখন মহামান্যকে জানানো আবশ্যক হয়ে উঠবে।'

'তিনি রাগান্বিত হবেন।'

'অবশ্যই এসমাদ পূর্ব থেকে কোনো পন্থা অবলম্বন করে রেখেছে। নিজের পক্ষে বলার জন্য।'

জেস্মিয়া নুরাইনের কাঁধে মাথা রাখল। বুনোফুলের মতো সুভাস তার গা থেকে আসছে। জ্বলতে থাকা হলুদ রঙের শিখাগুলোর উজ্জ্বলতা কমে গেল নিজ থেকেই। যাতে দূর থেকে কেউ বাদশাহ ও প্রথম নারীর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের সাক্ষী না হতে পারে। কোথাও থেকে মৃদু সমীরণ এসে তাদের গায়ে লাগল।

'জানেন বাদশাহ মহামান্যিতার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আমি খুব দুঃখবোধ করেছিলাম। সেখানে মহামান্য কতটা কষ্ট পেয়েছিলেন।'

'তিনি কেন কষ্ট পাবেন? যাকে চিরকাল ব্যবহারের সামগ্রী ভেবেছেন, তার মৃত্যুতে কষ্ট পাওয়ার কথা নয়।'

'হয়তো।'

জেস্মিয়া নিশ্চুপে নেত্রপল্লব মিলিয়ে নিল। তার স্মৃতির মানসপটে আনাহিতার ধ্বংস হওয়ার পরের বিধ্বস্ত ক্ষত-বিক্ষত আন্দ্রেয়াজের মুখচ্ছবি ভেসে উঠল। শক্ত করে স্বামীর পোশাক আঁকড়ে ধরল জেস্মিয়া।

'কী হলো শেহেজাদি?'

'বাদশাহ আমি আপনার সাথে অনেক কাল বাঁচতে চাই। বিচ্ছেদের সময় যেন কখনো না আসে।'

নুরাইন নিজের স্ত্রীর মাথায় হাত রেখে শুধাল, 'হঠাৎ এত ভয় আমাকে নিয়ে?'

'আপনাকে নিয়ে নয়। আমি যদি বেশি সময় না বেঁচে থাকি?'

'কেন? অনেক বছর বাঁচতে চান?'

'হ্যাঁ আপনার সাথে।'

নুরাইন মৃদু হেসে জেস্মিয়ার কপালে চুমো খেয়ে বলল, 'আমিও আপনার সাথে অনেক বছর বাঁচতে চাই শেহেজাদি।'

নুরাইনের নিজস্ব দরবার থেকে বের হয়ে এল ডামিন। বাইরে কিছু সৈনিক তাকে সম্মান প্রদর্শন করে হাতে সাপভর্তি একটি বাক্স ধরিয়ে দিল। এগুলো সব জিন। তাদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসল ডামিন। আফারীত রাজ্যে যাওয়ার জন্য ছুটতে লাগল। পথিমধ্যে একটি নদী আছে। যেখানে পানি ব্যতীত আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত গলিত প্রস্তরাদি বাহিত হয়। ডামিন ঘোড়া থামিয়ে হাতে থাকা বাক্সটি ছুড়ে ফেলে দিল সেখানে।

* * *

একটি সুন্দর দিনের সূচনা হয়েছে। আকাশে নরম মেঘের রাশি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কবোষ্ণ সমীরণে আচ্ছাদিত হয়ে আছে পরিবেশ। চারিধারে সুগন্ধি ফুলের মেলা বসেছে। নিথহানের ছোট্ট বাহু আঁকড়ে ধরে আছে আনাহিতা। অন্য হাতে দুটো ফলের ঝুড়ি। খুবই মন্থর গতিতে হাঁটছে সে। তা নয় শিশুটি যে তার সাথে পেরে উঠবে না।

'বোন ধীরে চলো। আমি পারছি না আর।'

'নিথহান, এর থেকে ধীরে চললে আমাদের আগে সকলে ফলগুলো নিয়ে যাবে।'

ছোট্ট নিথহান গাল ফুলিয়ে বলল, 'আমার জিনিস তারা কেন নেবে?'

'ফল তো প্রাকৃতিক আহার। সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত। সেখানে কারো একার অধিকার থাকে নাকি?'

'কেন বাদশাহর থাকে না? চাচা সেদিন বলছিলেন আফারীত রাজ্যের সবকিছু বাদশাহ এসমাদের।'

আনাহিতা কপাল কুঁচকে বলল, 'ফল তো সকলের।'

'চাচা তাহলে ভুল জানেন।'

আনাহিতা ওষ্ঠাধর প্রসারিত করল। নিথহান বয়সে ছোট হলেও এমন ধরনের কথা বলে যেসবের উত্তর সহজে হয় না। কিছু জিন এদিকেই আসছে। তাদের সকলের হাতের ঝুড়ি ফাঁকা। একজনকে ডেকে আনাহিতা জিজ্ঞেস করল,

'ফল সব শেষ হয়ে গেল। এত শীঘ্রই?'

জিনটি মুখ গোমড়া করে জবাব দিল,

'সৈন্যরা সব ফল নিয়ে গিয়েছে।'

'কেন?'

'জানা নেই।'

আনাহিতা ও নিথহান মুখ গোমড়া করে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে রইল। ফলগুলো ভীষণ প্রয়োজন ছিল কি না। তাদের মা ইজরা খুবই অসুস্থ। ভেষজ ফলগুলো ইফ্রীত্বদের জন্য ঔষধের কাজ করে। সেগুলো না পেলে সমস্যা আরো গুরুতর হতে পারে।

‘তুমি না বললে ফল কারো একার নয়। তাহলে সব সৈন্যরা কেন নিয়ে গেল?’

‘নিথহান, তুমি তো আমার থেকে বুদ্ধিমান। বলো তো কী করা যায়?’

শিশুটিকে গভীর চিন্তায় মগ্ন হতে দেখে আনাহিতা স্মিত হাসল। মাথার চুলগুলো হালকা এলেমেলো করে দিল।

‘সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই সাহায্য করবেন আমাদের। চলো বাড়ি ফিরে যাই।’

‘আরো এক জায়গায় ফল আছে।’

‘কোথায়?’

নিথহান দূরের পাহাড়টির দিকে ইশারা করল। আনাহিতা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, ‘সম্ভব নয়। ‘তয়রুন’ সংরক্ষিত এলাকা।’

‘কিন্তু মাতার যে কষ্ট হবে?’

আনাহিতা পুনরায় হাসল। নিথহানকে সাথে করে বাড়ির পথ ধরল। পরনের শীর্ণ পোশাকে নিজেদের কোনোমতো আড়াল করে হেঁটে যাচ্ছে। দুজনের মুখচ্ছটায় এক আকাশ পরিমাণ মেঘ জমে আছে।

গৃহে প্রবেশ করে আনাহিতা জানতে পারল ইজরার অবস্থার আরো বেশি অবনতি ঘটেছে। খুব শীঘ্রই ফলের নির্যাস প্রয়োজন হবে। অবশ্য আশপাশের কিছু বাড়িতে ফলের আশায় গিয়েছিল আনাহিতা। তবে কিনা আজকে সকলেই সৈন্যদের কাছে পরাস্ত। অগ্যতা ইজরার অগোচরে সংরক্ষিত এলাকার দিকে পা বাড়াল আনাহিতা। সে সাহসী। ধ্বংস হওয়ার ভয় নেই।

আফারীত রাজ্য কয়েক অংশে বিভক্ত। যারা উপরের স্তরের ইফ্রীত্বদের সেবায় নিয়োজিত থাকে তাদের ক্রীতদাস বলা হয়। এবং এরাই সর্বনিম্ন স্তরের ইফ্রীত্ব। এদের কোনো স্বাধীনতা নেই। শুধু রাজপরিবারের স্বীয় ডানা ব্যবহার করে ওড়ার ক্ষমতা রয়েছে। বাকিদের কাউকে আকাশে উড়তে দেখা গেলে তৎক্ষণাৎ ক্রুশবিদ্ধ করে ছাইয়ের স্তূপে পরিণত করে দেওয়া হয়।

পাহাড়টির মাটিগুলো সব কালো রঙের। বিশেষ কারণে সব ধরনের জিনদের এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। আনাহিতা সেই বিশেষ কারণ সম্পর্কে অবহিত নয়। একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে সামনের দিকে পা বাড়াল। কবোষ্ণ সমীরণে মেয়েটির চুলগুলো হালকা আন্দোলিত হলো। পাহাড়ের মাটিতে কেমন যেন মন খারাপ করা চন্দন কাঠের সুগন্ধ মিশে আছে। কয়েক ধরনের ফলের বৃক্ষ দেখতে পেল আনাহিতা। কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু এখনো চোখে পড়ছে না বিধায় আরো একটু ভেতরে চলে গেল।

হালকা কণ্ঠে গাছে বসে থাকা পাখিগুলো ডেকে চলেছে। কোথাও থেকে ঝরনার বারিধারা বয়ে যাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। পরিবেশ দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে উঠল আনাহিতা। ভাগ্যিস এখানে কোনো পাহারা থাকে না।

যত অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে সে, ততো পরিবেশের মনোহারিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আনাহিতার বিভ্রম হওয়া শুরু করল। স্মরণে হচ্ছে আশপাশের বিশাল বৃক্ষগুলো যেন একেকটি লম্বা সাপ। তারা ঘিরে রেখেছে একটি পুরুষকে। যার মুখমণ্ডল আবৃত করে রেখেছে কাপড় দিয়ে। শুধু আগ্রাসী দৃষ্টিগুলো দৃশ্যমান হয়ে আছে।

কল্পনার জগতে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় আনাহিতা খেয়াল করল তার দেহ অসাড় হয়ে উঠেছে। সঙ্গে মস্তিষ্কে একরাশ দুর্বলতা আচ্ছাদিত হয়ে যাচ্ছে। শুভ্র মুখখানি রক্তিম হয়ে উঠেছে। দুই পা ভাঁজ করে ভূমিতে বসে পড়ল। কোনো কিছুই তবে কল্পনা ছিল না। যন্ত্রণায় মুখ থেকে অস্পষ্ট শব্দ নিঃসৃত হলো আনাহিতার।

'ক্ষমা মার্জনা করবেন বিদ্বান। আমি সাধারণ একজন দাসকন্যা। কোনো ঘাতক নই।'

'সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশের সাহস কেন করলেন?'

যুবকটির কণ্ঠ বহুল পরিচিত ঠাহর হলো আনাহিতার। একবার দৃষ্টি তুলে সামনে তাকানোর চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে তরবারির শাণিত মস্তকের স্পর্শ তার গলায় অনুভূত হলো। আনাহিতা অনুনয় করে বলল, 'আমার ভেষজ ফলের প্রয়োজন ছিল। আর রাজ্যের সব ফল আজকে সৈন্যরা নিয়ে গিয়েছে। গৃহে আমার মা অসুস্থ। ফল সেবন না করলে আরো যন্ত্রণায় ছটফট করবে।'

'উনি রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেউ?'

'তিনি একজন সৎ দাসী। আর সমস্ত ইফ্রীত্ব গুরুত্বপূর্ণ।'

যুবক তরবারি দিয়ে আনাহিতার থুতনি ওপরে তুলে ধরল। মেয়েটির ওষ্ঠাধরে কম্পন সৃষ্টি হলো।

অকস্মাৎ তরবারি দিয়ে এক নিমেষে আনাহিতার বক্ষ আবৃত করে রাখা পোশাকের অংশ কেটে ফেলল সে। অনাবৃত হয়ে গেল ইফ্রীত্ব চিহ্ন। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সরে বসল আনাহিতা। হাতের মুঠোয় কাপড় আঁকড়ে ধরল।

'বিদ্বান এটা কি আপনার ঘৃণিত আচরণ নয়?'

'আপনি ইফ্রীত্ব কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চিত হচ্ছিলাম।'

যুবকটি কোষের ভেতর তরবারি ঢুকিয়ে পুনরায় বলল,

'পাহাড় থেকে কোনো ফল উঠাবেন না। আপনাকে হত্যা করা হলো না। এটাই যথেষ্ট। যেহেতু বললেন সব ইফ্রীত্ব গুরুত্বপূর্ণ।'

আনাহিতার দৃষ্টি রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। অদৃশ্য শক্তির সাহায্য যুবকটির তরবারি নিজের হাতে তুলে নিল। তার এহেন কাণ্ডে অপর ব্যক্তির দৃষ্টিতে অবাক হওয়ার অভিব্যক্তি প্রকাশ পেলেও বিচলিত হলো না সে। আনাহিতা তরবারি উঁচু করে ধরল যুবকটির সামনে।

'আমি দাসী কিন্তু সম্মানীয়। যে কাজটা করলেন, সে জন্য এক্ষুনি ক্ষমা চান।'

'অস্ত্রটা আমার।'

'তবে পূর্ণ ব্যবহার করার ক্ষমতা আমার নিকট রয়েছে।'

'যোদ্ধার অস্ত্র কখনো তার প্রভুর বিরুদ্ধে কাজ করে না।'

আনাহিতা উচ্চ স্বরে বলল, 'অস্ত্রের নিজ ক্ষমতা নেই। তাকে যে ব্যবহার করবে, তার ক্ষমতা থাকতে হবে। আপনি এক্ষুনি ক্ষমা চাইবেন নিজ কৃতকর্মের জন্য।'

প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে আনাহিতাকে দেখছে যুবকটি। তার নিকট এই দুর্গম দৃষ্টি, তরঙ্গময় ওষ্ঠাধর, গানের মতো কণ্ঠস্বর খুবই পরিচিত লাগছে। বারবার স্নায়ুতে পরিচিত নাম উচ্ছ্বসিত হচ্ছে।

'আপনাকে কী নামে ডাকা হয় দাসী?'

'আনাহিতা।'

কিছু সময় নিস্তব্ধ থাকার পর মুহূর্তে অদৃশ্য শক্তির সাহায্য আনাহিতাকে ছুড়ে ফেলল যুবকটি। সমীরণের ঝাপটায় তার মুখ থেকে কাপড় সরে গিয়েছে। পিঠে বেশ আঘাত পেয়েছে মেয়েটি। ক্ষণ বাদেই চেতনা হারাল সে। যুবকটি অনাদরে পাশে পড়ে থাকা তরবারি হাতে তুলে নিল।

'মহামান্য! দূর থেকে বিকট একটি শব্দ শুনতে পেলাম।'

সিরাব প্রায় দৌড়ে এসে আন্দ্রেয়াজের সামনে দাঁড়াল।

'এই দাসীর নাম আনাহিতা কীভাবে সিরাব?'

সিরাব ভালো করে একবার তার সামনে পড়ে থাকা মেয়েটিকে দেখল। এখনো আনাহিতা নিজের পোশাক আঁকড়ে ধরে আছে।

'এটা তো ইজরার কন্যা।'

'কীভাবে?'

'মহামান্যিতার পূর্বে ওনার আরো একজন কন্যা ছিল। যাকে ইজরা পূর্ব সীমান্তে নিজ ভাইয়ের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তবে এখন সে অসুস্থ হওয়ায় রাজধানীতে ফেরত এসেছে।'

আন্দ্রেয়াজের কপালে হালকা ঢেউয়ের অনুরূপ রেখার দেখা মিলল। তরবারি পুনরায় কোষের ভেতর ঢুকিয়ে শুধাল, 'তার আনাহিতা নামের পিছনে গভীর কোনো কারণ আছে?'

'সে রকম নেই। ইজরা আমার থেকে অনুমতি নিয়েই বড় কন্যাকে এ নামে ডাকছে। তবে সে এখানে কেন?'

'ভেষজ ফল নিতে এসেছিল। তাকে নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।'

'জি, মহামান্য।'

সিরাব কিছু সৈন্যের সন্ধানে চলে গেল। আন্দ্রেয়াজ নিজ অবস্থানে ফিরে যাওয়ার পূর্বে ক্ষণপলকে আনাহিতাকে দেখল। কোনো প্রকার মিল না থাকলেও কোথাও একটা কিন্তু অবস্থান করছে।

চেতনা ফিরলে আনাহিতা নিজেকে তয়রুন পাহাড়ের পাদদেশে আবিষ্কার করল। এখনো তার হাতের মুঠোয় পোশাকের অংশ আবদ্ধ আছে। বেশ দুর্বল অনুভব হচ্ছে তার। অলস ভঙিতে উঠে দাঁড়াল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বাড়ির রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আকাশকুসুম চিন্তা করছে। এর মধ্যে বিশেষ চিন্তা হলো কোথায় গিয়েছিল সেটা নিয়ে ইজরাকে কী জবাব দিবে। কুটিরের সামনে নিথহান খেলা করছে। কাঠের তৈরি একটি তরবারি আছে তার। যাকে নিজ অস্ত্র বলে দাবি করে সে। এক ঝটকায় মুখের মলিনতাটুকু ফেলে দিল আনাহিতা। হাসিমুখে নিজের ভাইয়ের নাম ধরে ডাকল।

'নিথহান এত অন্ধকারে বাইরে কী করছ?'

বোনকে দেখে উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ল ছোট্ট বালক নিথহান। এগিয়ে এসে প্রায় জাপটেই ধরল।

'তুমি তো আমার জন্য মিষ্টান্ন আনতে গিয়েছিলে। এনেছ?'

আনাহিতা প্রথমে বুঝতে পারল না নিথহানের এমন প্রশ্ন। কুটিরের দরজায় দাঁড়ানো মুরাবকে দেখে বুঝল সে-ই নিথহানকে এমনটা বলেছে আনাহিতা সম্পর্কে।

'জানো বোন, সৈন্যরা নিজে থেকে ভেষজ দিয়ে গিয়েছে আমাদের।'

'কেন?'

'তা জানি না। আমার মিষ্টান্ন দাও।'

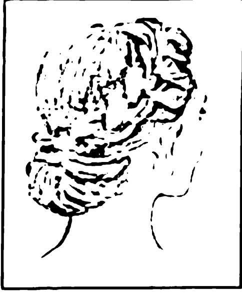
'নিথহান মিষ্টান্ন আমি পাইনি। শেষ হয়ে গিয়েছিল।'

নিথহান হতাশার সুরে বলল,

'আজকে সব কেমন শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

বালকটির বাদামি চুলগুলো এলেমেলো করে দিল আনাহিতা।

'কালকে তোমাকে মিষ্টান্ন এনে দেব। ওয়াদা করলাম।'



গায়ে থাকা চাদরটি আরেকটু জড়িয়ে নিল আম্মিরা। তন্দ্রার মধ্যেও বাতাবরণের শীতলতা অনুভব করতে পারছে। আম্মিরা ঠিক স্বপ্ন দেখছে না। একটি কল্পনার জগতের অনুভব করতে পারছে। চোখ বন্ধ থাকার অবস্থায়ই কেঁদে দিল। সে দেখতে পাচ্ছে তার খালা ফাতেমাকে কবর দেওয়া হচ্ছে। মুখবিবরে অজস্র অশ্রুর ছাপ নিয়ে সকলের সাথে দাঁড়িয়ে আছে আম্মিরা। আর দূরে বড় পাথরটির ওপর নীল চোখবিশিষ্ট এক যুবক বসে আছে। যার চোখেমুখে পুরোটা রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। আচমকা টিভির পর্দায় দৃশ্য পরিবর্তন করার মতো আম্মিরা স্বপ্নের অন্য দৃশ্যে চলে গেল। সাদা রঙের একটি সাপ তাকে পেঁচিয়ে রেখেছে। প্রাণীটির নীল রঙের দৃষ্টি যেন এক বিভীষিকা! ধীরে ধীরে নিজের মুখগহ্বরের ভেতর আম্মিরাকে গ্রাস করে নিচ্ছে। মেয়েটির নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। হাত-পা ছুটতে লাগল। সে বুঝতে পারছে যা কিছু ঘটছে সবই তন্দ্রার মধ্যে। বিকট একটি শব্দ হলো। আর সে ধপ করে উঠে বসল। দূরে কোথাও একত্রে শেয়াল, কুকুর ডেকে উঠল। ঘামে শরীর একেবারে সিক্ত হয়ে গিয়েছে। নিচতলা থেকে আম্মিরার খালা ফাতেমার চিল্লানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। তড়িঘড়ি করে সে নিচে নেমে এসে দেখল তার দুজন ভাই মাঝরাতে ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে পুরো ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে। এ জন্য ফাতেমার এত রাগ। বাচ্চা দুটোকে পরিষ্কার করার সময় মাঝেমধ্যে কয়েকটা চড়থাপ্পড়ও দিচ্ছে।

'খালা ওদের মারছ কেন?'

ফাতেমা রাগের সুরে বলল, 'আমাকে বলতে পারত খাবারের কথা। তা না করে দেখো তো কী অবস্থা সবকিছুর।'

'তাই বলে ভাই দুটোকে মারবে?'

'আদর করা উচিত আমার?'

আম্মিরা উপর নিচে মাথা দোলাল। নিজের ভাগ্নির দিকে অসহায় দৃষ্টিতে দেখে বাচ্চাদের মেয়েটার হাতে তুলে দিল ফাতেমা।

'নাও তোমার জিম্মায় দিলাম।'

'আগেই আমাকে ডাকা উচিত ছিল।'

'হুঁ, সময়টা পেলে তো। আর তোমার খালু কেমন ঘুম দিয়েছে। এত ঝড়েও জেগে ওঠেনি।'

'আচ্ছা, মরিয়ম আবার কোথায় গেলো?'

ফাতেমা আশপাশে তাকাল।

'এখানেই তো ছিল। মরিয়ম, মরিয়ম?'

বার দুয়েক বাচ্চা মেয়েটিকে ডেকেও সাড়া পাওয়া গেল না। আম্মিরা পুরো বাড়িতে খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেল বাসার মুখ্য দরজা খোলা। বাইরে এসে মরিয়মের নাম ধরে ডাকল। তিনবারের বেলায় মেয়েটা দূর থেকে উচ্চ শব্দে বলল, 'আম্মিরা আপু, আমি এখানে।'

'কই তুমি?'

'গেটের এখানে।'

'ওখানে কী করছ মরিয়ম? খালা দেখলে বকা দেবে।' বারবার একা কেন বাহিরে এসে পড়ো?

আম্মিরা এগিয়ে গেল মেয়েটির খোঁজে। বয়স খুব বেশি নয় বাচ্চাটির। সবেমাত্র ছয়। মাথায় একঝাঁক সোনালি চুল আছে। আবছা অন্ধকারে আম্মিরা বুঝতে পারল গেটের দিকে যে পাথর বাঁধানো কবর রয়েছে, তার পাশে মরিয়ম দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে পেছন থেকে ডাকল।

'মরিয়ম।'

মেয়েটি ডাকে সাড়া দিতে পেছনে ঘুরে তাকাল। মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ যাবৎ কান্না করেছে সে। আম্মিরা হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিতে গেলে এক দৌড়ে গেট দিয়ে বের হয়ে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার হলো এত সময় গেট বন্ধ ছিল। আম্মিরা নিজেও মেয়েটির পেছন পেছন দৌড়াতে লাগল।

বাতাবরণ উষ্ণ হওয়া সত্ত্বেও আম্মিরার শরীরে কোনো প্রকার ঘাম নেই। সে বুঝতে পারে না ইদানীং রাতের বেলায় তার কেন এত বেশি ঠাণ্ডা লাগে। বাচ্চাটি সমানতালে দৌড়ে যাচ্ছে। পথিমধ্যে একঝাঁক কুকুর দলবেঁধে ডাকছে। আম্মিরা ভাবল, মরিয়ম এবার হয়তো থামবে। কিন্তু না, সে একটি বাড়ির পেছনের জঙ্গলে ঢুকে গেল। স্মরণ হচ্ছে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের থেকে বেশি দৌড়ানোর ক্ষমতা তৈরি হয়েছে মরিয়মের।

'মরিয়ম দাঁড়াও। ধরতে পারলে আজকে খালাকে দিয়ে খুব মার খাওয়াব।'

মেয়েটি তবুও শুনল না। তিমিরে মিলিয়ে গেল। একটি গাছকে অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে পড়ল আম্মিরা। মেয়েটি হাঁপাতে লাগল। ঘন ঘন শ্বাসের আওয়াজ পরিবেশকে ভয়ংকর করে তুলছে। অন্ধকার থাকার দরুন কিছু দেখতে পাচ্ছে না আম্মিরা। এক পা এগোল সে। শুকনো পাতায় মরমর শব্দ হলো।

'মরিয়ম।'

'আপু।'

'কই তুমি, মরিয়ম।'

'তোমার পেছনে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে কাউকে দেখতে পেল না আম্মিরা। উল্টো গাছের সাথে আঁটকে থাকা হাতে কিছুর স্পর্শ পেল। চটচটে এক আঠা লেগে মাখামাখি হয়ে গিয়েছে আঙুলগুলো। কোথাও থেকে বিদঘুটে দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

'মরিয়ম এখন খেলার সময় নয়। মরিয়ম।'

বাচ্চাটির কণ্ঠ আর শুনতে পেল না আম্মিরা। আরো একটু সামনে এগিয়ে গেল। এখন কিছুটা ভয় ও বিরক্ত অনুভূত হচ্ছে তার। সঙ্গে রাগও ফাতেমাকে না জানিয়ে আসার জন্য। দশ হাত এগিয়ে এল সে। অন্ধকারেও বুঝতে পারল সামনে কিছু একটা উবু হয়ে বসে আছে। চটজলদি তার কাঁধে গিয়ে হাত রাখল আম্মিরা।

'মরিয়ম, জলদি চলো এখান থেকে।'

বাচ্চাটিকে উঠানোর চেষ্টা চালিয়েও সফল হলো না আম্মিরা। প্রচণ্ড ভারী লাগছে। হাতের তালুতে সহস্র লোমের ছোঁয়াও অনুভূত হচ্ছে। আম্মিরা ভয়ের দৃষ্টিতে ভালো করে একবার নিচে তাকাল। এটা তো মরিয়ম নয়! কোনো ধরনের জন্তুর মতো লাগছে। বিশেষ অভিব্যক্তি প্রকাশ করার পূর্বেই আম্মিরা নিজের হাতে দাঁতের স্পর্শ পেল। আর্তনাদ করে উঠল সে। কোনোমতে প্রাণীটির থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে প্রাণপণে দৌড়াতে লাগল। কামড়ানোর জায়গায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। মনে হচ্ছে মাংস খুবলে নিয়েছে কেউ। মরিয়মের কথা মনে হলো তার। নিশ্চয় মাংসাশী কিছুর খপ্পরে পড়েছে তারা। জন্তুটি আম্মিরার পেছন পেছন আসছে। অকস্মাৎ ফায়ার করার শব্দ শোনা গেল। চতুষ্পদ জন্তুটি কোঁত কোঁত শব্দ করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আম্মিরাও ভূমিতে হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়ল।

পরিবেশের শীতল ভাব কমে গিয়েছে। কম্পমান কণ্ঠে আম্মিরা আগুন্তকের উদ্দেশে বলল, 'ধন্যবাদ।'

আগুন্তক পুরুষ না মেয়ে বোঝা যাচ্ছে না। টর্চ হাতে প্রাণীটির সামনে গিয়ে বসল সে।

'আপনার জন্য একটি বন্য প্রাণী মারতে হলো।'

'আমার জন্য?'

'অবশ্যই এত রাতে না বাইরে আসতেন, না প্রাণীটি পেছনে লাগত।'

আম্মিরার কান্না পেল এই মুহূর্তে। মরিয়মের কথা মনে হতেই উঠে দাঁড়াল। চিল্লিয়ে ডাকতে লাগল, 'মরিয়ম? তুমি কোথায়?'

আগন্তুক ছেলেটি জন্তুটির গায়ে একটি লাথি দিয়ে সেটা দূরে পাঠিয়ে দিল। বেঁটে দেহটি অজস্র লোমে আবৃত। পিঠে কুঁজের মতো আছে। আর পা দুটো ছাগলের অনুরূপ খুর আছে। এ রকম কিছু প্রথমবার জীবনে দেখল আম্মিরা।

'আমার হাত ধরে চলুন।'

খপ করে আগন্তুক আম্মিরার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া শুরু করল। ঘা-তে স্পর্শ লাগার দরুন আরো বেশি যন্ত্রণা হলো মেয়েটির। তারা যখন আলোতে এসে থামল, তখন আগন্তুককে পূর্ণরূপে দেখতে পেল আম্মিরা। নাহ, যার থেকে দূরে পালানোর চেষ্টা করে, তার সাথেই কেন তাকদির বারবার দেখা করিয়ে দেয়?

'ওই যে আপনার বোন।'

বিকেলে যে মেয়েটিকে দেখেছিল আম্মিরা, সে মরিয়মকে কোলে নিয়ে এগিয়ে এল। বোনকে দেখতে পেয়ে প্রচণ্ড রাগে তেড়ে মারত গেল সে।

'খুব দুষ্ট হয়েছ মরিয়ম। তোমার জন্য আমাকে জিনিসটা কামড়ে দিল।'

পাশে দাঁড়ানো এসমাদ বলল,

'রাত হচ্ছে তাদের শিকারের সময়। বাড়িতে গিয়ে ঠিকমতো পরিষ্কার করে নেবেন জায়গাটি।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমার বোনটি না বুঝে এত দূর চলে এসেছিল।'

নুসফার কোল থেকে প্রায় কেড়ে মরিয়মকে নিজের কোলে তুলে নিল আম্মিরা। এখানে এক মুহূর্তও থাকবে না সে। এক জীবনে নুসফা ও

এসমাদকে পুরোদমে এড়িয়ে চলে। নিঃশব্দে আম্মিরাকে যেতে দিল এসমাদ।

'বাদশাহ তাকে এভাবেই যেতে দিলেন?'

'রাখার কোনো কারণ দেখছি না।'

'আমার যতটা স্মরণে আছে রাগ তার প্রকৃতিতে সংক্ষিপ্ত আকারে ছিল। অথচ সামান্য কারণে বোনের উপর কতটা বিরক্ত সে।'

এসমাদ স্মিত হাসল। এ সময় তার মুখবিবরে সামান্য বিকৃতি ঘটল।

'সময় বদলিয়েছে নুসফা। আর আম্মিরজান বদলাবে না?'

'উহু, বাদশাহর আম্মিরজান বদলাতে পারে না।'

'একটু পর গিয়ে তার ঘা দেখে আসবেন। ঘৌল কামড়েছে। মরিয়ম সুস্থ আছে?'

'হ্যাঁ। বাচ্চা মেয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ করে এত দূর এনেছিল।'

'আমির পুনরায় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে চাচ্ছে। অথচ ঘৌলদের সাবধান করা হয়েছিল, তারা যেন এমন কিছু না করে। এ জাতি কখনো শুধরাবে না।'

'চিন্তা করবেন না বাদশাহ। এবারও আমিরের নাপাক চিন্তাভাবনা সফল হবে না। যত বড় শক্তিই তাকে সহযোগিতা করুক না কেন।'

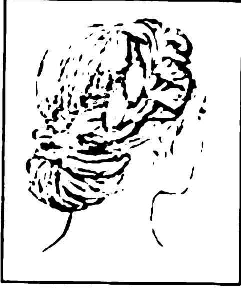
রাস্তার মধ্যে অনেকটা সময় দাঁড়িয়ে আম্মিরার যাওয়া দেখল তারা। ঈষৎ সমীরণ তাদের গা ছুঁয়ে যাচ্ছে। এসমাদ দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ল। আম্মিরার চোখে তার জন্য কোনো ধরনের আকাঙ্ক্ষা নেই কেন?

* * *

স্বচ্ছ পানিগুলো রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। কামড়ের জায়গাটি জ্বলে যাচ্ছে আম্মিরার। নিচ থেকে তার খালু সরফরাজের চিল্লানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। মেয়ের ওপর ভদ্রলোক খুবই ক্ষিপ্ত। সামনে আয়নায় নিজেকে দেখল আম্মিরা। দৌড়ানোর ফলে চুলগুলো এলেমেলো হয়ে গিয়েছে। পানির নল বন্ধ করে দিল সে। যদিও ডান হাতে আঘাত লেগেছে, তবুও বাম হাত উঁচু করে দেখল। সেখানের শিরা-উপশিরাগুলো চামড়ার ভেতর থেকেও কেমন সবুজ রং ধারণ করে আছে। এটা অবশ্যই মানুষের শরীরের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নয়। প্রথম এই বিষয়টা যেদিন উপলব্ধি করেছিল, সেদিন অনাকাঙ্ক্ষিত নীল দৃষ্টিবিশিষ্ট পুরুষটির সঙ্গে প্রথমবার দেখা হয়েছিল তার। বাসার সামনে থাকা বেওয়ারিশ কবরটির পাশে। ভেবেছিল ত্বকে কোনো

সবুজ রং লেগে গিয়েছে। কিছু সময় পর তা আবার চলেও যায়। পুনরায় সেই পুরুষটিসহ আরো কিছু মানুষের আশপাশে গেলেই এরকম শিরা-উপশিরাগুলো সবুজ বর্ণ হয়ে ওঠে। আম্মিরার মনে হতে লাগল বিশেষ কোনো কারণে এমন হচ্ছে। ডাক্তাররাও কোনো সমাধান দিতে পারল না। এমনটা কেন হয় আম্মিরা জানতে পেরেছিল নিদার ফুপু আয়যুর কাছ থেকে। আম্মিরা নাকি জন্ম থেকেই জিন চিহ্নিত করার ক্ষমতাটি পেয়েছে। তার আশপাশে যখন আগুনের সেই অদৃশ্য সত্তার উপস্থিতি হয়, তখন হাতের শিরাগুলো এমন সবুজ রং ধারণ করে। আয়যুর মতে রাক্বী গোত্রের জিন ব্যতীত এমন ক্ষমতা আর কেউ দিতে পারে না। প্রথমে সে বিশ্বাস না করলেও ধীরে ধীরে বুঝতে পারল আয়যুর যা বলেছে তা সবটা সঠিক। কিন্তু কোনো রাক্বী গোত্রের জিনের সাথে তার বিশেষ পরিচয় আছে বলে মনে হয় না। শুধু শুধু একজনকে তারা এমন ক্ষমতা কেন দিল?'

ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে ফোন চেক করল আম্মিরা। এখন রাত তিনটে বাজে। একটু পরেই ভোর হয়ে যাবে। তবুও ঘুমানোর বৃথা চেষ্টা করল সে। আজকে তার হাতের শিরাগুলো খুব বেশিই সবুজ রং ধারণ করে আছে। তা এসমাদ আর নুসফার জন্য যে খুব ভালো করে উপলব্ধি করল সে। তারা দুজনই সাধারণ ইনসান নয়, এই বিষয়ে বহু আগে থেকেই সে অবগত। তবে কীভাবে বুঝল এই বিষয়টি সে জানে না। শুধু জানে তারা জিন। আর তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। প্রিয়জনকে দূরে রাখতে হবে। চোখ বন্ধ করে ফেলল আম্মিরা। আজকে সে অনেক ক্লান্ত।



আরমুটলু শহর ছেড়ে অভ্যন্তরের এক স্থানে আম্মিরাদের বসবাস। তার খালু সরফরাজের ছোটখাটো একটি বেকারি শপ আছে। এতিম বিধায় তাদের সাথেই থাকতে হচ্ছে আম্মিরার। যদিও ফাতেমা তার আপন খালা নয়। এখানকার এক কলেজে বর্তমানে পড়াশোনা করছে আম্মিরা। মেয়েটার জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। রোজ ঘুম থেকে উঠে ফাতেমার কাজে সাহায্য করা, ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করা। বিনোদন বলতে প্রিয় বান্ধবী নিদার সঙ্গে মাঝেমধ্যে ঘুরে বেড়ানো। ফাতেমার পরিবার ব্যতীত আর কোনো আত্মীয়কে পুরো জীবনেও দেখেনি সে। এমনকি মা-বাবার সঠিক পরিচয় কিংবা চেহারাটুকুও চেনা নেই। কোনো রকম নাম ধারণ করে আছে শুধু। মাঝেমধ্যে মেয়েটির ঠাহর হয় এই জীবন যেন তার নয়। অন্য কারো।

আজকে সকাল থেকে পরিবেশে বিষণ্নতা ভর করে আছে। নিশ্চয় একটু পর সব ভেঙে বৃষ্টি নামবে। সকালের খাওয়াদাওয়ার পর নিদা বাসায় এসে হাজির। আম্মিরাকে জোরাজুরি করতে লাগল বাইরে যাওয়ার জন্য।

'চলো না আম্মিরা। আমি তো বলছি সব খরচ আমার।'

আম্মিরা কণ্ঠস্বর স্তিমিত করে বলল, 'খালা বকবে গেলে।'

'আমি তো আছি।'

'উহু, কাজ আছে আজকে।'

'সেই তো ঘরের কাজ করা।'

আম্মিরা মলিন হাসল। নিদা এতে খানিকটা বিরক্তি প্রকাশ করল। ফাতেমা এ সময় মরিয়মকে কোলে নিয়ে রান্নাঘরে প্রবেশ করল। সেদিন রাতের ঘটনার পর থেকে বাচ্চা মেয়েটি একচোট জ্বরে ভুগল। আজকে কিছুটা সুস্থ।

'কী ব্যাপার নিদা? তোমার মায়ের খোঁজ পাওয়া যায় না ইদানীং।'

'আমার বড় বোনের বিয়ে খালা। এ জন্য ব্যস্ত।'

'আলহামদুলিল্লাহ। এরপর তোমার সুযোগ তাহলে। আমাদের আম্মিরাকেও বিয়ে দিয়ে দেব।'

আম্মিরা প্রসঙ্গ পাল্টানোর প্রয়োজন অনুভব করল।

'খালা মরিয়ম এখন কেমন আছে?'

'ভালো আছে। হাতের কাজ শেষ করে ওকে কিছু সময়ের জন্য কোলে রেখো তো আম্মিরা।'

নিদা মাঝখান থেকে ফোড়ন কেটে বলল,

'কিন্তু আম্মিরা তো এখন আমার সাথে যাবে। কথাও দিয়েছে।'

'কোথায়?'

'একটু কেনাকাটা করতে যাব আমরা।'

'কই আম্মিরা তো আমাকে বলেনি।'

আম্মিরা একবার অসহায় দৃষ্টিতে নিদাকে দেখল। ফাতেমার মুখের অভিব্যক্তি দেখে বোঝা যাচ্ছে বাইরে যাওয়ার মত নেই তার। কিন্তু সব সময় অন্তঃকরণের কথা প্রকাশ করতে নেই কিনা বিধায় অন্য কথা বলল।

'ঠিক আছে যাও। জলদি ফিরে এসো আম্মিরা।'

'না খালা আমি যাব না। নিদা একা চলে যাক।'

'কথা দিয়েছ মানে ওয়াদা করেছ। এখন সেই ওয়াদা পালন করারও চেষ্টা করো।'

'আমি জলদি এসে পড়ব।'

ফাতেমা ভাবলেশহীনভাবে বলল,

'সেটা তোমার ব্যাপার।'

ঘর থেকে বের হলে আম্মিরার নিজেকে কোনো রাজ্যের যুবরানি মনে হয়। ক্ষণিক সময়ের জন্য হলেও জীবনটাকে উপভোগ করতে পারে সে। অর্থ ব্যতীত যদিও সব ইচ্ছা পূরণ হয় না। একটা পুরোনো গলির ভেতরে ঢুকল নিদা। পাশে আম্মিরা হাঁটছে আর হাজার রকম চিন্তা করছে।

'আমরা এখানে কেন এলাম নিদা?'

'সামনে একটা দোকান আছে। যেখানে পুরোনো কিন্তু সুন্দর গয়না পাওয়া যায়।'

'আচ্ছা।'

নিদা সঠিক ছিল। সত্যিই দোকানে খুব সুন্দর সুন্দর গয়না আছে যেসবের মূল্যও বেশ কম। নিদা কয়েকটা জিনিস ক্রয় করে নিল। আম্মিরার হঠাৎ মন খারাপ লাগা শুরু হলো। সে কিছুই কিনতে পারল না। যদিও ভাবল ফাতেমাকে এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে কোনো একসময়।

'আম্মিরা এদিকে এসো তো। এটা দেখো সুন্দর না?'

'কী?'

'লকেট।'

চাবি আকৃতির কারুকার্য শোভিত একটি লকেট নিদা হাতে ধরে আছে।

'অনেক সুন্দর।'

'জিনিসটা তোমার জন্য।'

'লাগবে না তো আমার।'

'দেখি চুলগুলো সরাও তো।'

আম্মিরার সরু গলায় লকেটটি পরিয়ে দিল নিদা। নিজেকে সে আহামরি সুন্দরী না বললেও দেখতে মন্দ লাগছে না। আম্মিরা লকেটের গায়ে স্পর্শ করেই কেমন শূন্যতা অনুভব করল। বস্তুটি আগেও দেখেছে সে এমনটা মনে হলো।

'মনে হচ্ছে লকেটটি কোথাও দেখেছি আমি।'

নিদা স্বাভাবিকভাবে জবাব দিল, 'দেখতেও পারো।'

'উহু, সত্যিই মনে হচ্ছে। কারো থেকে উপহার পেয়েছিলাম।'

'ওই যে তোমার স্বপ্নে।'

বেশ কেনাকাটা করল নিদা। আম্মিরার হাতে কয়েকটি ব্যাগ দিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তার অপেক্ষা করছে আম্মিরা। আকাশের অবস্থা একটু মলিন দেখাচ্ছে। নিশ্চয় ভেঙেচুরে বৃষ্টি নামবে।

'কারো অপেক্ষা করছেন?'

এসমাদকে দেখে মুখ অন্যদিকে ঘোরাল আম্মিরা। তার নিশ্বাস ভারী হয়ে এসেছে। বিশেষ করে নীল চোখের দৃষ্টি সে সহ্যই করতে পারে না। অন্তঃকরণ থেকে কেমন খারাপ লাগা কাজ করে। আম্মিরা জবাব না দিয়ে সামনের দিকে হাঁটা আরম্ভ করল। এসমাদও পেছন পেছন যাচ্ছে। ধীরে ধীরে লোকসমাগমের থেকে দূরে চলে এল তারা। নির্জন রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল আম্মিরা। তার থেকে কিছু দূরে এসমাদও দাঁড়িয়ে আছে। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হাতে থাকা ব্যাগগুলো আঁকড়ে ধরল সে। আম্মিরার রক্তিম ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত হলো। বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে তার কণ্ঠ শোনা গেল,

'আপনি কেন আমার সাথে আসছেন?'

'এমনি?'

'আসবেন না।'

'কেন?'

আম্মিরা গভীর শ্বাস নিল। হাতের ব্যাগগুলো শক্ত মুঠোয় ভরে নিল। এসমাদের পরনে ব্লেজার। বৃষ্টির দিনে ব্লেজার খুবই বেমানান। মেয়েটির আরো সন্নিকটে এসে দাঁড়াল এসমাদ। ছেলেটির মুখবিবরে বৃষ্টির পানি সরু ঝরনার মতো লাগছে।

'কেন আম্মিরা? কেন আপনার সঙ্গে আসব না?'

'কারণ, আপনাকে ভয় পাই আমি। আপনার নীল চোখের দৃষ্টি, শীতল স্পর্শ, বলিষ্ঠ কণ্ঠ–সবকিছুকে ভয় পাই।'

এসমাদ জবাব না দিয়ে আম্মিরার একদম সন্নিকটে চলে এল। যেখানে দুজনের শ্বাস-প্রশ্বাস একত্রিত হচ্ছে। আতরের গন্ধে বৃষ্টির পানি আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছে। শীতল জলে মেয়েটির চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। আম্মিরার বাম হাতে হালকা স্পর্শ করল এসমাদ। কেঁপে উঠল মেয়েটির শরীর।

'আমি ভয় পাওয়ার সত্ত্বা নই আম্মিরজান। আমার অনুভূতিকে স্মরণ করুন।'

আচমকা ক্ষেপে গেল আম্মিরা। এসমাদকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

'আম্মিরজান কেন বললেন?'

'বলা যাবে না?'

'উহু। আমাকে এক অন্ধ মহিলা জিনদের নিয়ে বই পড়ে শুনিয়েছিল। সেখানে আফারীতদের যুবরাজ তার ভালোবাসাকে আম্মিরজান বলে ডাকত।'

'কিন্তু আপনার নামও তো আম্মিরা।'

'তো কী? পরের দিন যে লাইব্রেরিতে বসে সেই মহিলা আমাকে কাহিনি শুনিয়েছিল সেখানকার লাইব্রেরিয়ানের লাশ পাওয়া যায়। এবং শেষবার আমিই তাকে দেখেছিলাম। এ জন্য ঝামেলাও কম পোহাতে হয়নি।'

এসমাদের মুখবিবরে অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। ছেলেটির হাসিতে আম্মিরা কেন যেন হঠাৎ হঠাৎ নিজেকে খুঁজে পায়।

'ঘটনার সাথে নামের সম্পর্ক কোথায়?'

'অবশ্যই আছে। আম্মিরা বলবেন। যদি এই নাম শুনে ইফ্রীত্বরা আমার পেছনে আসে? এমনিতেও ইদানীং কিছুই ভালো যায় না। সব সময় অদ্ভুত কল্পনা আসে। তার উপর আপনার নীল চোখ ভুলতে পারি না।'

এসমাদ অবাক হয়ে শুধাল,

'সত্যি?'

'একদম। তাহলে কেন বলবেন আম্মিরজান? নিজেকে কি বাদশাহ এসমাদ মনে করেন?'

কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল আম্মিরা। একবার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিটিকে দেখল। সেই অন্ধ মহিলার বর্ণনার অনুরূপ সবকিছু মিলে যাচ্ছে। নিজের হাতের দিকেও তাকাল সে। শিরাগুলো সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে। তবে কী আর ভাবতে পারে না আম্মিরা শেষবারের মতো সামনে দাঁড়ানো ব্যক্তির দিকে তাকাল সে। এরপর যতটা শক্তি ছিল ততটাই কাজে লাগিয়ে ছুটল। তার হাত আঁকড়ে ধরতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি এসমাদের। আম্মিরা কাঁপছে ভয়ে। বৃষ্টি এখনো সমানতালে হয়ে যাচ্ছে।

'আম্মিরা শুনুন তো।'

'আমাকে ছাড়েন।'

'আমার আপনার সাথে কিছু জরুরি কথা আছে। দয়া করে একটু শুনুন।'

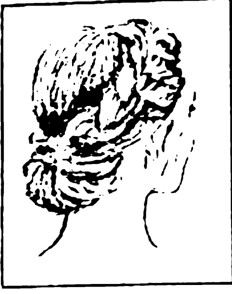
আম্মিরা কোনোমতে নিজেকে ভূমির সঙ্গে আঁটকে রেখেছে। এসমাদ একটি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল, 'ইদানীং কিছু অদ্ভুত খেয়াল আসে আমার মনে। আপনাকে নিয়ে আম্মিরা। হয়তো ভালোবাসা নামক অনুভূতি জন্মিয়েছে হৃদয়ে।'

আম্মিরা চট করে বলল, 'আমার পেছনে আর আসবেন না। ঘৃণা জন্মাচ্ছে মনে, আপনার জন্য।'

এসমাদ অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল। মেয়েটার হাত তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিয়ে পেছনে সরে গেল।

'ঠিক আছে যেতে পারেন এখন।'

কথাটা বলার জন্য আম্মিরার বুকটাও কেমন করে উঠল। কিন্তু সত্যিই ছেলেটা যদি আগুনের সত্তা হয়, তবে তার সঙ্গে মেলামেশা একটুও ভালো হবে না।



সীমান্ত থেকে রাজধানীতে ফিরছে এসমাদ। পথঘাটে এ জন্য কড়া নিরাপত্তা বহাল করা হয়েছে। এ রকম করার কারণ হলো আফারীতদের মধ্যে বেশির ভাগ উগ্রপন্থী এবং চরম আদর্শচ্যুত। এসমাদ যত দিন ধরে বাদশাহ হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে, তত দিন এদের খামখেয়ালিপনা কিছুটা কমেছে। এ জন্য বহু ইফ্রীত্বের চক্ষুশূলও হয়েছে বটে। পাথরের রাস্তা ঘোড়ার খুরের শব্দে কম্পিত হচ্ছে। চারিধার থেকে উৎপন্ন অশ্বরব কানে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। ছোট্ট বালক নিথহান দৌড়ে এসে পথের পাশে দাঁড়াল। অবাক হয়ে সবকিছু দেখছে সে। আনাহিতা বাজারে কিছু একটা ক্রয় করছিল। ভাইকে সৈন্যদের এত নিকটে দাঁড়াতে দেখে দৌড়ে এসে তার হাতটি আঁকড়ে ধরল।

'নিথহান চলো এখান থেকে।'

নিথহান জেদের সুরে বলল, 'বোন দেখতে দাও। বাদশাহর আকৃতি কেমন হয় দেখব।'

আনাহিতা বিরক্তির সুরে বলল,

'অদ্ভুত কথা তোমার। এক্ষুনি সরবে এখান থেকে। বাদশাহ যাতায়াতের সময় মনমর্জিমতো বহু ইফ্রীত্বকে ধ্বংস করে দেন।'

'তুমি দেখো বোন আমি দূরেই দাঁড়িয়ে আছি।'

সৈন্যরা সকল ইফ্রীত্বদের নির্দেশ করল তারা যেন বাদশাহকে সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে পা ভাঁজ করে মাটিতে বসে পড়ে। সকলেই তা মেনে নিল। বাদশাহর ঘোড়ার দিকে কেউ দৃষ্টি দেওয়ার সাহস রাখে না। পাছে কোনো ভুল করে বসে যদি?

নিথহানের নিকট সবকিছু অনেক রোমাঞ্চকর। প্রথমবার নিজ ভূমির শাসককে দেখছে সে। এত দিন সুযোগ হয়নি। বাদশাহর চলাফেরা, পোশাক, অঙ্গভঙ্গি কতটা বিস্ময়কর। তার খুব ইচ্ছে একদিন এসমাদকে ছুঁয়ে দেখার। বড় বড় ধূসর মণিগুলো মেলে রাস্তার দিকে একদৃষ্টিতে দেখছে সে। অকস্মাৎ এক সৈন্য এসে নিথহানকে উদ্দেশ করে ধমকে উঠল।

'এই বালক, চোখ নামাও। বাদশাহর উপর সরাসরি দৃষ্টি দেওয়া মানে ধ্বংস হওয়া।'

সৈন্যটি নিজ তরবারি দিয়ে নিথহানের গায়ে আঘাত করতে গেলে আনাহিতা হাতের সাহায্য তা থামিয়ে দিল। বিকট এক শব্দে সবাই চমকে উঠল। এসমাদ নিজের ঘোড়া থামিয়ে পেছন ফিরে দেখল। সাধারণত দাস ইফ্রীত্বদের কাউকে ধ্বংস করার ক্ষমতা জন্মগতভাবে থাকলেও পরবর্তীতে তা কেড়ে নেওয়া হয়। কিন্তু আনাহিতা সামান্য হাতের সাহায্যে সৈন্য জিনটিকে হত্যা করতে পারল। আশপাশের আরো সৈন্য এসে তার দিকে তরবারি উঁচু করে ধরল। ভয় পেয়ে নিথহানকে নিজের কাছে টেনে নিল আনাহিতা।

'থামো, তাকে আগেই হত্যা করবে না।'

এসমাদের নির্দেশে সকলে পেছন সরে গেল। ঘোড়া নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে সেখানে এল এসমাদ। ঘটমান স্থানে ঘোড়া নিয়ে দাঁড়াল সে। জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বলল,

'বাহ্যিক বেশভূষা দেখে স্মরণ হচ্ছে আপনি একজন দাস ইফ্রীত্ব। তবে এত শক্তি পেলেন কোথায়? কোনো ছদ্মবেশী, নাকি ঘাতক?'

আনাহিতার সরাসরি কথা বলতে পছন্দ করে। এসমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি নিজেও এই বিষয়ে অবগত নই। সৈন্যটি আমার ভাইয়ের উপর বিনা কারণে আঘাত করতে চেয়েছিল। আমি তাতে শুধু হাত দিয়ে বাধা দিয়েছি।'

'বিনা কারণে আমার রাজ্য কিছুই হয় না। অবশ্যই আপনার ভাইয়ের কোনো দোষ ছিল।'

'বাদশাহর দিকে দৃষ্টি রাখা দোষের কিছু নয়।'

এসমাদ মৃদু হাসল।

'অবশ্যই না, বিদুষী। কিন্তু প্রশ্নটির উত্তর পেলাম না। কীভাবে আপনি সৈন্যটিকে হত্যা করলেন।'

'ক্ষমা মার্জনা করবেন বাদশাহ। পূর্বেই বলেছি, আমি নিজেই জানি না।'

আনাহিতার দিকে কিছু সময় তাকিয়ে থাকল এসমাদ। মেয়েটির মুখের আদল তার পূর্বপরিচিত কারো সাথে মিলে এবং ভালো করেই বুঝতে পারল এ দাস প্রজাতির ইফ্রীত্ব নয়। হতে পারে মিথ্যা বলছে কিংবা নিজ ক্ষমতা নিয়ে অবগত নয়। ডামিন এগিয়ে এল ঘোড়া নিয়ে।

'বাদশাহ আপনার দেরি হচ্ছে।'

ঈষৎ অপেক্ষা করুন ডামিন।

পুনরায় এসমাদ সেনাদের উদ্দেশে বলল, 'আমি এই দাসকে সেনা হত্যার দায় থেকে অব্যাহতি দিলাম।'

আনাহিতা অবাক হলো। সে ভেবেছিল এক্ষুনি এসমাদ তাকে ধ্বংস করে দেবে। একবার চোখ তুলে তাকাতে চাইল সামনে। নিথহান নিজের ছোট্ট হাত দিয়ে জাপটে ধরে আছে বোনকে।

ঘটনাকে সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি করে দিয়ে পূর্বের ছন্দে এসমাদ প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। বাদশাহ সম্পর্কে আনাহিতার অন্তঃকরণে কিছু বিরূপ মনোভাব ছিল, যা এক নিমেষেই উবে গেল।

সিংহাসনের উপরের শূন্য আসনটি দেখে বড্ড খারাপ লাগল এসমাদের। বছরের পর বছর অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে অথচ ফাঁকাই পড়ে থাকছে আসনটি। এসমাদ সিঁড়ি বেয়ে উঠে নিজ আসনে গিয়ে বসল। ডামিন তটস্থ ভঙ্গিতে এসমাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

'আফারীতদের প্রধান বাদশাহ এসমাদ! সামান্য এই অধমের সম্মান গ্রহণ করুন।'

রাসাক এসমাদের হাত নিজ কপালে ঠেকিয়ে সম্মান জানাল। সে বাদশাহকে ভালো-মন্দের মন্ত্রণা দান করেন। তা ছাড়া আরো একটি পরিচয় হচ্ছে সম্প্রতি রাসাক কন্যা মিলহান বাদশাহ সহপত্নীর খেতাব অর্জন করেছে। সেই হিসেবে এসমাদের আত্মীয়ও রাসাক।

'বাদশাহ নুরাইন কেন ডেকেছিলেন সম্মাননীয় রাসাক?'

'তা সেনা অধিনায়ক ডামিন ভালো বলতে পারবেন।'

ডামিন সগৌরবে বলল, 'বাদশাহ, সামুম রাজ্যে কিছু ইফ্রীত্ব বারবার প্রবেশ করছে। তাদের ফেরত নিয়ে আসার জন্য। সাথে কিছু কথাও বলেছে।'

'সেসব ইফ্রীত্বকে কী করা হয়েছে?'

'ধ্বংস করে দিয়েছি। পৃথিবীতে গিয়েও মাঝেমধ্যে আদম সন্তানদের উপর কিছু ইফ্রীত্ব উৎপাত করছে।'

'এটা বন্ধ করার উপায় নেই। কিছু আদম সন্তানরা নিজেদের লোভ লালসাকে অতিক্রম করতে পারে না বিধায় ইফ্রীত্বরা এতটা আশকারা পায়।' শুধু ইফ্রীত্ব নয় আরো অনেক জিনদের তারা আয়ত্ত্বে আনার চেষ্টা করছে বহু আগে থেকেই।

'সঠিক বলেছেন বাদশাহ। আপনি সীমান্তে অবস্থান করে কোনো সুফল পেলেন? ঘৌলরা কিন্তু বিদ্রোহ করা শুরু করেছে। তারা আর আফারীত রাজ্যের অধীনে থাকতে চাচ্ছে না।'

এসমাদ পূর্ব থেকেই অবগত ছিল যে রাসাক তাকে এমন কোনো প্রশ্ন করবে। চাতুর্যতার সহিত উত্তর দিল সে, 'বাদশাহর নিজস্ব কিছু গোপন কথা থাকে। সে অবশ্যই তা সকলের সামনে বলবে না। বিশেষ কারণে সীমান্তে গিয়েছিলাম আমি।'

রাসাক লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'একদম বলা উচিত নয়।'

'মহামান্য কোথায় রাসাক?'

বৃদ্ধ রাসাকের মুখচ্ছটা বিবর্ণ ধারণ করল। একবার ডামিনের দিকে তাকাল।

'তিনি কোথায় আমরা জানি না। দাসীরা গত চান্দ্রমাসে তাকে দেখেছিলেন প্রাসাদে। তবে একটি সংবাদ পাঠিয়েছেন সে।'

'কী?'

'বাদশাহ এবং তার সহপত্নীর মধ্যকার সম্পর্ক গাঢ় করার জন্য তাদের একত্রে সময় অতিবাহিত করতে বলেছেন। শেহেজাদি মিলহানকে প্রাসাদে থাকতে দেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে।'

এসমাদের মুখের পেশিগুলো শক্ত হতে দেখা গেল। তার পেছনে নিজেদের জন্য বেশ সুবিধাই তৈরি করে নিয়েছে মিলহান ও রাসাক।

' আমি তো অনুমতি দিইনি।'

'মহামান্য দিয়েছেন।'

এসমাদ সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়াল। দোতালার পর্দার আড়ালের দিকে তাকাল। একজন নারী অবয়ব সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। এসমাদ নিচ থেকেই বুঝতে পারল আবছায়া হয়ে থাকা অবয়বটির ওষ্ঠাধরে তৃপ্তির হাসি।

* * *

চন্দন কাঠের সুগন্ধে মোহিত হয়ে আছে বাতাবরণ। ঈষৎ সমীরণে আন্দ্রেয়াজের চুলগুলো আন্দোলিত হচ্ছে। গোলাপের রংবিশিষ্ট পত্রগুলো বেখেয়ালে উড়ে বেড়াচ্ছে।

'মহামান্য এত কী ভাবছেন?'

'এসমাদ ফিরেছেন সীমান্ত থেকে, সিরাব?'

'হ্যাঁ।'

'তার রাজধানী ছাড়া উচিত হয়নি। যেহেতু ঘৌলরা বিদ্রোহ করা শুরু করেছে।'

'মাতা ইবাদতে বিরতি দিয়েছেন। আপনি কি তার সাথে দেখা করবেন?'

'জি।'

দরজা খুলে এক দাসী বের হয়ে এল। আন্দ্রেয়াজকে সম্মান করে বলল, 'মাতামহী আপনাদেরকে ভেতরে যেতে বলেছেন।'

জানালার পাশে টিমটিমে আলোয় বর্তিকা জ্বলছে। কক্ষের ঠিক মধ্যিখানে উপবেশন করা বৃদ্ধাকে দেখে স্মরণ হচ্ছে সে সরোবরের মাঝখানে একটিমাত্র পদ্ম। আন্দ্রেয়াজ তার পাশে গিয়ে বসলেন।

'কেমন আছ, জ্বান?'

'সুস্থ আছি। তুমি আরো বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছ হাসানাত।'

নারী অবয়বটি হাসল। বৃদ্ধ হওয়ার দরুন চামড়া আরো বেশি কুঁচকে গেল।

'আমি তোমার থেকে বয়সে অবশ্যই বড় জ্বান। সেক্ষেত্রে শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর তুমি তো সব সময় জীবন্ত। তবে আফসোস রয়ে গেল।'

'কেন?'

'মহামানিনী এখনো মুক্ত হলেন না। আদম সন্তানগুলো কেন যে এত নিষ্ঠুর হয়। তাদের সৃষ্টিকর্তা সেরা জীব হিসেবে তৈরি করেছে বিধায় এত অহংকার।'

'তুমি কি আদম সন্তানদের ঘৃণা করো?'

'না।' তবে বিশেষ পছন্দও করি না।

'সৈন্যদের নির্দেশ করেছিলাম সমস্ত ভেষজ ফল তোমার কাছে পাঠাতে।'

'এসেছিল ফলগুলো আমার নিকট। আমি বিলিয়ে দিয়েছি।'

'বিশেষ কারণ?'

'সময়কে আটকে রাখবে এমন কোনো নির্যাস নেই। আমার জন্য নির্ধারিত সময় কতটা আছে অবগত নই। তোমার সাথে আর দেখা না-ও হতে পারে জ্বান। কিছু বলার জন্য ডেকেছি। ক্ষণ প্রণয়ের বিচ্ছেদে আর

কতকাল ব্যথিত হবে? উল্টো তোমার শত শত বছরের প্রণয় এখনো বাজি খেলা খেলছে।'

আন্দ্রেয়াজের অধরে রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল। সে জানত হাসানাত এসব কথা বলবে। তাই ডেকেছে।

'আমি ব্যথিত নই হাসানাত। শুধু অসুস্থ।'

'তুমি অসুস্থ নও জ্বান। মনের দিক দিয়ে পিপাসিত। একজন দাসীর কন্যাকে নিজ শক্তির অংশ করে তুলেছিলে। এটা তো উচিত হয়নি।'

'কে জানে কোনটা উচিত আর কোনটা অনুচিত।'

হাসানাত বাক্যটিতে সমর্থন করল। আন্দ্রেয়াজ উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সিরাবও।

'হাসানাত তোমার ইবাদতে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য দুঃখিত। যখন সেই অসীম জীবনের পরবর্তী পুনরুত্থান দিবসে আমাদের পুনরায় দেখা হবে। তখন চিনবে তো আমাকে?'

হাসানাতের চোখেমুখে দুর্বলতা ফুটে উঠল। বৃদ্ধা হাতের মুঠো শক্ত করে বলল, 'আমি ধ্বংস হওয়ার পূর্বে তুমি একবার এখানে এসো। তোমাকে সর্বোচ্চ স্নেহ করি জ্বান। এই ক্ষণ মুহূর্ত আমাদের শেষ দেখা হোক তা চাই না।'

'চেষ্টা করব আসার।'

আন্দ্রেয়াজ সিরাবকে নির্দেশ দিল উঠে আসার জন্য। মায়ের হাতে হালকা চুম্বন করে উঠে এল সিরাব। ইদানীং সে আন্দ্রেয়াজকে সঙ্গ দিতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। দেখেই মনে হয় না অতীতে আফারীতদের বাদশাহ ছিল সিরাব। সেভাবেও চলাফেরা করে না।



স্বীয় লালসাকে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে আমির উন্মাদ হয়ে উঠেছে। যত সময় অতিবাহিত হচ্ছে, তত এসমাদের প্রতি ঘৃণার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার অন্তর থেকে অহর্নিশ অভিশাপ নিঃসৃত হয় নিজ জাতির জন্য। সম্পর্কগুলোতে অতীতের সব সৌন্দর্য মিলিয়ে গিয়ে সেখানে কুৎসিত রূপের প্রকাশ ঘটেছে।

অন্ধকার কক্ষটি শূকর পচার গন্ধে দূষিত হয়ে আছে। বিশাল প্রতিকৃতির সামনে হলুদ রঙের আগুন প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। মূর্তিটিকে এইমাত্র মানুষের রক্তে সিক্ত করা হয়েছে। মানুষটির অবশিষ্ট নির্জীব দেহটিকে তিমিরের একপাশে বসে লোমশ প্রাণীটি চিবিয়ে খাচ্ছে। আমির রাগত সুরে হুংকার দিল।

'এক্ষুনি বাইরে চলে যাও।'

ভয় পেয়ে গেল লোমযুক্ত শরীরের ঘৌলটি। তার মুখের আশপাশে মাংসের সাদা কষ মেখে আছে। কোঁত কোঁত শব্দ করতে করতে চার পায়ের সাহায্য বাইরে চলে গেল।

'শেহজাদা আমির দেখছি মনোযোগ দিতে পারছেন না আরাধনায়। কী করবেন বলুন। ইনসানদের মাংস বেশ সুস্বাদু। লোভ সামলানো দুষ্কর।'

আমির দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তোমরা চতুষ্পদ জন্তুর থেকেও অধম। এ জন্য এত নিচু স্তরের হিসেবে বিবেচনা করা হয় তোমাদের।'

হো হো করে হেসে উঠল আগন্তুক অবয়বটি।

'মাঝেমধ্যে ভুলে যান আপনি নিজ স্বজাতি থেকে বিতাড়িত।'

আমিরের চোয়ালের মাংসপেশি শক্ত রূপ ধারণ করল। সামান্য হেসে বলল, 'তুমি নিজেও এখন ঘৌলদের প্রাক্তন বাদশাহ।'

'বিতাড়িত তো নই।' শুধু পরাজিত

পিঠে বড় মাংসপিণ্ড থাকার দরুন সামনের অবয়বটি কুঁজো হয়ে হাঁটছে। হাতের লাঠি দিয়ে দিয়ে ঠকঠক শব্দ করে মূর্তির কাছে এসে বসল সে।

'আর কয়েকটি চান্দ্রমাস। এরপর দ্বীপের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়বে।'

অপমান হজম করে আমির শুধাল, 'কিন্তু সেখানে যাওয়ার পথ কারো জানা নেই। শুনেছি খুব দুর্গম। জিনদের জন্য আরো কঠিন।'

'সেই পুস্তকটি খুঁজে পেলে ভালো হতো শেহজাদা। মহামানিনী আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

'আমরা যেহেতু কোথায় আছেন তিনি সেই বিষয়ে অবগত। তাহলে কেন সেই পুস্তকের সাহায্যের অপেক্ষায় আছি?'

'স্থানটিতে যাওয়ার জন্য পথের সাথে পরিচিত নই।'

'গইলানরা সাহায্য করতে পারে আমাদের।'

'তারা প্রত্যক্ষভাবে জীবনেও করবে না। যতটুকু বলেছে ততটাই বলার ইচ্ছা ছিল না তাদের।'

'তবে সবকিছুর পূর্বে এসমাদকে হত্যা করতে পারলেই আমার শান্তি।'

কুকাল অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল। পাশে থাকা পাত্র হাতে নিয়ে আমিরের দিকে হালকা রক্ত ছিটিয়ে দিল।

'ক্রোধ থাকা ভালো। তবে সব জায়গায় না। তোমাকে দেখেই মনেই হয় না এক কালে আফারীতদের বাদশাহ ছিলে।'

বেদানায় রক্তিম হয়ে উঠল আমিরের মুখবিবর।

'আমাকে বারবার অপমান করে বড্ড বেশি দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছ কুকাল?'

'এক বন্ধু আরেক বন্ধুর সঙ্গে উপহাস করতেই পারে। তোমার জন্য একটি উপহার এনেছি।' জিনিসটা দেখে নিশ্চয় খুশী হবে।

সাদা রঙের কাপড় আমিরের উদ্দেশে এগিয়ে দিল কুকাল। সঙ্গে সঙ্গে তা লুফে নিল সে।

'ওদুদ কন্যার রক্ত আছে এতে।'

'তুমি কীভাবে সংগ্রহ করলে?'

'বিগত এক রাতে ঘৌল আম্মিরাকে কামড়ে রক্ত নিয়ে এসেছে।'

'তাকে কেউ বাধা দেয়নি?'

'সে মৃত হওয়ার ভান করেছিল। আরো একটা খবর। এসমাদ এখন পৃথিবীতে আছেন।'

হো হো করে হেসে উঠল আমির।

'সে আবারও প্রণয়ের জন্য মহামান্যের বিরোধিতা করতে চলেছে। তোমাকে ধন্যবাদ। অনেক ভালো কাজ করেছ।'

আমিরের মুখটা চকচক করে উঠল। নাক দিয়ে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের ঘ্রাণ নিল। সামনে থাকা শূকরের রক্তে কাপড়টি চুবিয়ে কিছু সময় তাতে আস্তে করে স্পর্শ করে থাকল। এরপর শক্ত করে তা মুঠোয় ভরে নিল।

তলপেট আঁকড়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠল আম্মিরা। পরনের সাদা রঙের স্কার্টটি রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে শুয়ে পড়ল সে। ফাতেমা চিল্লানোর শব্দে মনে করেছিল তার সন্তানদের মধ্যে কারো কিছু হয়েছে। তবে রান্নাঘরে এসে আম্মিরাকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে শুধাল, 'কী হলো আম্মিরা।'

কোনো জবাব এল না। পুনরায় ফাতেমা ডাকল। তবে আগের মতোই নিস্তব্ধ মেয়েটি। এবার একটু টনক নড়ল ফাতেমার। মেঝেতে বসে আম্মিরার গায়ে হাত রেখে দেখল সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। ওদিকে স্কার্টের নিচ দিয়ে রক্তের ধারা বের হয়ে আসছে।

'সরফরাজ দেখে যাও তো আম্মিরার কী হলো।'

ড্রইং রুমেই ছিল সরফরাজ। স্ত্রীর ডাকে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে শুধাল, 'কী হয়েছে?'

মেয়েটির অবস্থা দেখে সরফরাজের মুখচ্ছটা মলিন হয়ে গেল। মেঝে থেকে আম্মিরাকে উঠিয়ে কোলে তুলে নিল।

'এত রক্ত আসছে কেন? কেউ কি এসেছিল বাসায়?'

'নাহ তো। রান্নাঘরে স্বাভাবিকভাবেই কাজ করছিল। দুই মিনিট আগেও আমি দেখে গিয়েছি। হসপিটালে নিয়ে যাবে সরফরাজ?'

'না। একটু দূরে ডাক্তার থাকে। আমি দেখছি তাকে পাওয়া যায় কিনা।'

আম্মিরাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সরফরাজ চলে গেল। দায়বদ্ধভাবেই সেখানে দাঁড়িয়ে রইল ফাতেমা। এখনো কাপড়ের নিচ থেকে সমানতালে রক্ত আসছে। ভয়ে ভয়ে সেদিকে হাত বাড়াল সে। রক্ত সে খুব বেশি দেখতে পারে না। তাছাড়া মৃদু দুর্গন্ধ আসছে আম্মিরার শরীর থেকে। স্কার্ট উঁচু করে ফাতেমা দেখল আম্মিরার বিশেষ জায়গায় আঁইশযুক্ত দেহের ছোট্ট জীব নড়াচড়া করছে। বমি পেয়ে গেল তার। তাড়াতাড়ি কাপড় নামিয়ে নিল। নিজেকে এটা ভেবে বুঝ দিল যে তার চোখের ভুল। মিনিট দশেকের পর একজন নারীকে নিয়ে রুমে প্রবেশ করল সরফরাজ। মেয়েটির সৌন্দর্য দেখে ঢোক গিলল ফাতেমা।

'ইনি আমার স্ত্রী ফাতেমা।'

নুসফা হাসিমাখা মুখে বলল, 'রোগী নিশ্চয় সে নয়।'

'নাহ নাহ। এই যে আমার ভাগ্নি।'

নুসফা বিছানার কাছে এসে আম্মিরার মাথায় আলতোভাবে স্পর্শ করলো।

'আপনারা বাইরে যান।'

ফাতেমা ও সরফরাজ বিনা বাক্য ব্যয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। নুসফা কাপড়ের নিচ দিয়ে আম্মিরার পেটের উপর হাত রাখল। একটু পরেই কুৎসিত একটি সাপকে টেনে বের করে আনল। নিচু স্তরের কোনো জিন, যা আম্মিরার বিশেষ জায়গায়কে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছে। নুসফা তৎক্ষণাৎ সাপটিকে জানালা দিয়ে ফেলে দিল। স্বীয় ক্ষমতার সাহায্যে আম্মিরার অভ্যন্তরীণ ঘাগুলো প্রশমিত করে দিল নুসফা। কিছু সময় পর তার জ্ঞান ফিরে এল।

'আপনি সুস্থ আছেন, আম্মিরা?'

নুসফাকে দেখে আঁতকে উঠল আম্মিরা। মেয়েটি নিভন্ত কণ্ঠে ফাতেমাকে ডাকল।

'ভয় পাবেন না। কেমন বোধ করছেন এখন?'

'খালা কোথায়?'

'বাইরে আছেন।'

নুসফা গিয়ে ফাতেমাকে ডেকে আনল। যদিও ভদ্রমহিলার বিশেষ কোনো মাথাব্যথা নেই। রুমে এসে কিছু সময় আম্মিরাকে স্পর্শ করে মেকি কান্না করে পুনরায় চলে গেল। নুসফা সাথে করে কিছু মেডিকেল ইন্সট্রুমেন্টসহ ব্যাগ এনেছিল। সেটা খুলে বসল। আধখোলা দৃষ্টিতে তাকে দেখছে আম্মিরা।

'আমার রূপ কিন্তু এতটাও নেই আম্মিরা। যেভাবে দেখছেন।'

লুকোচুরি বাদ দিল আম্মিরা। সরাসরি বলল, 'আপনি জিন।'

'কী দেখে মনে হলো?'

আম্মিরা হাত উঁচু করে বাম হাতের সবুজ শিরাগুলো দেখাল। জিঘাংসা দৃষ্টিতে নুসফা বলল,

'হাতেও ব্যথা পেয়েছেন?'

'নাহ। দেখেন শিরাগুলো কেমন সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে।'

'কই না তো।'

আম্মিরা অবাক হয়ে গেল। আসলেই হাতের শিরাগুলো এখন স্বাভাবিক বর্ণতেই আছে।

'এত দিন তো সবুজ হতো।'

'হ্যালুসিনেশন করেন সম্ভবত।'

'উহু, নিদার ফুপু বলেছিল এমনটা হয় জিনের সংস্পর্শে এলে।'

'আচ্ছা, সে ডক্টর?'

'নাহ তো। সকলকে মুস্কা দিয়ে সাহায্য করেন।'

'মানে হোজ্জা?'

'জি।'

নুসফা উচ্চ স্বরে হেসে ফেলল। আম্মিরার এই হাসি পূর্বপরিচিত মনে হচ্ছে।

'তার সাথে পরিচয় কীভাবে?'

'আমি আগে শুধু মৃত মানুষদের স্বপ্নে দেখতাম। এ জন্য খালা মুস্কা দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন তার কাছে। তখন বলেছিল এমন কথা।'

'কবিরাজরা বেশির ভাগ মিথ্যা কথা বলে ইনসানদের বিভ্রান্ত করে। তাদের নিজস্ব ক্ষমতা বলতে কিছুই থাকে না। নিচু স্তরের কোনো জিনের উপর নিয়ন্ত্রণ এনে ছোটখাটো কিছু ভেলকি দেখায়।'

'উহু, তারা তো ভবিষ্যৎও বলে দিতে পারে।'

'এমন কোনো ক্ষমতাই নেই তাদের কাছে। ওই যে বললাম নিজের সমস্ত ইমানকে বিসর্জন দিয়ে তারা একজন জিনকে আয়ত্তে করে নেবে। আর আমরা সকলেই জানি মন্দ কাজের জন্য আদম সন্তানের সঙ্গে একটি করে কারিন জিন থাকে। যে উক্ত মানুষটির অতীত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে। কবিরাজরা পোষ্য জিনের সাহায্য কারিনদের থেকে আদম সন্তানের অতীত সঠিক বলে দিতে পারে। ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পুরোটাই মিথ্যা।'

'অতীত সঠিক বললে ভবিষ্যৎও সঠিক বলবে। এমন ধারণাই তো মানুষের মধ্যে তৈরি হয়।'

'একদম। এ জন্য তাদের কথা বিশ্বাস করতে হয় না।'

আম্মিরার হাতে ইঞ্জেকশন পুশ করে দিল নুসফা। হালকা ব্যথা পেল মেয়েটি।

'এসব চিন্তা করবেন না আম্মিরা। অসুস্থতার বিষয়ে বলব সাধারণ মেয়েলি সমস্যা ছিল। বিশ্রাম করলেই সুস্থ হয়ে যাবেন। আপনি একটু বেশি কল্পনার জগতে বসবাস করেন। এটাও কমাতে হবে।'

'এত রক্ত এল যে।'

নুসফা উঠে আম্মিরার কপালে হাত বুলিয়ে বলল, 'ঠিক হয়ে যাবেন। আচ্ছা একটা প্রশ্ন। এসমাদের থেকে এ জন্য দূরে দূরে থাকেন?'

'হুম।'

নুসফা হেসে বলল, 'আমার ভাইটি এ জন্য বেশ বিব্রত। আপনাকে বাসায় যাওয়ার আমন্ত্রণ করে গেলাম। সেদিন আরো আলাপ হবে। এখন কাপড় বদলে ঘুমান।'

পরবর্তী সারা দিন আম্মিরা আচ্ছন্নের মতোন বিছানায় শুয়ে রইল। ফাতেমাও তাকে খুব বেশি ঘাঁটায়নি। বলা হয় অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। এদিকে আম্মিরার বেলায় কথাটা একটু ভিন্ন। সারা দিন বিছানায় শুয়ে থাকার দরুন নানাবিধ ভালো চিন্তা করেছে সে। বেশির ভাগ ছিল এসমাদকে নিয়ে। কেন যে ব্যক্তিটিকে সে জিন ভাবতে গেল? এ রকম ভাবনার অন্যতম কারণ হতে পারে এসমাদের বাহ্যিক সৌন্দর্য। ছেলেটির হাতের সামনে আম্মিরার হাত দুটো নেহাতই বাচ্চার মতো। চামড়ার শুভ্রতাও চোখে পড়ার মতো। তাছাড়া নীল চোখের দৃষ্টিগুলো কেমন শ্বাস ভারী করে তোলে। আম্মিরা চোখ বন্ধ করল। হঠাৎ মস্তিষ্কের সবকিছু ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

প্রথম দিন দেখার পর থেকেই বিভিন্নভাবে এসমাদ তার সাথে আলাপ করতে চেয়েছে। আর প্রত্যেকবার তাকে জিন ভেবে আম্মিরা এড়িয়ে গিয়েছে। আয়যুর ওপর খুব রাগ হলো। আম্মিরা মনে মনে ঠিক করল এরপর নিদার সাথে দেখা হলে আয়যুর জন্য এতগুলো শুনিয়ে দেবে। সেই তো তার কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল।

* * *

কচ্ছপও হয়তো এর থেকে বেশি গতিতে চলে। আম্মিরা এমনভাবে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে যেন তার পদপৃষ্ঠে দলিত হয়ে ভূমি আঘাত পাবে। তবে যতটা না চলার গতি তার থেকে বেশি গতিতে হৃৎপিণ্ডে লাব-ডাব শব্দের উৎপত্তি ঘটছে। হাতে একটি ঝুড়ি। সে কিছুটা রান্না জানে বিধায় ফাতেমা ওকে দিয়েই মাঝেমধ্যে খাবার তৈরি করায়। বাদামি কাঠের তৈরি বাড়িটির সামনে এসে দীর্ঘশ্বাস ফেলল আম্মিরা। অন্তঃকরণে অনেকটা সাহস সঞ্চয় করে নিল। একটি বিরক্তিমাখা শব্দে কাঠের গেটটি খুলে গেল। দোতালা বাড়িটির সদর দরজা খোলা। পাশেই সাধারণভাবে ছাউনি দেওয়া আছে। যার নিচে দাঁড়িয়ে এসমাদ কিছু একটা করছে। ছেলেটির উপরিভাগ একদম অনাবৃত।

পায়ের শব্দ শুনে এসমাদ পেছন ফিরে তাকাল। আম্মিরা দুই পা একত্রে করে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির চিবুক প্রায় বক্ষ স্পর্শ করেছে। মাথার লালচে খয়েরি চুলগুলো স্কার্ফ দিয়ে ঢেকে রেখেছে। একদম জীবন্ত পুতুলের মতো লাগছে। সে যে কেন এসমাদের দীর্ঘশ্বাসের কারণ হয়?

'কী ব্যাপার আম্মিরজান? জিনদের আস্তানায় এলেন যে।'

আম্মিরা মিনমিন করে বলল,

'আপনার বোনের কাছে এসেছি।'

'কারণ?'

'কিছুদিন পূর্বে তিনি আমার চিকিৎসা করেছিলেন। ধন্যবাদ জানাতে এসেছি।'

এসমাদের অনাবৃত ঊর্ধ্বকায় বিন্দু বিন্দু জলকণার অনুরূপ ঘাম শোভা পাচ্ছে। অঙ্গ সঞ্চালনের নিমিত্তে পেশিগুলো ফুলেফেঁপে উঠছে। আম্মিরা প্রথম কোনো পুরুষকে এত কাছ থেকে এভাবে দেখছে। এখানে কেন একা এলো, এ জন্য মনে মনে নিজেকে একবার কড়া কথা শুনিয়ে দিল। আম্মিরার কাছাকাছি এসে পড়ল এসমাদ। ফলের ঝুড়ি থেকে কাপড়টি সরিয়ে বলল,

'জিঞ্জার ব্রেড কুকিজ?'

ময়লা হাতেই সেখান থেকে একটি মুখে তুলে নিল এসমাদ। আম্মিরা প্রতিবাদ করল।

'এটা আপনার জন্য নয়।'

'তো কার জন্য?'

আম্মিরা নিশ্চুপ থাকল। হঠাৎ একটি কালো কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। চমকে এক কদম পিছিয়ে গেল মেয়েটি।

'এটা আমার কুকুর। নাম ডুম। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

'কালো কুকুর কে পালে?' তাছাড়া এমন অদ্ভুত নাম কেন?

প্রাণীটির সামনে অবশিষ্ট কুকিজ দিয়ে এসমাদ বলল, 'আফারীতদের বাদশাহ পুষেন।' এজন্য এমন নাম। জিন প্রাণী কীনা।

'বেশি বেশি।'

কুকুরটির গায়ে হাত বুলিয়ে এসমাদ বলল, 'একদম বেশি বেশি পোড়া কুকিজগুলো।'

'আপনার জন্য ছিল না পূর্বেই বলেছি।'

এসমাদ নেত্রপল্লব মেলে আম্মিরাকে দেখল। মেয়েটা চোখ ঘুরিয়ে নিল।

'নুসফা ভেতরে আছেন।'

'ধন্যবাদ।'

বাড়ির ভেতরে পরিপাটি করে গোছানো। সব দামি আসবাবপত্র, মেঝেতে উৎকৃষ্ট মানের কার্পেট বিছানো। আম্মিরা নিজের ময়লা জুতো নিয়ে বেশ লজ্জা পেল। দরজার সামনে তা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল। ড্রইং রুমে বসেই নুসফা ছোট ছোট কাচের বোতল পরীক্ষা করে দেখছে। সম্ভবত বোতলের ভেতরের তরলগুলো সুগন্ধিযুক্ত আতর। নুসফার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আম্মিরা হালকা কাশল।

'আম্মিরা, কেমন আছেন এখন?'

'আলহামদুলিল্লাহ।'

'এখানে এসে বসুন।'

আম্মিরা জড়সড় হয়ে সোফায় এসে বসল। হাতে থাকা ঝুড়িটি পাশের ছোট্ট টেবিলের ওপর রাখল। নুসফা কাচের বোতলগুলো এক পাশে সরিয়ে রাখল।

'এগুলো কী?'

'বিভিন্ন ফুলের নির্যাস। এসমাদ সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করে।'

'আপনি এগুলো নিজে তৈরি করেন।'

'হ্যাঁ।'

'আপনি বহু গুণের অধিকারী।'

'জিনদের এ রকম গুণ থাকা স্বাভাবিক।' আম্মিরা ঠোঁট উল্টাল। নুসফাও তার সাথে উপহাসে মেতে উঠছে।

'জিনদের ভালো গুণ আছে নাকি? শুনেছি তারা খারাপ। এ জন্য মানুষ তাদের দেখে ভয় পায়।'

'ইনসানদের সেরকমভাবে ভীত হওয়ার কোনো কারণ দেখছি না। আল্লাহপাক তাদের সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তৈরি করেছে। এ জন্য সেই অসীম ক্ষমতা ব্যতীত কাউকে কেন ভয় পাওয়া উচিত? শুধু যেসব জিন আদর্শচ্যুত তাদের প্ররোচনা হতে নিজের ক্বালবকে রক্ষা করতে হবে।'

'সব জিন খারাপ নয়?'

'সব ইনসান খারাপ?'

আম্মিরা না বোধক মাথা দুলাল। নুসফার সামনে সাদা কেটলিতে করে গরম পানি রাখা। পাশে ছোট ছোট কয়েকটি পেয়ালা সাজানো। ঠাহর হচ্ছে নুসফা চা পান করার জন্য এসব আগে থেকেই এনে রেখেছিল চা ভর্তি একটি পেয়ালা আম্মিরার দিকে এগিয়ে দিল সে।

'জিন নিয়ে আপনার বেশ কৌতূহল আম্মিরা। কেন?'

চায়ের পেয়ালায় ছোট্ট একটি চুমুক দিয়ে আম্মিরা বলল, 'আফারীতদের নিয়ে একটি কল্পকাহিনি শুনেছিলাম। আমার কাছে বেশ লেগেছিল। সেখান থেকেই এত কৌতূহল।'

'কাহিনিটা কী?'

'শুনবেন?'

'অবশ্যই।'

আম্মিরা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে লাইব্রেরিতে শোনা কাহিনির বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছে। নুসফা অবাক হয়ে দেখল শোনা ঘটনাগুলোও কত সুন্দর করে মনে রেখেছে সে। পূর্বের স্মৃতির লেশমাত্র রয়ে গিয়েছে তাহলে। আম্মিরা বলা বন্ধ করলে নুসফা শুধাল, 'এর সাথে আমাদের জিন ভেবে নেওয়ার কী সম্পর্ক?'

'আপনারা অনেক সুন্দর। মনেই হয় না সাধারণ মানুষ। আর আয়যুর আন্টির সেই কথাটা। আপনাদের আশপাশে এলেই শিরা উপশিরাগুলো ওরকম সবুজ হতো।'

নুসফা হো হো করে হেসে উঠল। আম্মিরা তাকে শুধাল, 'আচ্ছা আপনার নাম কী?'

'নিজান।'

'আর আপনার ভাইয়ের নাম?'

নুসফা স্মিত হেসে জবাব দিল, 'বারিস।'

'তিনি কী করেন?'

'ওনার কিছু করার প্রয়োজন হয় না। অর্থ আর সম্পদের অভাব নেই।' তবে পেশায় আমার মতো চিকিৎসক।

'ওহ।'

আম্মিরা নিঃশব্দে নিজের চা-টুকু শেষ করল। নুসফা ছোট্ট একটি আতরের বোতল তার দিকে এগিয়ে দিল।

'এটা আপনার জন্য। উপহার দিলাম।'

বোতলটি হাতে নিয়ে গন্ধ শুঁকল আম্মিরা। বেশ সুন্দর সুগন্ধি।

'আম্মিরা যদি সুযোগ হয় আপনার বলা কল্পকাহিনির কোনো চরিত্রের সঙ্গে দেখা করার, তবে কার সঙ্গে করবেন?'

'আনাহিতা।'

'কেন?'

'তা জানি না।'

'এসমাদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে নেই?'

আম্মিরা ঠোঁট উল্টে বলল, 'উহু।'

নুসফা হেসে বলল, 'বেচারা বাদশাহ। আচ্ছা বসুন আমি আসছি।'

আম্মিরা মাথা দুলালো। ভেতরের রুমে গিয়ে নুসফা কারো সঙ্গে ফোনে কথা বলছে। বাইরে থেকে এসমাদের হাস্যোজ্জ্বল কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে ডুমের ঘেউ ঘেউ ডাক। প্রাণীটি নিশ্চয় নিজ মনিবের সাথে খেলায় মেতে উঠেছে।



'বাদশাহ তো নামমাত্র ইফ্রীত্বদের শাসক। আসল জন তো মহামান্য। কিন্তু সে গুরুতর অসুস্থ।' বিধায় প্রাসাদে বিশেষভাবে তাকে দেখা যায় না।

'নিচু স্বরে বলো। পাশে অন্যজন আছে।'

আলাপরত দুজন দাসী চোরা চোখে আনাহিতার পানে তাকাল। তাদের কথা শুনতে পেলেও সে প্রতিক্রিয়া দেখাল না। পূর্বের ন্যায় নিজের কাজ করতে লাগল। দাসীগুলো নিশ্চিত হয়ে বলতে লাগল, 'সময়কাল পরিবর্তন হওয়ার পর থেকেই মহামান্য অসুস্থ। এ জন্য তাকে খুব বেশি রাজনৈতিক বিষয়ে দেখা যায় না। তার যদি কিছু হয়, তবে বাদশাহ বড় ক্ষমতা হারাবেন এবং তার আর সব ভাই ক্ষমতার জন্য বাদশাহ এর বিরোধিতা করতে মুখিয়ে আছে।'

'তবে বাদশাহ ব্যতীত আর কোনো শাসক এলে সাধারণ ইফ্রীত্ব বিপাকে পড়বে।'

'আগের বাদশাহর সময়ও তো তাই ভাবতাম। কিন্তু কী হলো বলো তো।'

'মহামান্য তো বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি নিজ ইচ্ছায় ধ্বংস হবেন। তাহলে বাদশাহ পরিবর্তন হওয়ার প্রশ্নই আসে না।'

'সে যত ক্ষমতাবান হোক না কেন। সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান সেই অসীম শক্তির নিকট তুচ্ছ। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে মৃত্যুদান করবেন। সময়কাল পরিবর্তন হওয়ার পর থেকে মহামান্য খুব দুর্বল।'

দ্বিতীয় দাসীটি কৌতূহলের সঙ্গে বলল, 'সময়কাল পরিবর্তন কী?'

'এটা একধরনের প্রবঞ্চনা। কীভাবে সময়কাল পরিবর্তন করতে হয়, তা একমাত্র আবুম জানতেন। সে মহামানিনীর বোন। একধরনের বিশেষ বাক্য বলে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র অবস্থান করা সমস্ত জিনকে স্থিরীকৃত সময় অবধি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। আর যদি কোনো ইনসান এই সীমাবদ্ধ চক্রে পতিত হয়, তবে তার পূর্ব স্মৃতির বিলুপ্ত ঘটে। শারীরিক দিক থেকে সে

ছোট হয়ে যায়। মানে হলো যুবক থাকলে শিশু, বৃদ্ধ হলে যুবক এরপর ধাপে ধাপে শিশু। সেই ইনসানকে অতিদ্রুত চিকিৎসা না দেওয়া হলে মৃত্যুবরণ করতে পারে।'

'তার মানে সময় যেমন ছিল, তেমনই থাকে? শুধু কাল পরিবর্তন হয়। আচ্ছা ঘৌলদের সাথে সেই যুদ্ধে কোনো ইনসান ছিল এখানে?'

'ছিল তো। বাদশাহ এসমাদ এক ইনসানকে খুবই ভালোবাসতেন। তার পিতাই তো মহামানিনীকে আটক করেছে। যুদ্ধের সময় সামুম রাজ্যের বাদশাহর সাথে সে এখানে এসেছিল। মেয়েটি তো মারাই যেত যদি না মহামান্যিতা তাকে সাহায্য করতেন।'

'কীভাবে?'

'আমি সামান্য দাসী। এতটা জানা নেই কীভাবে।'

'তো এগুলো কীভাবে জানলে?'

'কথাগুলো হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়।'

আনাহিতা দুজন দাসীর আলাপে এতটা মগ্ন হয়ে গিয়েছিল যে কাজ বাদ দিয়ে বসে ছিল। আচমকা কারো ডাকে সংবিৎ ফিরে এল।

'শোনো দাসী বর্তুকাটি মহামান্যের কক্ষে দিয়ে আসতে পারবে?'

এক প্রবীণ দাসী প্রশ্নটি করল আনাহিতাকে। সে নাকি এখানে অনেক দিন ধরে আছে। আনাহিতা জানে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। আদেশ করা হয়েছে। আস্তে করে মাথা দুলিয়ে সম্মতি প্রকাশ করল।

অতি সন্তর্পণে বর্তুকাটি আগলে নিয়ে যাচ্ছে আনাহিতা। যদিও সে নিজেও আগুনের তৈরি। তবুও আগুনের প্রয়োজন হয় এবং আগুনকে নিজ ইচ্ছামতো চালনা করতে পারে না। কারণ, সেই অসীম শক্তিধর ব্যতীত কার ক্ষমতা আছে প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ করার। কিছুদিন পূর্বে সে প্রাসাদে এসেছে দাসী হিসেবে। তবে ইজরার আসার কথা ছিল। কিন্তু মা অসুস্থ হওয়ায় আনাহিতা নিজেই এসেছে। এখানে এসে সর্বপ্রথম যে জিনিসটা উপলব্ধি করল আনাহিতা সেটা হচ্ছে, রাজদরবারে যেমন রাজনীতি চলে। তেমনই অন্তঃপুরেও রাজনীতি চলে। আর এই নাট্যমঞ্চের মুখ্য অভিনেতারা হচ্ছে বাদশাহ এসমাদের সহপত্নী ও উপপত্নীগণ। সকলেই নিজেদের উন্নতি ঘটানোতে ব্যস্ত। উপপত্নীরা চান সহপত্নীর জায়গায় উন্নীত হতে। আর সহপত্নী চায় যুবরানির তকমা নিজের গায়ের লাগাতে। এসমাদ অবশ্য কারো সঙ্গেই অবস্থান করেন না। বাদশাহ মুক্ত পাখির ন্যায় স্বাধীন।

কক্ষের বাইরে কিছু সৈন্য দাঁড়িয়ে পাহাড়া দিচ্ছে। আনাহিতা যেন প্রবেশ করতে পারে সেই নিমিত্তে প্রধান দরজা খুলে দিল। যেহেতু মহামান্য প্রাসাদে নেই, সে ক্ষেত্রে কক্ষের অভ্যন্তর শূন্য। সেখান থেকে কারো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করল না।

আন্দ্রেয়াজ তার প্রিয় তরবারির সামনে একাগ্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাঙা জিনিসটির প্রতি এতকাল অতিবাহিত হওয়ার পরেও সে মায়া ছাড়তে পারেনি। আনাহিতাকে সেই তরবারির সামনে বর্তিকাটি রাখার নির্দেশ করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছায়ামূর্তিকে দেখে সে চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু ভাঁজ করে মাটিতে বসে পড়ল। বর্তিকাটি সন্তর্পণে ভূমিতে নামিয়ে রাখল। যদিও তার সামনে স্বয়ং আন্দ্রেয়াজ দণ্ডায়মান কিনা, সেই বিষয়টির নিশ্চয়তা নেই।

ঈষৎ শব্দে পেছন ফিরে দাঁড়াল আন্দ্রেয়াজ। আজকে তার মুখমণ্ডলে কোনো আবরণ নেই। বর্তিকাটি একটি ঈষৎ উন্মুক্ত ঢাকনা দিয়ে আবদ্ধ থাকায় তিমিরে আচ্ছাদিত হয়ে আছে কক্ষ।

'আপনার অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল দাসী।'

'দুঃখিত মহামান্য আমাকে জানানো হয়েছিল আপনি কক্ষে নেই।'

'বর্তিকাটি রেখে এখান থেকে প্রস্থান করুন।'

'জি।'

আনাহিতা নির্দেশ অনুসারে প্রজ্জ্বলিত হওয়া বর্তুকাটি তরবারির সামনে রেখে গেল। আন্দ্রেয়াজ অবশ্য তাকে চিনতে পারলেও বিশেষ প্রতিক্রিয়া দিল না। নাম এক হলেও পরিচয় এক না। আর তার মানসপটে স্মৃতি হয়ে থাকা আনাহিতা এখন নিছকই অতীত।

আন্দ্রেয়াজ এগিয়ে গিয়ে কাচের দেয়ালটি সরিয়ে তরবারি বের করল। সেখানে হালকা শুকনো রক্ত লেগে আছে। সেই বিধ্বস্ত যুদ্ধের কথা মনে পড়ে গেল তার। যেখানে ইনসানরাও অংশগ্রহণ করেছিল। আন্দ্রেয়াজ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। মনে মনে সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করল অতীতের সেই বিদঘুটে দিনটি যেন তার জীবনে ফিরে না আসে।

* * *

তীব্র সমীরণে এসমাদের ডানাগুলো ঈষৎ কাঁপছে। চোখের গাঢ় নীল বর্ণের মণিগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পৃথিবী হতে আফারীত রাজ্যে প্রবেশের জন্য বেশ জটিলতা পোহাতে হয় তাকে। যেহেতু ব্যাপারটা বেশ গোপনীয়। স্বীয়

কক্ষের বারান্দায় এসে অবতরণ করল এসমাদ। ভেতর থেকে কারো রিনরিনে গলায় গান শোনা যাচ্ছে। কৌতূহল হয়ে বারান্দার পর্দা সরালো এসমাদ।

মিলহান বসে বেশ যত্ন নিয়ে আশপাশের পরিবেশকে দেখছে। গলার কণ্ঠস্বর শুনেই এসমাদ তাকেই অনুমান করেছিল।

'নর্মসখীরা আজকাল এত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছে যে তারা বিনা অনুমতিতে বাদশাহর ব্যক্তিগত কক্ষে প্রবেশ করছে। এত বড় ভুল ক্ষমাযোগ্য মিলহান?'

এসমাদের কণ্ঠস্বর শুনে মিলহান উঠে দাঁড়াল। শরীরকে একটু ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করে শুধাল,

'সহপত্নীরা কি নর্মসখী হয় বাদশাহ?'

'সে রকমই মিলহান। আমার নিকট যুবরানী ব্যতীত আর সবাই নর্মসখী। শয্যা থেকে সরে আসুন।'

'এখানে তো আমারও অধিকার আছে বাদশাহ।'

এসমাদ দৃঢ় দৃষ্টিতে মিলহানকে দেখল। সে যে তার সঙ্গে এখন তর্কেও মেতে উঠবে, তা বেশ বুঝতে পারল।

'আপনার কোনো জরুরি আলাপ না থাকলে এখন যেতে পারেন মিলহান। আমি বিশ্রাম করব।'

মিলহান ওষ্ঠাধর ঈষৎ প্রসারিত করল। এসমাদ যে তাকে এত বেশি অপমান করছে, সেসব গায়েও মাখল না। উল্টো হাত দিয়ে তালি বাজিয়ে দাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অনেকগুলো থালায় করে মিষ্টি সাজিয়ে রাখল দাসীরা। এসমাদ ব্যক্তিগত সিংহাসনে বসে সেসব দেখছে।

'এসব আপনার জন্য বাদশাহ। বেশ কিছুদিন ধরে ভাবছিলাম দুজনে একত্রে সময় অতিবাহিত করব। এদিকে আপনি তো মূল্যবান স্ফটিক। সহজে দর্শন পাওয়া যায় না। নিজ হাতে তৈরি করেছি মিষ্টান্নগুলো।'

এসমাদ একবার ভাবল মিলহানের তৈরি এসব মিষ্টান্ন ভক্ষণ করা উচিত হবে না। পরবর্তীতে মন বদলে ছোট্ট কাষ্ঠাসনে উপবেশন করল। মিলহান যত্নসহকারে নানা পদের মিষ্টি এগিয়ে দিচ্ছে এসমাদের থালায়।

'বাদশাহ আপনার উচিত এখন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করা। আমাকে একটি পুত্রসন্তানের জননী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে সাহায্য করুন। পূর্বের বাদশাহ বিবাহ কিংবা নিজ সন্তান না রেখে খুবই ভুল করেছিলেন। অন্তত আপনি আগে থেকে সচেতন হোন।'

এসমাদের মুখের পেশিগুলো শক্ত আকার ধারণ। ধূর্ত মিলহান অবশ্য তা তোয়াক্কা করল না।

'আপনি বলতে চাচ্ছেন ভবিষ্যতে আমিও সিংহাসনচ্যুত হতে পারি?'

'তা বলিনি। আপনার শারীরিক মেলবন্ধনেরও প্রয়োজন বাদশাহ।'

'শেহেজাদি নিজের কথা সংযত করুন।'

মিলহান এসে এসমাদের পাশে বসল। তার বুকের উপর হাত রেখে বলল, 'আপনি সেই ইনসানকে এখনো ভুলতে পারেননি বাদশাহ। একটুতে কেন চটে যান?'

'সেটা আপনার দেখার বিষয় নয় মিলহান।'

'আমি আপনার স্ত্রী।'

'পূর্ণ স্ত্রীর মর্যাদা এখনো লাভ করেননি।'

মিলহান হো হো করে হেসে উঠল। নিজের পোশাক একটু ঠিক করে শুধাল, 'চার বছরের ইনসান কন্যাকে দেখে আফারীতদের শেহেজাদা ভালোবেসে ফেলবেন। এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন? আবার সেই প্রণয়ে বিচ্ছেদ ঘটলে দীর্ঘকাল শোক পালন করা পাগলের কর্ম নয় কী?'

'কী বলতে চাচ্ছেন?'

'ওদুদ কন্যার প্রতি যত না আপনার ভালোবাসা ছিল, তত বেশি ছিল সেই বিশেষ ক্ষমতার লোভ।'

এক ঝটকায় মিলহানকে সরিয়ে দিল এসমাদ। শুভ্র মুখখানা রক্তিম বর্ণ ধারণ করে আছে।

'যা জানেন না মিলহান সেই বিষয়ে মন্তব্য করলে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

'উহু, আমি কেন শাস্তি ভোগ করব? আপনার ভাই আমির শাস্তি পাচ্ছেন। তাকে বাদশাহ পদ থেকে সরানোর জন্য আম্মিরাকে ব্যবহার করেছেন।'

'আমিরের জন্য আপনি খুবই দুঃখবোধ করেন দেখছি।'

'মিলহান সবার জন্যই দুঃখবোধ করেন। তবে সাধারণ একটি প্রশ্নের জবাব দেন বাদশাহ। আপনি তো পৃথিবীতে যাননি। তবে ইনসান রক্তের সুগন্ধ আপনার দেহে কীভাবে?'

'আপনার মতো আমি চতুষ্পদ জন্তু নই মিলহান। যে বুঝব দেহে ইনসান রক্তের সুগন্ধ আছে কী নেই। আসল কথা আপনার দিনকে দিন অধঃপতন ঘটছে, এ জন্য মনগড়া কথা বলেন।'

থালা ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল এসমাদ। তার চোখের দৃষ্টিতে জলকণা চিকচিক করছে।

'আমি আম্মিরজানকে কতটা ভালোবাসি তা আপনার মতো ইফ্রীত্ব বুঝতে পারবেন না। এর বেশি কিছু বলার প্রয়েজনবোধ করছি না আমি। কক্ষ থেকে বের হয়ে যান।'

'সেটা আমি যেতেই পারি বাদশাহ। আপনার আদেশ মিলহান কখনো ফেলতে পারেন না।'

মিলহান উঠে দাঁড়াল। এসমাদ ঘৃণাভরে তাকে একবার দেখে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

আন্দ্রেয়াজ কিছুদিন পূর্বে এসমাদের অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও মিলহানকে তার সহপত্নী হিসেবে নির্ধারিত করেছে। রাসাক কন্যা সে। রাজ্যের সবচেয়ে বেশি সুন্দরী পক্ষান্তরে গুণবতীও বটে। এসমাদের কক্ষ থেকে বের হয়ে মিলহান বিশেষ কক্ষের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। এখানে সে ব্যতীত আর কেউ প্রবেশ করতে পারে না। পূর্বে এই কক্ষে আবুম বসবাস করত। এসমাদকে কিছু কথা বলতে পেরে মিলহানের অন্তঃকরণে বেশ প্রশান্তিবোধ হলো। সে জানে যে যুদ্ধ ওদুদ শুরু করেছে, এর মূল শত্রু আমির নয় বরং এসমাদ। প্রধান ষড়যন্ত্রকারী পর্দার আড়ালেই রয়ে গিয়েছে।

আয়না কক্ষে প্রবেশ করল মিলহান। সেখানে ভাঙা কারুকার্য শোভিত আয়না আছে। সেটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। হাতের তালুর সাহায্য হালকা করে স্পর্শ করল। অদৃশ্য কারো নিমিত্তে বলল,

'আয়না, তুমি তো আমার মতোই স্বচ্ছ। মহামানিনী ইলহানা যেখানে আছেন, সেখানের জল, বায়ু তোমার মতো স্বচ্ছ। তবে কেন তুমি, আমি ও জল একত্র হতে পারি না?'

আয়না থেকে শুভ্র আলো আসা শুরু করল। মিলহান অজানা আশঙ্কায় উত্তেজিত হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণে আলো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আক্রোশে শুভ্র কাচটির ওপর ঈষৎ আঘাত করল মিলহান। সবদিক থেকে সে শুধুই পরাজিত হচ্ছে।



সরফরাজের ছোটখাটো একটি বেকারি শপ আছে। ভদ্রলোক ভালো কেক বানাতে জানেন। সেই হিসাবে আম্মিরাকেও রান্নার তামিল দিচ্ছে। যেন খুব বেশি কাজের চাপ পড়লে মেয়েটা গিয়ে সাহায্য করতে পারে। নিজ স্ত্রী ফাতেমা যে বড্ড কুঁড়ে, সেই বিষয়ে ভালো করে অবগত সে। আজকে অনেকগুলো কেক আর জিঞ্জার ব্রেড কুকিজের অর্ডার এসেছে। এ কারণে সকাল থেকে শপেই আছে আম্মিরা। একজন রাঁধুনি আর একজন কর্মচারী আছে। কিন্তু রাঁধুনি একা সব তৈরি করতে হিমশিম খাচ্ছিল।

'কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য এত কেক অর্ডার করেছে?'

পাশে কাজ করতে থাকা ভদ্রমহিলাটি বলল, 'তোমার আংকেল জানেন। তবে অনুষ্ঠানই হবে। অকারণে এত খাবার কে অর্ডার করবে?'

'ডেলিভারি কয়টায়?'

'বিকেল তিনটেয়। এসে নিয়ে যাবে।'

'সময়ের আগে শেষ করতে পারলে হলো।'

ভাগ্য সদয় ছিল বিধায় সময়ের এক ঘণ্টা আগেই সব কাজ শেষ হয়ে গেল। এই ফাঁকে সরফরাজ দুপুরের খাবার খেতে চলে গেল। প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছিল দেখে আম্মিরা আর রাঁধুনি মহিলাটি একটি কেক ভাগাভাগি করে খাচ্ছিল। এমন সময় দরজা খুলে কেউ দোকানের ভেতর প্রবেশ করল। সম্মুখে ঝোলানো ঘণ্টাটি টুংটাং ধ্বনিতে বেজে উঠল।

এসমাদ আম্মিরার দৃষ্টি আকর্ষণ করার নিমিত্তে কাউন্টারে চাবির রিং দিয়ে শব্দ তৈরি করল। মুখভর্তি খাবার নিয়ে কোনোমতে আম্মিরা শুধাল,

'আপনি?'

'আমি এক কাপ এসপ্রেসো নিতে পছন্দ করব।'

শপটা একটু বড় করেই তৈরি করা বিধায় তিন-চারটে টেবিল রয়েছে। যেখানে বসে চাইলেই কাস্টমাররা কফি কিংবা স্ন্যাকস গ্রহণ করতে পারে। সর্বশেষ টেবিলটিতে গিয়ে বসল এসমাদ। শেফ মহিলাটি এসে এসমাদের সামনে এক কাপ কফি রাখল। আম্মিরা এখনো কাউন্টারে বসে আছে।

ইশারায় তাকে কাছে ডাকল এসমাদ। অপ্রস্তুত ভঙিতে এগিয়ে গেল মেয়েটি। আজকেও মেয়েটির মাথায় মেরুন রঙের স্কার্ফ বাঁধা।

'কিছু বলবেন?'

কফির কাপটা এগিয়ে দিল এসমাদ।

'কফিটুকু খেয়ে দেখেন কেমন হয়েছে।'

'ভালো হয়নি?'

'একদম না।'

আম্মিরা মন খারাপের সুরে বলল, 'আমি বানিয়ে দিচ্ছি এবার।'

'ওয়েল ছোট্ট এক কাপ কফিই ভালো হয়নি। সেখানে এতগুলো কেক আর জিঞ্জার ব্রেড কুকিজগুলোর জন্য অর্থ খরচ করা ভুল হবে না তো?'

আম্মিরা প্রথমে কথাগুলোর মর্মার্থ বুঝতে পারল না। বোকার মতো শুধাল, 'মানে?'

এসমাদ চোখের ইশারায় কাউন্টারে প্যাক করে রাখা বক্সগুলোর দিকে নির্দেশ করল।

'ওগুলো আমি অর্ডার দিয়েছি।'

'মিথ্যা কথা।'

'ভারি অদ্ভুত তো আম্মিরজান।'

আম্মিরা তৎক্ষণাৎ বিরোধাভাস করে বলল, 'আম্মিরজান বলবেন না। আর সত্যিই অর্ডার করে থাকলে আগেই বোঝা উচিত ছিল যে এত অর্থ খরচ করতে পারবেন না।'

এসমাদ কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'ভাবছি অর্ডার ক্যানসেল করে দেব। আর আপনার খালুকে কারণ হিসেবে আপনার কথা বলব।'

'একদম না। আমি কী করলাম এখানে?' পাগলের প্রলাপ কেন বকছেন?

এসমাদ সংখ্যা গোনার মতো হাতের কড় গুনে গুনে বলতে লাগল।

'ব্যবহার খারাপ, রান্না খারাপ।'

'আপনি কীভাবে বুঝলেন সমস্ত কুকিজ আমি বানিয়েছি?'

এসমাদের নীল দৃষ্টিতে হাসির রেখার উদয় ঘটল। চুলের ভেতর হাতের আঙুল চালিয়ে বলল, 'আমি জিন এ জন্য।'

'ওহ, তাহলে তো ঠিকই আছে। জিনরা তো মিথ্যাবাদী হয়।'

এসমাদ ভ্রু কুঁচকে বলল, 'আপনাকে কে বলল এ কথা?'

'নুসফা।'

নিজ স্বজাতির বিরুদ্ধে নুসফার এমন অভিযোগে মর্মাহত হলো এসমাদ। যদিও মুখের অভিব্যক্তিতে তা প্রকাশ করল না।

'আপনার বিহেভিয়ার কেমন তেতো। কেক কি সল্ট ব্যবহার করে তৈরি করেছেন?'

আম্মিরার রাগ হলো। ছেলেটা যে কেন এত বেশি জ্বালায় তাকে। কিন্তু এবার সে পিছু হটবে না। কাউন্টার থেকে একটি বক্স এনে এসমাদের সামনে রাখল।

'এখানে অনেকগুলো চকলেট কাপকেক আছে। খেয়ে দেখুন মিষ্টি না তেতো।'

'সিওর?'

আম্মিরা মুখে মেকি হাসি টেনে বলল, 'ইয়েস।'

এসমাদ বক্স থেকে কাপকেক বের করে খেতে লাগল। প্রথম প্রথম আম্মিরার কোনো ভাবান্তর ঘটল না। কিন্তু যত সময় যাচ্ছে, এসমাদের কেকে কামড় দেওয়াতে অদ্ভুত শিহরণ বয়ে যাচ্ছে তার শরীরে। মনকে শাসন করল সে। একসময় চোখও বন্ধ করে নিল। এসমাদ কেকের মধ্যে প্রত্যেকটা কামড় আম্মিরার দিকে তাকিয়ে দিচ্ছে।

'থামেন আর খেতে হবে না?'

'কেন?'

'জানি না।'

এসমাদের সামনে থেকে কেকের বক্স সরিয়ে নিল আম্মিরা। সে নিজের ওপর বড্ড বিরক্ত বোধ করছে। ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া কফিতে চুমুক দিচ্ছে এসমাদ। একটু পরে সরফরাজ এল।

এসমাদ সত্যি কথাই বলছিল। সেই এতগুলো কেক আর জিঞ্জার ব্রেড কুকিজ অর্ডার করেছে। সরফরাজ মোটা অঙ্কের টাকা গুনতে গুনতে বলল, 'আপনাদের বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান আছে স্যার?'

এসমাদের দৃষ্টি আম্মিরার উপর আবদ্ধ।

'কোনো অনুষ্ঠান নেই। এমনিই নিলাম।'

'আচ্ছা। আমি একজনকে ডেকে দিচ্ছি, সেসব বক্স গাড়িতে উঠিয়ে দেবে।'

'সমস্যা নেই। আমি আর আম্মিরাই নিতে পারব।'

সরফরাজ অবাক হয়ে শুধাল,

'আপনি আর আম্মিরা? ওকে চিনেন নাকি?'

'হ্যাঁ। আপনাকেও চিনি। রাস্তার মাথায় যে বাড়িটা আছে, সেখানে থাকি আমরা।'

'আপনার বোন কি ডক্টর?'

'জি।'

সরফরাজ যেন এবার গলেই পড়বে এমনভাবে এসমাদের সাথে কথা বলতে লাগল। বিশেষ করে নুসফার রূপের প্রশংসা করতে ভুলল না।

'আপনার সাথে আম্মিরা যাবে?'

'সে রকমই তো আম্মিরা বলল।'

আম্মিরা প্রতিবাদ করে বলল, 'আমি কখন বললাম?'

সরফরাজ এই প্রতিবাদ দেখে ধমক দিল।' চুপ থাকো আম্মিরা। আপনি ওকে একটু বাসায় পৌঁছে দিয়েন ঠিকমতো।'

এসমাদ একটু দূরে গাড়ি থামিয়েছিল। কিছু বক্স হাতে আম্মিরা শপের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সরফরাজ গলার স্বর নিচু করে বলল, 'অনেক ধনী তারা।'

গাড়িতে উঠলে আম্মিরার বমি পায়। এ জন্য বেশির ভাগ সে হেঁটে যাতায়াত করে। যদিও বাড়ি স্বল্প দূরত্বের মধ্যেই, তবুও খুব খারাপ লাগছে মেয়েটার। মাথার স্কার্ফটা খুলে ফেলল।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি মি. বারিস?'

'বলুন।'

'আপনি সব সময় এমন কেন করেন আমার সঙ্গে?'

'কেমন করলাম?'

'কখন বললাম আপনার সাথে যাব?'

'বলেননি?'

'উহু।'

'তাহলে কে বলল আমার উচিত তার সাথে খোলামেলা কথা বলা।'

চোখগুলো বড় বড় করে এসমাদের দিকে তাকাল আম্মিরা। শুকনো ঢোক গিলে বলল, 'আমি এটা আসলেও বলেছিলাম। কিন্তু মনে মনে।'

'তবে মিথ্যাবাদী কে হলো?'

এসমাদ নিজেই জবাব দিল,

'আম্মিরজান।' উহু আম্মিরা।

'ও নামে ডাকবেন না।'

'সহস্রবার ডাকব।'

শপটা খুব বেশি দূরে ছিল না বিধায় চটজলদি পৌঁছে গেল তারা। গাড়ির দরজা খুলে আম্মিরার উদ্দেশ্যে এসমাদ বলল, 'নুসফা নেই, তবুও নির্ভয়ে ভেতরে আসতে পারেন। আপনার কী কথা আছে, সেটাও শোনা হবে। সাথে খাবার হিসেবে বিখ্যাত রাঁধুনি আম্মিরজানের তৈরি কেক আর পোড়া জিঞ্জার ব্রেড কুকিজ আছে।'

প্রথম বাক্য শুনে আম্মিরা লজ্জা পেলেও পরবর্তীতে হেসে ফেলল। মেয়েটিকে তখন ভোরের প্রথম সূর্যরশ্মির মতো লাগছিল। এসমাদ মুগ্ধ হয়ে দেখল। এই প্রথম আম্মিরা স্বাভাবিক হলো তার সাথে। স্মিত হেসে বলল,

'আমি একাই সব তৈরি করিনি।'

বাড়িটিকে ভেতর থেকে অনেক বেশি বড় মনে হয়। আম্মিরা এসমাদকে সাহায্য করছে সব বক্স কিচেনে এনে রাখতে। আচমকা ছেলেটি তাকে শুধাল, 'আমার প্রতি আপনার অনুভূতি আছে আম্মিরজান?'

আম্মিরা হতভম্বের মতো বলল, 'না।'

'কিন্তু আমি চাই থাকুক। আমার প্রতি সর্বোচ্চ মায়া কাজ করুক আপনার, বিচ্ছেদে ব্যথিতবোধ করেন।'

কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে আম্মিরা বলল, 'আমার এমন কিছুই হয় না।'

মেয়েটির একদম সন্নিকটে চলে এলো এসমাদ। যেখানে দুজনের শ্বাস-প্রশ্বাস মিলিত হয়। এসমাদ নিজের শীতল হাত দিয়ে আম্মিরার গালে স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে যেন আম্মিরার গায়ের উত্তাপ বেড়ে গেল।

'আম্মিরজান?'

আবেগে আবেষ্টিত হয়ে আম্মিরা বলল, 'হুঁ।'

'আমাকে স্মরণ করার চেষ্টা করুন।'

আম্মিরা পূর্বের মতো আবেষ্টিত হয়ে শুধাল, 'কেন?'

এসমাদ জবাব দিল না। আচমকা আম্মিরাকে সরিয়ে দিল নিজের থেকে। কোনো প্রকার কিছু না বলে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। কেন যেন ভেতর থেকে শতখণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেল আম্মিরা।

অনেকটা ক্ষণ বাইরে ছিল বিধায় আম্মিরা হাতমুখ ধোয়ার জন্য ওয়াশরুমে এসেছে। প্রচণ্ড পরিশ্রম গিয়েছে আজকে তার। বেসিনের সামনে

দাঁড়িয়ে আঁজলা ভর্তি পানি উঠিয়ে নিলো কুলি করার জন্য। আচমকা কিছু তরল তার গলার ভেতর ঢুকে গেল। কাশতে কাশতে প্রায় বমি করে ফেলল আম্মিরা। সামনের আয়নার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সে। নিদার ফুপু আয়যুর কেমন বিদঘুটে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আম্মিরা নিজেকে ধাতস্থ করে পিছন ফিরে তাকাল। তার স্পষ্ট মনে আছে সে ওয়াশরুমে ঢোকার সময় দরজা বন্ধ করেছিল।

'সরি আন্টি, আমি জানতাম না ভেতরে ছিলেন আপনি।'

আয়যুর জবাব দিল না। নিভন্ত চোখে আম্মিরার পানে তাকিয়ে রইল। আম্মিরার কেমন লজ্জা লাগল। টাওয়াল দিয়ে মুখ মুছে বের হতে নেবে, তখন আয়যুর এক কদম এগিয়ে গেল। আম্মিরা অপ্রস্তুত হয়ে থেমে গেল।

'আন্টি আপনি থাকুন আমি বের হয়ে যাচ্ছি।'

আয়যুর পূর্বের ন্যায় নিষ্ক্রিয় হয়ে আম্মিরার একদম সন্নিকটে চলে গেল। মহিলার দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাসে পরিবেশ ভারী হয়ে এল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাত আম্মিরার মুখবিবরে স্পর্শ করল। অকস্মাৎ বাইরে থেকে কোনো কিছুর বিকট আওয়াজে আম্মিরা সংবিৎ ফিরে পেল। তার সামনে আয়যুর নেই। বিন্দু বিন্দু ঘামে পুরো শরীর সিক্ত হয়ে উঠেছে। তড়িঘড়ি করে বাইরে চলে এলো।

ফাতেমা তার ছেলেকে কাছে বসিয়ে পড়াশোনা করাচ্ছে। হন্তদন্ত হয়ে আম্মিরাকে বের হতে দেখে শুধাল, 'কী হলো আম্মিরা?'

'আয়যুর আন্টি এসেছিল?'

'কই না তো? ওই অসভ্য কবিরাজকে ঘরেই ঢুকতে দেব না আমি। বলে কি না আমার স্বামী চরিত্রহীন।'

আম্মিরা শুকনো ঢোক গিলে ছোট্ট করে আচ্ছা বলে স্বীয় কক্ষে চলে গেল। তার গালে মনে হচ্ছে চটচটে কিছু দিয়ে সিক্ত হয়ে আছে। হঠাৎ এমন কল্পনা কেন করল সে ভেবে পাচ্ছে না।

* * *

মরুভূমির শৈত্যপ্রবাহে দেহকে কুঞ্চিত করে হাঁটছে মুসাফির। সে পথ হারিয়ে বসেছে আজ দুদিন। প্রচণ্ড খুদা ও পিপসায় বিভ্রান্ত হয়ে আছে। খুব শীঘ্রই কোনো সাহায্য না এলে সে মারা পড়বে। গত দুদিনে ছোট্ট প্রাণের চিহ্নটুকুও দেখেনি। আচমকা পরিচিত এক প্রাণীর ডাকে এদিক ওদিক তাকাল সে। ভদ্রলোকের প্রচুর অর্থ সম্পদ আছে। এ জন্য শখেরও কমতি ছিল না। সাপ পোষণ করা তার অন্যতম শখ। বিশ বছর ধরে তার বাড়িতে

বিভিন্ন রকমের সাপের পালন করে যাচ্ছে সে। তাই রেটল স্নেকের ডাকটা খুব ভালো করেই চিনতে পারল। হাতে ছোট্ট ব্যাটারিচালিত লাইটটি দিয়ে এদিক-ওদিক আলো ফেলত লাগল। চার্জ খুবই স্বল্প হওয়ায় ক্ষীণ আলো আসছে। বেশ কিছু সময় সাপটিকে খুঁজল মুসাফির। নিশ্চয় বালির নিচে গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে। ঈষৎ আলোতে স্বল্প দূরে থাকা পাথরের নিচে সিক্ত দেহ চকচক করে উঠল। অতি সন্তর্পণে মুসাফির সেদিকে এগিয়ে গেল। সাপটিকে একটি লাঠির সাহায্য মুহূর্তেই পাকড়াও করে ফেলল মুসাফির। শখের অধিক উদরপূর্তির জন্য সাপের দরকার হবে। আচমকা সাপটির দেহ বৃহৎ হওয়া শুরু করল। ভয় পেয়ে লোকটি তা মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল। ক্ষণ মুহূর্তেই প্রাণীটি পূর্বের দশ গুণ আকারে বৃদ্ধি পেল। ভয়ে লোকটি চলে যেতে নেবে তৎক্ষণাৎ সাপটি মানুষের রূপ ধারণ করল। মুসফির মাটিতে বসে ইংরেজি ভাষায় আকুতি করতে লাগল, 'ক্ষমা করো তুমি, যে-ই হও না কেন। আমি ভুল করে তোমাকে আঘাত করে ফেলছি।'

আমিরের সম্পূর্ণ চোখ কালো বর্ণ ধারণ করে আছে। মুখশ্রীর নীল শিরাগুলো পুরো দৃশ্যমান। শুষ্ক ওষ্ঠাধর প্রসারিত করে হাসল। এগিয়ে এসে মুসাফিরের মাথায় হাত রাখল। মুসাফির লোকটি ভয়ে মনে মনে একবার সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে উঠে দৌড় লাগাল। কিছু দূর যাওয়ার পরেই তাকে পেছন থেকে হাত-পা দিয়ে জাপটে ধরে ঘাড়ে কামড় বসাল আমির।

ঠোঁটের আশপাশে তাজা রক্ত লেগে আছে আমিরের। মুসাফির লোকটি পাথরের গায়ের সাথে পিঠ ঠেক দিয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে আছে। তাকে আমির মারেনি। কিন্তু একেবারে বাঁচিয়েও রাখেনি। আমির দেহের সংরক্ষিত স্থান থেকে আম্মিরার রক্তমাখা রুমালটি বের করে নাক দিয়ে তার গন্ধ নিল। কতগুলো রেখা উদয় হলো তার ললাটে। পরক্ষণেই অদ্ভুত হাসির রেখা ফুটে উঠল। আম্মিরার রক্তে কুফরির গন্ধ পেয়েছে সে। এমনটা হলে অতীতের সেই সুযোগটি পেতে চলেছে আমির। আজকে চন্দ্র পূর্ণ আকার ধারণ করে আছে। সেদিকে তাকিয়ে সে কুকুরের মতো শব্দ করল মুখ দিয়ে। মুহূর্তেই শত শত সাপ বালু থেকে বের হয়ে তার দিকে ধাবিত হতে লাগল।

* * *

ইগলের শিকারি দৃষ্টি সমুদ্রের জলের ধারে পড়ে থাকা মাছটির ওপর নিবদ্ধ। লবণাক্ত পানি হতে উঠে এসে বিশাল মাছটি ছটফট করছে সামান্য নিশ্বাস নেওয়ার জন্য। আকাশে উড়তে থাকা ইগলটি কোনো ধনুক হতে

ছোড়া তীরের মতো তড়িৎ গতিতে মাছটির দিকে এগিয়ে এল। খুবই সন্নিকটে আসার পর পাখিটিকে সঙ্গে সঙ্গে মুখের সাহায্য পাকড়াও করে ফেলল মাছটি। রূপ বদলে আঁইশে আবৃত পুরু ত্বকের মানবরূপ ধারণ করল। বিশাল ইগলটিকে এক লহমায় মেরে ফেলতে সক্ষম হয়েছে সে। শুষ্ক ঠোঁটে নোংরা দাঁত বের করে ক্রূর হাসি হাসল। পুনরায় সমুদ্রের গহীনে চলে গেলো। অন্য একটি দ্বীপে উঠে এলো। তপ্ত বালুর ওপর পা দিয়ে গুহাটির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

'ইলহানা! এই যে আপনার রাতের ভোজন।'

ইগলটিকে স্বল্প লোহার কাঠির তৈরি দ্বারের বিপরীত পাশে ইলহানার নিকট ছুড়ে দিল জলজ অবয়বটি। ইলহানা ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিল। আঁইশ ত্বকের নগ্ন জলজ জিনটিকে দেখতে দেখতে সে বিরক্ত এখন।

'এটাকে নিয়ে যাও। আমি এসব ভক্ষণ করি না। তবুও কেন রোজ নিয়ে আসো?'

'আজকে মিষ্টান্ন পাইনি। তা ছাড়া এই প্রাণীটি বেশ সুস্বাদু।'

লুতির লোলুপ দৃষ্টিতে পাখির দিকে তাকিয়ে আছে। ইলহানা যেন না খায় সে মনে মনে এই প্রার্থনাতেই মগ্ন।

'তবে আমাকে মুক্ত করে দাও। আমি নিজের আহার নিজে খুঁজে নেব।'

লুতির মুখটা মলিন করে বলল, 'সেই ক্ষমতা আমার নেই। আমি এই দ্বিপের বাসিন্দা এতটুকুই। সেই যে তারা এসে আপনাকে রেখে চলে গেল। এরপর কখনো আর ফেরত নিতে এল না। অথচ আমার পাখনাটি নিয়ে গেল।'

ইলহানার মুখচ্ছটায় বেদনা ফুটে উঠল। নিজ পা দুটো আরেকটু গুটিয়ে নিল। সে ইনসান আকৃতি নিয়েই আছে। লুতির হাত বাড়িয়ে ইগলকে নিজের কাছে টেনে এনে খাওয়া শুরু করল। উষ্ণ পালকগুলো সমীরণে উড়তে লাগল। ইলহানা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নিজ জাতির মধ্যে ফিরে যেতে মন চায় না?'

'নাহ তো। এখানেই থাকতে ভালো লাগে। দ্বীপের সবকিছু খুবই আপন। এমনকি প্রাণীগুলোও।'

'হ্যাঁ, সেসব ভক্ষণ করার জন্য। আপন কতটা জানা আছে। স্বার্থবাদে ইনসান যেখানে এক পা এগোতে চায় না। তুমি তো সাধারণ জলজ জিন।'

লুতির উচ্চ শব্দে হেসে উঠল। লম্বা লম্বা কানকোগুলো পাখির ডানার মতো ঝাপটাচ্ছে।

'তোমাদের রাজ্যে সকলে ইনসান রূপ ধারণ করে থাকে?'

'নাহ।'

'তবে তুমি কেন এমন?'

'রূপ পাল্টানোর ক্ষমতা নেই।'

'তুমি না বলে অনেক শক্তিশালী? এ জন্য এত প্রতিরক্ষা দিয়ে আটকে চলে গেল তারা।'

'বিদ্রূপ করলে?'

'বন্দি কোন জিনের সাথে বিদ্রূপ করব কেন? সে এমনিতেই অপমানিত।'

'কী বলতে চাচ্ছ?'

'যারা ইনসানদের ক্ষতি করতে চায় এবং সবচেয়ে বেশি পাপী, তাদের দমন করা আবশ্যক। এ জন্য তোমাকে আটক করে রাখা হয়েছে।'

'তোমাকে এসব কে বলল?'

'আমি নিজ থেকেই জানি। তুমি নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার করে ইনসানদের ক্ষতি করতে চেয়েছিলে। দেখবে আর কখনো মুক্ত হতে পারবে না।'

ইলহানা রেগে উঠলো। দৌড়ে এসে মৎস্য জিনটির কানকো চেপে ধরল।

'আমি মহামান্য আন্দ্রেয়াজ ইউসুফের প্রণয়িনী। কখনো খারাপ হতে পারি না।'

'তিনি আরো শয়তান।'

শক্ত নখর দিয়ে আরো জোরে লুতির কানকো চেপে ধরল ইলহানা। এর থেকে বেশি কিছু করার ক্ষমতা তার নেই। ভাগ্যিস দুজনের মধ্যে লোহার দেয়াল রয়েছে। তা নয় এই বেয়াদব জিনটিকে এক্ষুনি শেষ করে ফেলত ইলহানা।



'নিজ লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করার অন্যতম উপায় হচ্ছে সেটির বিশ্বাস অর্জন করা। আত্মার সাথে যার দূরত্ব কম। তাকেই দুর্বলতা জানানো হয়।'

বাক্যের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ধনুক থেকে তীর ছুড়ল এসমাদ। শাণিত মস্তক গিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকা কবুতরটির হৃৎপিণ্ড ভেদ করে চলে গেল। উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে উঠল পরিবেশ। রাজগুরু আ'ওয়ান নিজ ছাত্রের দক্ষতার ওপর প্রশংসাবোধ করল।

'আফারীত রাজ্যে আমার এই শিষ্যের থেকে সাহসী আর বীর কেউ আছে? আমার অন্য কোনো অনুচারী পারবে? আমি পুনরায় কবুতর আকৃতির ছায়া তৈরি করে দিচ্ছি। কোনো ইফ্রীত্বের যদি মনে হয় সে বাদশাহর থেকে বেশি দক্ষবান, তবে এগিয়ে আসুক।'

এসমাদ সটান হয়ে দাঁড়াল। তার চোখেমুখে আত্মগরিমার প্রতিফলন হচ্ছে। মুখমণ্ডল শুভ্রতায় মাখানো।

'আচার্য আমি এখনো সর্বোচ্চ বীর হয়ে উঠতে পারিনি।'

'কে বলে হয়ে উঠতে পারনি? কত দক্ষতার সঙ্গে উগ্র এক জাতিকে শাসন করে চলেছ। যা কয়জন পারেন?'

এসমাদের প্রশংসায় আরো কিছুক্ষণ বিভোর হয়ে থাকলেন আওয়ান। সামনে এসমাদের আরো একান্নজন ভাই দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সকলের মুখবিবরে লজ্জার ছাপ। গত কয়েক দিন ধরে আওয়ান তাদের একটি কবুতরের ছায়া তৈরি করে দিয়েছিল সেটিকে তীরে বিদ্ধ করার জন্য। পাখিটি খুব বেশি চঞ্চল ছিল। কেউ তাকে ক্রুশবিদ্ধ করতে পারেনি। শুধু এসমাদ ব্যতীত। রাজ্যের উপরের স্তরের যোদ্ধারাও লক্ষ্যবস্তুতে তীর লাগাতে অক্ষম হয়েছে। এ যেন যুদ্ধ হেরে যাওয়ার মতো লজ্জাজনক। এসমাদ নিজ ভাইদের মন অবশ্য বুঝতে পারল।

'আমার ভাইয়েরাও নিশ্চয় অনেক বীর।'

আওয়ান মুখে বিতৃষ্ণা ফুটিয়ে বলল, 'অবশ্যই বীর। কিন্তু রাজ্য শাসন করার মতো নয়। মহামান্য নিঃসন্দেহে দূরদর্শী।'

'যেমন?'

'আমিরও শক্তি, বুদ্ধির থেকে তোমার সমকক্ষ নয় এসমাদ। সে সিংহাসনচ্যুত হয়ে ভালোই হয়েছে।'

এসমাদ বুঝতে পারল আওয়ান নিজের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য আমিরকে নিয়ে প্রথমে কটুকথা বলবে। এরপর নিজেই যুক্তি দিবে কীভাবে আমির ঘৌলদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে। অথচ যার পথভ্রষ্ট হওয়ার থাকে সে এমনিতেই হয়। কারো প্রবঞ্চনার দরকার হয় না। আওয়ান হাতের ইশারায় সকল জিনকে চলে যেতে বলল। সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তবে একজন চলে গেল না। হাসিখুশি মুখ করে এসমাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

'ভ্রাতা কেমন আছেন?'

আওয়ান ধমকে উঠল, 'তাকে বাদশাহ বলে সম্বোধন করো লুজের।'

লুজের পূর্বের ন্যায় হাসিমুখে শুধাল, 'বাদশাহ কেমন আছেন?'

এসমাদের সর্বকনিষ্ঠ ভাই হচ্ছে লুজের। তার কাঁধে হাত রেখে সে বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ। তোমার ডানা এখন কেমন আছে?'

'বেশ ভালো। আকাশে তিন প্রহরের মতো একটানা উড়তে পারি।'

'বেশ। তবে হবে নাকি এক প্রতিযোগিতা? কে আগে তয়রুন পাহাড়ে পৌছাতে পারে?'

লুজের মাথা দোলাল।

'তয়রুন পাহাড়ে আমি যাব না। সেখানে মহামান্য আছেন। তাকে আমি ভয় পাই।'

'কেন?'

আওয়ান জবাব দিল, 'লুজ এক বুদ্ধিহীন ইফ্রীত্ব। অবশ্যই তাকে বিশেষ পছন্দ করবেন না মহামান্য।'

'মহামান্য কাউকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেন না আচার্য। তবে তুমি যদি না যেতে চাও লুজের সেক্ষেত্রে জোর করব না। কিন্তু একটা কাজ করে দিতে হবে।'

'অবশ্যই ভ্রাতা। মানে বাদশাহ।'

'এক বিশেষ দাসীকে আমার লেখা পত্রটি দিতে হবে।'

আওয়ান আশ্চর্য হয়ে বলল, 'দাসীরাও বিশেষ হয়?'

'তা জানা নেই। তবে সে সাধারণ কেউ নয়। মহামান্য একজন সাহায্যকারীর দরকার। লুজের পারবে তো?'

হাসিমুখে লুজের বলল, 'অবশ্যই পারব।'

আনাহিতা একাগ্র মনে কাজ করে যাচ্ছে। তার শান্ত স্বভাব দেখে মনে হয় না সে একজন ইফ্রীত্ব। লুজের তাকে বেশ এড়িয়ে চলে। এর বিশেষ কারণ হলো প্রাসাদে কথা ছড়িয়েছিল যে আনাহিতা জাদুকর ইফ্রীত্ব। তা না হলে তার শরীর থেকে ইনসানদের অনুরূপ রক্ত আসবে কেন? পরবর্তীতে অবশ্য সকলের এই ভুল ধারণা ভেঙে যায়। লুজের ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আনাহিতার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটি সেই যে মাটি দিয়ে বর্তিকা তৈরি করতে বসেছে। এ ছাড়া বিশেষ কোনো কাজ নেই তার। হাতের কারুকাজ সুন্দর কিনা। লুজের ঈষৎ কাশল। তবে আনাহিতার নিজস্ব ছন্দপতন ঘটল না দেখে এবার কথা বলল। অতিরিক্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠ দেখাতে গিয়ে মিনমিনে হয়ে গেল সব। আনাহিতা এবার পেছন ঘুরে দেখল। লুজেরকে সম্মান প্রদর্শন করে বলল, 'কিছু বলবেন শেহজাদা?'

'আপনার জন্য বাদশাহ পত্র পাঠিয়েছেন।'

আনাহিতা অবাক হয়ে বলল, 'আমার জন্য?'

লুজের উপর নিচে মাথা দোলাল। কাদাযুক্ত হাতে তা তুলে নিল আনাহিতা। মেয়েটির হাত কেটে গিয়েছে। রক্তে দেখেই পত্রটি ছুড়ে মেরে চলে গেল লুজের। ভেবাচ্যাকা খেয়ে গেল আনাহিতা।

পুরো পত্রের সারমর্ম এই ছিল যে তাকে এখন মহামান্যর দেখাশোনায় 'তয়রুন' পাহাড়ে থাকতে হবে। মনটা খারাপ হয়ে গেল আনাহিতার। হাতের বর্তিকাগুলো এক জায়গায় সরিয়ে রেখে পোশাক পরিবর্তন করতে এলো। তাকে সকলেই জাদুকর জিন বলে। এর কারণ হলো ত্বকের কোনো স্থান শাণিত বস্তুর সংস্পর্শে এলেই সেখান থেকে রক্ত ঝরা শুরু করে। এ ছাড়া আঘাত পেলেও। ইফ্রীত্বদের দেহে কোনো রক্ত থাকে না। তবে জাদুকর জিনদের থাকে। তারা জাদুর সাহায্য নিজেদের ত্বক ইনসানদের সঙ্গে পরিবর্তন করে নেয়।

পোশাক পাল্টে বের হয়ে এল আনাহিতা। চারিধারে কবোষ্ণ সমীরণ বইছে। এমন পড়ন্ত বিকেলে কেমন শূন্যতা ভোগ করে সে। ছোট্ট নিথহান, মাতা-পিতার কথা খুব বেশি মনে পড়ে এ সময়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রধান ফটক দিয়ে বের হলো আনাহিতা।

* * *

তয়রুন পাহাড় মূলত আফারীত রাজ্যের জন্য খুবই পবিত্র পাহাড়। এখানেই তিন শ বছর আন্দ্রেয়াজ ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। এরপর সেই বিশেষ

ধরনের ক্ষমতা লাভ করেন। এই পাহাড়ের মাটিগুলো কয়লার অনুরূপ কালো। বাদশাহর সংরক্ষিত স্থান বিধায় কোনো সাধারণ ইফ্রীত্বের প্রবেশের অনুমতি নেই। আন্দ্রেয়াজ বর্তমানে এখানেই বেশি অবস্থান করেন।

পাহাড়ের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে নীল রঙের পত্রবিশিষ্ট বিশাল একটি গাছ আছে। সেই গাছটির সামনে দাঁড়িয়ে আন্দ্রেয়াজ নিজ কোষ আবদ্ধ তরবারির ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে ইবাদতে মগ্ন রয়েছেন। এসমাদ ডানার বিলুপ্তি ঘটিয়ে ভূমিতে স্পর্শ করল। হাঁটু ভাঁজ করে বসল।

'মহামান্য।'

আন্দ্রেয়াজ পেছন ফিরে এসমাদকে দেখে ওষ্ঠাধর প্রসারিত করল। তার কেশগুলো মৃদু সমীরণে দুলছে। ইবাদত করার দরুন কিনা মুখমণ্ডলে হীরার ন্যায় উজ্জ্বলতা।

'এসমাদ কেমন আছেন?'

'আলহামদুলিল্লাহ। আপনি সুস্থবোধ করছেন?'

'আমি অসুস্থ ছিলাম না কোনো দিনও।'

এসমাদ ভূমি হতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল,

'সীমান্ত থেকে আসার পরেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। এ জন্য বিশেষভাবে দুঃখিত।'

'আপনি অবশ্যই কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আর আমার থেকে প্রয়োজনীয় অনেক কিছু আছে।'

এসমাদ ব্যথিত কণ্ঠে বলল, 'আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অংশ হচ্ছেন আপনি মহামান্য।'

এসমাদের উত্তরে খুশি হলো আন্দ্রেয়াজ। এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আমার কোনো অংশ নেই। সেই হিসাবে আপনি আমার পুত্রসমতুল্য। সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি, একজন যোগ্য শাসক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করবেন আপনি। কোনো বিশেষ প্রয়োজনে এখানে এসেছেন?'

'জি। একজন দাসী নিযুক্ত করেছি। সে এখন থেকে আপনার সাথেই থাকবেন।'

আন্দ্রেয়াজ শান্ত সুরে বলল, 'আমার কবে থেকে দাসীর প্রয়োজন পড়ল?'

এসমাদ পূর্ব থেকেই অবগত ছিল আন্দ্রেয়াজ দাসী নিযুক্ত করার জন্য অসম্মতি প্রকাশ করবে।

'আমার অনুরোধ মহামান্য।'

'আমি প্রাসাদের সর্বসুখ ত্যাগ করেছি এসমাদ।'

'এর জন্য কী কোনোভাবে আমি দায়ী? নিজ অপারগতা নিয়ে খুব লজ্জিত মহামান্য। আপনাকে দেওয়া ওয়াদা রাখতে পারিনি। পৃথিবীতে অনেকগুলো সৈন্য নিযুক্ত করেছি। তারা খুব শীঘ্রই সেই কিতাবকে খুঁজে পাবে আশা রাখছি।'

আন্দ্রেয়াজ এসমাদের সন্নিকটে এসে দাঁড়াল। চন্দন কাঠের সুগন্ধে মাতোয়ারা বাতাবরণ।

'মহামানিনী আমার প্রতি অনেক আশা রেখেছিল হয়তোবা। আর কেউ মুক্ত না করলেও আমি পারব। কিন্তু সে আদৌ আছেন কিনা, এই বিষয়েই অবগত নই আমি।'

এসমাদ বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলল, 'তিনি আছেন। এবং খুব শীঘ্রই মুক্তও হবেন। আমাদের সহিত প্রবঞ্চনা করা হয়েছিল। নিরুপায় বোধ হয় মাঝেমধ্যে।'

'তবে স্বেচ্ছায় কেউ সেই দুর্গম পথের সন্ধান না করলে আপনি কাউকে নিযুক্ত করবেন না।'

'কেন?'

'আমি চাই না অকারণে কোনো ইফ্রীত্বের ক্ষতি হোক। ইলহানা ব্যতীত সব নিজ ছন্দেই হচ্ছে।'

আন্দ্রেয়াজ প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য পুনরায় বলল, 'ঘৌলদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য কোনো পন্থা খুঁজে পেয়েছেন? সম্ভবত কুকাল আমিরের সাথেই পৃথিবীতে আছেন।'

'আমি একবার পৃথিবীতে যেতে চাই মহামান্য।'

আন্দ্রেয়াজ শক্ত কণ্ঠে বলল, 'না আপনার উচিত রাজ্যের উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করা। নিজেকে শক্ত দুর্গ হিসেবে গড়ে তুললে কোনো ঝড় আঘাত করতে পারবে না।'

'জি, মহামান্য।'

'যে দাসীকে নিযুক্ত করেছেন, তাকে পবিত্র হয়ে পাহাড়ে ঢোকার নির্দেশ করবেন।'

এসমাদের মুখে একরাশ রোদের মতো হাসি ফুটে উঠল।

'জি, মহামান্য। তাকে আগেই যথাযথ নির্দেশ দিয়েছি আমি।'

আন্দ্রেয়াজের পাশে বসে একত্রে বেশ সময় অতিবাহিত করল এসমাদ। ক্ষণিক বাদে বিদায় নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলো।

সহস্র সৌন্দর্য নিয়ে আনাহিতা হেঁটে আসছে। গাছের ছায়াতে বসে গভীরভাবে মগ্ন হয়ে সেটি দেখছে আন্দ্রেয়াজ। এই চেহারার সাথে যদিও মিল নেই অতীতের। তবুও কেন আন্দ্রেয়াজের এত শূন্যতা অনুভব হয়? আনাহিতা এসে আন্দ্রেয়াজের সামনে বসল।

'মহামান্য আমাকে বাদশাহ পাঠিয়েছেন।'

'আপনি পাহাড়ে বসবাস করতে পারবেন, দাসী?'

'কুটিরে থেকে অভ্যাস আছে।'

'দুটো বিষয় এক হলো না।'

আনাহিতা চোখ তুলে আন্দ্রেয়াজকে দেখে পুনরায় দৃষ্টি নত করল। মনেপ্রাণে চাচ্ছে তাকে যেন আন্দ্রেয়াজ না চিনতে পারে। তবে তার কথা সৃষ্টিকর্তা শুনল না। আন্দ্রেয়াজের পরবর্তী বাক্য শুনে কেঁপে উঠল, 'আপনি সেদিন আমাকে ক্ষমা চাইতে বলেছিলেন। আজকেও তেমন মনোবাসনা আছে? কারো সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করে ক্ষমা আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়।'

আনাহিতা প্রথমে বিচলিত হলেও পরবর্তীতে নিজেকে সামলে নিল।

'অসম্মানিত বোধ করেছিলাম আমি।'

'অথচ একসময় ইফ্রীত্ব রাজ্যে সভ্য পোশাক বলতে কিছু ছিল না। তখন কী করতেন?'

আনাহিতা চুপ থাকল। প্রচণ্ড অসহায় বোধ করছে সে। কীভাবে অন্য একজনের সামনে অর্ধনগ্ন থাকা যায় ভাবতেই শিউরে উঠল। আন্দ্রেয়াজ মৃদু হেসে বলল, 'আপনার মধ্যে ইনসানদের বহু গুণ আছে।'

আনাহিতা এখনো দৃষ্টি নামিয়ে রেখেছে। অবাক হয়ে শুধাল, 'আমি কখনো ইনসানদের দেখিনি। শুনেছি তারা আমাদের আকৃতির মতোই। কিন্তু অদৃশ্য কোনো ক্ষমতা নেই।'

'এ রকমটা নয়। আমাদের আসল রূপ অনেক ভয়ংকর ও কুৎসিত। আমরা শুধু ইনসানদের অনুকরণ করে ভালো রূপ ধারণ করেছি।' এটা আপনার জানার কথা।

আমি আসলে জানি না। আন্দ্রেয়াজের কপালে কয়েকটি রেখার উদয় ঘটলো।

আপনার বয়স কতো দাসী?

'নিজেরে সঠিক বয়স সম্পর্কেও অবগত নই। আমার মাতা-পিতা জানেন।'

'কেন?'

'পূর্বের কোনো কিছুই স্মরণে নেই আমার। পিতা বলেন অতীত জীবনে আমি নাকী পথভ্রষ্ট ছিলাম। বেপরোয়া জীবনের কারণে আমাকে হত্যা করার জন্য আঘাত করেছিলেন আমার মামা। এজন্য অসুস্থতায় আত্মবিস্মরণ ঘটেছে।'

'এমনটা প্রথমবার শুনলাম। আপনার মামা কী জাদুকর ছিলেন?'

আনাহিতা মাথা দুলিয়ে বলল,

'জি।'

'এ কারণে সবটা ভুলে গিয়েছেন। নামটাও নিশ্চয় নতুন করে পেয়েছে?'

'হ্যা। আচ্ছা আমরা ইনসানরুপ কেন ধারণ করে থাকি? এর কারণ?'

'বিশেষ কারণ নেই। তবে জানেন ইনসানদের কোনো প্রকার ডানা হয় না। তবুও তারা আকাশে উড়তে পারেন যন্ত্রের সাহায্য। যা তারা নিজস্ব মস্তিষ্ক ব্যবহার করে তৈরি করেছেন।'

আন্দ্রেয়াজ ইনসানদের নিয়ে আরও নানা বিষয়ে আনাহিতার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। দিনের আলোর বিলোপ ঘটছে ধীরে ধীরে। মৃদু সমীরণ বইছে। নীল রঙের পত্রবিশিষ্ট গাছের নিচে বসে আন্দ্রেয়াজ কথা বলছে। মনোযোগ শ্রোতার মতো আনাহিতা শুনছে। কোনো কথায় হাসছে আবার কোনো কথায় মন খারাপ করছে। রাত হতেই আপনা-আপনি বহু বর্তুকা জ্বলে উঠল। আন্দ্রেয়াজ নিশ্চুপ হয়ে গাছের নিচে বসে আছে। পেটের মধ্য ক্ষুধা অনুভব হলো আনাহিতার। সামনে বসে থাকা মহামান্য খাবার গ্রহণ করেন কিনা, সেই বিষয়েও সুনিশ্চিত নয়।

'আমি খাবার গ্রহণ করি। তবে তা খুবই স্বল্প পরিমাণে।'

আনাহিতা চমকে উঠল।

'আপনি কীভাবে বুঝলেন মহামান্য।'

নিভন্ত দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখছে আন্দ্রেয়াজ। আনাহিতা অনবরত পেট চেপে ধরছে। এই কর্মকাণ্ডে বুঝতে পারল যে তার ক্ষুধা লেগেছে। অদৃশ্য শক্তির সাহায্য নিকটবর্তী একটি গাছ থেকে ফল এনে আনাহিতার সামনে রাখল আন্দ্রেয়াজ।

'আপনার জন্য।'

'ধন্যবাদ।'

'আপনি এখন প্রাসাদে ফিরে যেতে পারেন।'

'কিন্তু আমাকে থাকার জন্য নির্দেশ করা হয়েছে।'

আন্দ্রেয়াজ মৃদু হাসল। এর মর্মার্থ সঠিক বোঝা গেল না।

'তয়রুন পাহাড় খুবই পবিত্র। এখানকার মাটি থেকে গাছপালা অবধি সবকিছুই জীবন্ত। আর ফল হচ্ছে গাছের সন্তান। তারা আপনাকে তা ভক্ষণ করতে দেখলে অবশ্যই খুশি হবে না।'

চট করে হাত থেকে ফলগুলো ফেলে দিল আনাহিতা। আন্দ্রেয়াজ অবাক হয়ে শুধাল,

'কেন ফেলে দিলেন?'

'আমি আপনার সঙ্গে থাকতে চাচ্ছি।'

'বিশেষ কোনো কারণ?'

'না।'

'ঠিক আছে। আপনি গাছের নিচে এসে বসুন। পথ দিয়ে অনেকের যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে।'

আনাহিতা জিজ্ঞেস করল না কাদের যাতায়াতে সমস্যা হবে। নিস্তব্ধ সেখান থেকে উঠে এল। চন্দন কাঠের সুগন্ধে কেমন মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে আনাহিতার। আন্দ্রেয়াজের এত সন্নিকটে এসে অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে মেয়েটার। এই দীর্ঘকার দেহ, মধুর কণ্ঠ–সবই যেন আনাহিতার চেনা। অকস্মাৎ আন্দ্রেয়াজকে স্পর্শ করার বাসনা অন্তঃকরণে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল।

* * *

ফাতেমা প্রয়োজনীয় কাজের জন্য আম্মিরাকে শহরে পাঠিয়েছে। এখান থেকে মার্মারা দ্বীপ খুব বেশি দূরে নয়। আজকে পরিবেশে অসহনীয় উত্তাপ। ব্যাগ থেকে টিস্যু বের করে কপালের ঘাম মুছে নিল আম্মিরা। রাস্তার ওপাশে যাওয়ার জন্য পা বাড়াবে, এমন সময় কারো ছোঁয়া পেল হাতে। ঈষৎ কুঁজো একজন বৃদ্ধা এসে আম্মিরাকে শক্ত করে ধরল। অন্য হাতে বাঁকানো বড়সড় একটি গাছের ডাল। যা হয়তো চলাফেরার জন্য ব্যবহার করে সে। বেশভূষাও কেমন বিচিত্র। ভাঙা ভাঙা গলায় বৃদ্ধাটি বলল, 'আমাকে একটু রাস্তার ওপাশে নিয়ে যাবে মেয়ে?'

'অবশ্যই। হাতটা ভালো করে আঁকড়ে ধরুন।'

'এই ব্যাগটা একটু ধরো।'

বৃদ্ধার চলাফেরা যে কষ্টের তা উপলব্ধি করে খুব মায়া লাগল আম্মিরার। ছোটদের মানুষ একা ছাড়ে না, তাহলে বৃদ্ধদের কেন একা ছাড়ে? তারাও তো অসহায়। রাস্তার এ পাশে এসেও আম্মিরা বৃদ্ধার হাত ছাড়ল না।

'আমাকে একটু ওই দোকান অবধি দিয়ে এসো।'

'আচ্ছা।'

'তোমার নাম কী মেয়ে?'

'আম্মিরা।'

আম্মিরার হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে দোকানের ভেতর প্রবেশ করল বৃদ্ধাটি। তার অপেক্ষা করতে লাগল সে। বৃদ্ধাকে খুব পরিচিত ঠাহর হচ্ছিল তার। যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা একত্রে অতিবাহিত করেছে তারা। বৃদ্ধার উপকার করতে পেরে আপনা-আপনি তার মুখে হাসির রেখার উদয় ঘটল। তবে কিছু একটা মনে হতেই আম্মিরার মুখের হাসি কোথাও মিলিয়ে গেল। জোরে শব্দ করে দোকানের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল সে। এটি একটি সুগন্ধি আতরের দোকান। ভেতরে হরেক রকমের ছোট ছোট কাচের বোতল সাজানো। দোকানদারের দিকে এগিয়ে গেল আম্মিরা।

'একজন বৃদ্ধা মহিলা ভেতরে প্রবেশ করেছে। সে কোথায়?'

সারা দিন কিছুই বিক্রি করতে না পারায় বিক্রেতার মেজাজ এমনিতেই খারাপ ছিল। অপরদিকে আম্মিরার এমন উদ্ভট প্রশ্নে চটে গেল। ঝাঁজের সঙ্গে বলল, 'ভেতরে কেউ আসেনি।'

'পাঁচ মিনিট আগে ঢুকেছে।'

'আমি সারা দিন ধরে আছি। এখানে কেউ আসেনি। কিছু নেবেন?'

চিন্তামগ্ন হয়ে আম্মিরা জবাব দিল, 'না।'

অনেক দিন পূর্বে লাইব্রেরিতে বসে যে বৃদ্ধাটি আম্মিরাকে আফারীতদের কাহিনি শুনিয়েছিল, আজকের বৃদ্ধার সাথে হুবহু তার মিল রয়েছে। পোশাক, ব্যবহার, ভাষা–সবই এক রকম ছিল। শুধু আম্মিরা বুঝতে পারছে না অন্ধ ছিল কিনা। তার হাতে এখনো বৃদ্ধার দেওয়া ব্যাগটি। সে একবার ভাবল ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দেবে। কিন্তু আবার এটা ভেবেও মন খারাপ করল যে এতে আমানতের খেয়ানত হতে পারে। সে সিদ্ধান্ত নিল যে বৃদ্ধাটিকে খুঁজে বের করে তার জিনিস ফেরত দিয়ে দেবে।

ফাতেমার তিন সন্তান পুরো বাড়িতে হইচই লাগিয়ে রেখেছে। হাসিখুশি প্রাণবন্ত ছোট্ট প্রাণগুলোকে দেখতে ভালোই লাগে আম্মিরার।

'খালা তোমার পছন্দসই জুতো। অনেক খুঁজে বের করতে হয়েছে।'

'পেয়েছ তাহলে। দেখি তো।'

তৎক্ষণাৎ জুতোগুলোকে পায়ে জড়িয়ে নিল ফাতেমা।

'বেশ মানিয়েছে আমাকে। টেবিলের উপর দেখো তোমার জন্য শরবত রাখা।'

প্রচণ্ড পিপাসা পেয়েছিল বিধায় আম্মিরা ঢকঢক করে শরবত খেয়ে নিল। শীতলতায় অন্তঃকরণ ভরে উঠল মেয়েটির। ফাতেমা পাশে থাকা ব্যাগ উঁচু করে শুধাল, 'এখানে বই কীসের?'

আম্মিরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল, 'এটা আমাকে নিদা দিয়েছে।'

'ও গিয়েছিল তোমার সাথে?'

উপর থেকে নিচে মাথা দুলিয়ে সম্মতি প্রকাশ করল আম্মিরা। অবশ্য নিদা যায়নি। নিজের খালাকে সত্য বলতে সাহস হলো না মেয়েটির। এজন্য বিশেষ কারণটি হচ্ছে গতবার সেই বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সে বড্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। পুনরায় তার দেওয়া বই বাসায় এনেছে শুনলে নিশ্চয় ফাতেমা খুশি হবে না।

সন্ধ্যার সময় আম্মিরা সিক্ত চুলে জানালার দ্বারে এসে দাঁড়াল। ঝিরিঝিরি বাতাস এসে যখন চুলে লাগছে তখন ভেতর থেকে শীতলতা অনুভূত হচ্ছে। ফাতেমা এ সময় খোলা চুলে বের হতে দেয় না আম্মিরাকে। তার ভাষ্যমতে, মেয়েটা খুব বেশি সুন্দর। আর কালসন্ধ্যায় জিনদের আনাগোনা থাকে। আগুনের তৈরি কোনো সত্তার যদি পছন্দ হয়ে যায়? তখন আরেক বিপত্তি তৈরি হবে। জানালা দিয়ে গলা বের করে আম্মিরা দেখতে পেল এসমাদ রাস্তার এমাথা-ওমাথা দৌড়াচ্ছে। যদিও আম্মিরার কাছে সে বারিস নামে পরিচিত। ছেলেটার ওপর বেজায় চটে আছে আম্মিরা। সুন্দর দেখেই কিনা অহংকারে মনে হয় পা ভূমিতে স্পর্শ করেন না। সেদিনকার প্রত্যাখ্যান আম্মিরার সর্বস্বতে আঘাত হেনেছে। সে তো নিজে থেকে সন্নিকটে যায়নি। মনে মনে এসমাদকে শয়তান উপাধি দিয়ে জানালা বন্ধ করে দিল। এই সন্ধ্যায় কিনা ছেলেটার শরীরচর্চার জন্য দৌড়াতে হবে। যা বেশি বেশি একেবারে।

বিছানার উপর চোখ গেল আম্মিরার। সেখানে বৃদ্ধার দেওয়া ব্যাগটি অনাদরে পড়ে আছে। ভেতরে কালো রঙের হাতে বাঁধাই করা একটি বই আছে। আম্মিরা ভেতরে ভেতরে কৌতূহল বোধ করলেও তা দমন করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। বইতে নিশ্চয় তার শোনা ঘটনার দ্বিতীয় খণ্ড আছে। তবে আগেরবারের ঘটনায় এবার আর পড়ার সাহস হচ্ছে না।

ঘণ্টাখানেক নিজের সাথে যুদ্ধ করে অবশেষে হার মানল আম্মিরা। ছোট্ট একটা লাইট জ্বালিয়ে বিছানার ওপর বই নিয়ে বসে পড়ল। প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠায় নানা রকম ছবি আঁকা। অদ্ভুত এক জন্তুর। আম্মিরার গা কেঁপে উঠল অবয়বটিকে দেখে। নিচে আরবিতে লেখা ইফ্রীত্ব। আম্মিরা শুনেছিল জিনদের অবয়ব বড্ড ভয়ংকর। সাধারণ মানুষ তাদের দর্শন করলে নাকি ভয়েই মারা যাবে। বইয়ে দেওয়া ছবির মতো যদি কেউ আম্মিরার সামনে এসে দাঁড়ায়, তবে তো পলক ফেলার আগেই আম্মিরা শেষ হয়ে যাবে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় অবয়বটির আরো একটি ছবি আঁকা আছে। কিন্তু প্রথম অবয়বটির থেকে এর আকৃতি খানিকটা ভিন্ন। আম্মিরা বুঝতে পারল অবয়বগুলোর মধ্যে একটি পুরুষ আর একটি নারী অবয়বের। পৃষ্ঠা উল্টাল আম্মিরা। সেখানে আরবিতে কিছু কথা লেখা আছে। যেহেতু সে আরবি ভাষা একটুখানি জানে, তাই পড়তে সক্ষম হলো।

'বড় ধরনের ক্ষমতা, বড় ধরনের বিপদও নিয়ে আসে।'

এরপরের পৃষ্ঠায় লেখা, 'অসীম ক্ষমতাধরের যা মর্জি, তিনি তাই করবেন। তবে তার সৃষ্টি চক্রের বিঘ্ন ঘটাতে চাইলে পরিণাম খুব খারাপ হয়। অতীতেও বহু নিদর্শন আছে এমন।'

আম্মিরা যদিও তেমন কিছু বুঝতে পারছে না। কিন্তু এটা বুঝল দ্বিতীয় লাইনে অসীম শক্তি বলতে আল্লাহকে বোঝানো হয়েছে। এর পরের পৃষ্ঠায় আবার সেই অবয়বের ছবি আঁকানো। কিন্তু এই অবয়বটির সাতটি অঙ্গে গোলক আঁকা। নিচে জ্বান নাম লেখা। আম্মিরার চট করে মনে পড়ল আন্দ্রেয়াজ ক্ষমতা লাভ করার পূর্বে জ্বান নামে পরিচিত ছিল। দ্বিগুণ উৎসাহে পরবর্তী পৃষ্ঠায় গেল।

'সাতটি অঙ্গে গোলক ধারণ করে আছে জ্বান। এই অঙ্গগুলোই তার বিশেষ ক্ষমতার প্রতীক। এর ফলে সে স্ব-ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করবেন। কিন্তু অমরত্ব তো স্বয়ং শয়তানও পায়নি। শেষ দিবসের দিন জিন ও ইনসান জাতির হিসাব নেওয়া হবে। জ্বান অবশ্যই এর ব্যতিক্রম হবে না।'

'ক্ষমতাগুলো চির সজীব করে রেখেছে জ্বানকে। তবে সাতটি বলয় একত্রে ধারণ করার শক্তি তার মধ্যে নেই। সময়ে সময়ে নিজ বলয়ের অংশীদার হিসেবে কাউকে বেছে নিতে হবে।'

এরপরের পৃষ্ঠায় বিভিন্ন আকৃতির বলয় অঙ্কন করা। প্রত্যেকটি বলয়ের নিচে কয়েকটি করে বাক্য লেখা।

* রা'সুন---মস্তিষ্ক সর্বপ্রথম গোলককে নির্দেশ করে। এই গোলকের সাহায্য পাহাড়সব জটিল বস্তুও বুঝতে সক্ষম।
* আইনুন---দুই নেত্রের মধ্যে দ্বিতীয় গোলক সীমাবদ্ধ। এক চোখ অতি বৃহৎ দেখতে সক্ষম। পক্ষান্তরে অন্য চোখ অতি ক্ষুদ্র দেখতে সক্ষম।
* সদরুন---বক্ষকে তৃতীয় বলয় বলা হয়। অর্ধেক শক্তি এই বলয়ে নিবদ্ধ।
* ইয়াদুন---দুই হাতের সাহায্য দৃশ্য, অদৃশ্য সব বস্তুকেই ধারণ করতে পারেন।
* গুসনুন---একটি গাছের ডাল অনুরূপ একটি জিনের ডানা। এ কারণে ডানাকে গাছের ডালের সঙ্গে তুলনা করা হয়। আগুনের তৈরি এ ডানা।
* বাতনুন---পেটের অভ্যন্তরে ছয় নাম্বার বলয় বিদ্যমান। আহার ব্যতীতও নিজেকে সুস্থ রাখতে পারেন।
* রিজলুন---সর্বশেষ বলয় দুটো পায়ে আছে। হাজারও দুর্গম পথ হোক না কেন। তা খুবই তুচ্ছ এই পায়ের নিকট।

সাতটি বলয়ের মধ্যে জ্বান চাইলে যেকোনো বলয় কাউকে দান করে নিজ ক্ষমতার অংশীদার করতে পারেন। তবে গুসনুন, সদরুন, রা'সুন–এই তিনটি বলয় ক্ষমতার মূল অংশ। আইনুন, বাতনুন, ইয়াদুন ও রিজলুন–এই চারটি বলয়ের একটি না থাকলেও ক্ষমতার মধ্যে বিশেষ প্রভাব পড়বে না। কিন্তু এসব বলয় অন্য কোনো জিন ধারণ করলে সে ঈষৎ আন্দ্রেয়াজের সমগুণ ক্ষমতার অংশীদার হবে। যে অংশীদার হবে সে নিজ ইচ্ছায় ক্ষমতার অংশীদার আরো কাউকে করতে পারবে। এতে বলয়ের শক্তির হ্রাস ঘটবে।

জ্বান ক্ষমতা লাভের পর আফারীতদের মধ্যে উপস্থিত চরম বিপথগামী ইফ্রীত্বদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন। কিন্তু সে কাউকে অংশীদার হিসেবে

কোনো বলয় দান করার মনোবাসনা পুষছিলেন। আর প্রথম অংশীদার হয় তৎকালীন বাদশাহ সিরাবের মাতা হাসানাত।

তখনকার দিনে আফারীত রাজ্যের সর্বোচ্চ সুন্দরী ছিলেন ইলহানা। তার ইনসান রূপ বিশেষ অংশ ছিল এই সৌন্দর্যের। ইনহানা ভালোবেসে ফেললেন জ্বানকে। তবে সফল প্রণয়িনী হতে বেশ কষ্ট হয়েছে তার। তখন সকল ইফ্রীত্বদের মধ্যে শঙ্কা দেখা গেল যে এরপর হয়তো জ্বান সন্তান বাদশাহ হিসেবে নিযুক্ত হবে। এ রকম হলে তারা মেনে নেবে না। কিন্তু জ্বান ইলহানাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেননি। আফারীতদের কল্যাণে ইলহানাকে বাতনুন বলয়ের অংশীদার হিসেবে মনোনীত করলেন জ্বান। যা তার সাতটি অঙ্গে সীমাবদ্ধ হলো। সর্বোচ্চ বলসের অংশীদার বলয়ের অংশীদার জ্বানকে অহংকারী না করে তুললেও ইলহানা কিন্তু আদর্শচ্যুত হলো। কিন্তু তা প্রকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বাদশাহ সিরাব অসুস্থ হওয়ায় বহু আগেই আফারীতদের শাসক হিসেবে আমিরকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। ইলহানা যাকে নিজ বন্ধুর মতো ভালোবাসেন। তারা একত্রে মহামান্যের অগোচরে বেশ শোষণ করছিল ইফ্রীত্বদের। শেষে ইনসানদের উপর শাসন করার মনোবাসনা হলো তাদের। যা ইলহানার ওপর অভিশাপ হিসেবে রূপান্তরিত হলো।

জ্বান যখন ইলহানাকে শাস্তি দিল, তখন তাকে আটক করে ফেলে একটি দ্বীপে পাঠানো হলো। যেখান থেকে কোনোভাবেই ইলহানা মুক্ত হতে পারবে না নিজ থেকে। তবে যার অন্তরে শুধু ঘৃণা, কপটতা, হিংসা বিদ্যমান, একমাত্র সে-ই পারবে মুক্ত করতে। দ্বীপটি বিশেষ এক জায়গায় অবস্থিত। যা পৃথিবীর সমুদ্রে বাস করা এক বিশাল মাছটির দেহের বিশেষ গহ্বরে রয়েছে। এ কারণে সাধারণ কোনো ইনসানের দৃষ্টিতে তা পড়বে না।

এরপরের লেখাগুলো আরবিতে হলেও বেশ দুর্বোধ্য আম্মিরার নিকট। ঠিকমতো পড়তে পারছে না। যে বাক্যগুলো ঠিকঠাক পড়তে পারল, তা আন্দ্রেয়াজের বিভিন্ন যুদ্ধের কৌশল। কিংবা বিভিন্ন বীরত্বের গাথা। আম্মিরা সারা রাত ধরে বইটি শেষ করল। খানিকটা ভয় পেলেও কৌতূহল দমন করতে পারল না আম্মিরা।

*　　　*　　　*

সারা রাত দুচোখের পাতা একত্রে করতে পারেনি আম্মিরা। মাঝে একবার তন্দ্রার মতো এসেছিল, তখনো স্বপ্নে শুধু আজেবাজে জিনিস দেখেছে। না

ঘুমানোর দরুন মাথাটা প্রচণ্ড ভারী হয়ে আছে। চোখে রাজ্যের ঘুম। সকালের সালাত আদায় করেই আম্মিরা নুসফার বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হলো। এর প্রধান কারণ হচ্ছে বই নিয়ে আলোচনা করা।

আম্মিরা বেখেয়ালে এসমাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কথা ভুলেই গিয়েছিল। কাঠের গেট দিয়ে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম তারই দর্শন হলো। গাছের নিচে চেয়ারে বসে এসমাদ ল্যাপটপে কিছু একটা করছে। একবার আম্মিরার দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। যেন আম্মিরার প্রবেশ তার মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলছে না। দরজার মধ্যে বার দুয়েক শব্দ করার পর নুসফা বের হয়ে এল। তার হাতে একটি চামচ। সম্ভবত রান্না করছিল। মেয়েটিকে দেখে আঁতকে উঠল নুসফা।

'আপনার চেহারার এমন বেহাল দশা কেন আম্মিরা?'

'ঘুমাতে পারিনি সারা রাত।'

'কেন?'

'আপনার মনে আছে আফারীতদের নিয়ে একটি ঘটনা শুনিয়েছিলাম আমি?'

'অবশ্যই আছে।'

'আমাকে যে মহিলা শুনিয়েছিল ঘটনাটি। কালকে আবার তার সাথে দেখা হয়েছিল।'

নুসফা অবাকের সুরে বলল, 'কী কী বলল এবার?'

'এবার একটা বই পেয়েছি আমি।'

আম্মিরা নুসফার হাতে বইটি তুলে দিল। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো এটা সেই বই না।

'এই বই?'

'আমি ভুল বই নিয়ে এসে পড়েছি।'

নুসফা স্মিত হেসে বলল, 'সমস্যা নেই। আপনার তো মনে আছে সব?'

আম্মিরা মাথা উপর নিচে দুলিয়ে হ্যাঁ বোধক সম্মতি প্রকাশ করল।

'তাহলে চলুন কিচেনে। ওখানে গিয়ে সব শুনব।'

কিচেনে এসে আম্মিরা দেখতে পেল নুসফা হরেক রকমের মিষ্টি তৈরি করছে।

'এত মিষ্টি কীসের জন্য?'

'আমাদের জন্য। এখন বলুন কী কী ছিল বইয়ে।'

'জ্বান ও ইলহানার ক্ষমতা বর্ণনা। কোথায় আছেন মহামানিনী এসব। আচ্ছা এসব কি সত্য?'

'আপনার কেন মনে হলো?'

'অনেক যুদ্ধের বর্ণনা ছিল বইতে। তা ছাড়া ইফ্রীত্ব নামে একটি জিন জাতিও আছে। হতে পারে না যে এসব সত্য?'

'হতেও পারে। কী মনে হয়, এমন এক ভূখণ্ড আছে, যেখানে ইফ্রীত্ব নামের এক জাতি বসবাস করে? থাকতেও পারে এমন।'

'না থাকলেই ভালো।'

'কেন?'

'জানি না।'

নুসফা মিষ্টি হাসল।

'বসুন। আমাদের সঙ্গে সকালের খাবার খেয়ে যান।'

'উহু, আমার ঘুম আসছে।'

'তবে এখানেই ঘুমান।'

আম্মিরা কেন যেন কিছু ভাবতে পারছে না। মাথার ভেতর সবকিছু কেমন ফাঁকা লাগছে। মলিন হেসে বলল, 'আমার মনে হয় সামনে খুব খারাপ দিন আসতে চলেছে।'

'এ রকমটা কেন ভাবছেন?'

আম্মিরা জবাব দিল না। উদাস চোখে বাইরে তাকিয়ে রইল।



সম্প্রতি মিসরের এক জায়গায় অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটা শুরু হয়েছে। রাতের বেলায় কিংবা মধ্য দুপুরে কোনো পাখিও যদি সে স্থানে যায়, তবে তা আর পরবর্তীতে পাওয়া যায় না। জায়গাটি থেকে অনেক দূরে ছিন্নভিন্ন কতগুলো লাশও পাওয়া যাচ্ছে। পুলিশরা ভাবছে নতুন কোনো জীবের উদয় ঘটেছে মরুভূমিতে। সেটাই এত উৎপাত শুরু করেছে কিংবা কেউ গোপন আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবহার করছে। লাশগুলোর আশপাশের পরিবেশ সে রকম মনে হওয়াতে দায়ী। তাদের অনুমান এক অংশে অবশ্য সঠিকও। এসব জীবিত প্রাণী আমিরের আরাধনার জন্য নেওয়া হয়। পরবর্তী সেসব ঘৌলদের নৈশ্যভোজে রূপান্তরিত হয়। আজকেও তারা কিছু মানুষকে পাকড়াও করে এনেছে। আমির সেসবকে মানুষের প্রাণ শয়তানকে উৎসর্গ করল। সে সত্যকে বহু পূর্বেই ত্যাগ করেছে। কুকাল পেছনে বসে আমিরের আরাধনা করা দেখছিল। পাশেই আম্মিরার রক্ত যুক্ত রুমাল রাখা। বেশ দুর্গন্ধ নিঃসৃত হচ্ছে সেখান থেকে। কুকাল ফিসফিস করে বলল, 'শেহজাদা আমির বুঝতে পারছেন কিছু?'

'কী বুঝবো?'

'ওদুদ কন্যার উপর পুনরায় কুফরি করা হয়েছে। এখন তার আশপাশে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা দুর্বল।'

'তা বহু পূর্বেই বুঝেছি। তবে আমাকে কী করতে বলছেন এখন?'

'অতীতের মতো তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসুন। আশা করি বাদশাহ এসমাদ তখন মরিয়া হয়ে উঠবে। আর খুঁজে বের করার আগে ইনসানদের মধ্যে নিজ অংশের সঞ্চার ঘটানোতে সক্ষম হতে পারবেন।' কারণ এ স্থানের খোঁজ যুবরাজ জিবাদও পাবেন না।

'আপনি কি সাহায্য করতে পারবেন এতে?'

'অবশ্যই। আম্মিরা এখন নাপাক অবস্থায় আছে। এতে আরো সুবিধা হবে। আজকে রাতেই তাকে নিজেদের নিকট আনা যাবে।'

আমির সম্মতি জানিয়ে বলল,

'তবে তাই হোক।'

আমিরের ঠোঁটে ক্রূর হাসি ফুটে উঠল। সামনে প্রজ্জ্বলিত হওয়া অগ্নিকুণ্ডে থালায় থাকা অবশিষ্ট হাড় নিক্ষেপ করল।

* * *

আম্মিরাদের বাড়ির থেকে কিছু দূরে একটি খোলা জায়গায় অনেকগুলো পুতুল মাটি থেকে ওঠানো হয়েছে। খোলা জায়গার সংলগ্ন বাড়িটির সমস্ত সদস্য কয়েক দিন পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে। কারণটা এখনো জানা যায়নি। তাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় একজন ভালো হোজ্জা। সেই এসে মাঠ আর বাড়ির উঠান থেকে পুতুলগুলো বের করে। সব কটি পুতুলের গায়ে একুশটি করে সুচ বিঁধানো ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, তাদের ওপর কুফরি করা হয়েছিল। কিছুদিন পরপরই গ্রামে এ রকম কুফরি শব্দটা শোনা যায়। কেন আর কারা করে–এসব আম্মিরার খুব জানতে ইচ্ছে করে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আম্মিরা সবকিছু দেখছিল। কখন নুসফা এসে পাশে দাঁড়িয়েছে তা খেয়ালই করেনি।

'কুফরি কেন করা হয় জানেন আম্মিরা?'

আকস্মিক বার্তালাপে ভয় পেয়ে গিয়েছিল আম্মিরা। নিজেকে ধাতস্থ করে বলল, 'কেন করা হয়?'

নুসফা স্মিত হেসে বলল, 'ইনসান যখন খারাপ কোনো জিনিসের খায়েশ করেন কিংবা কারো ক্ষতি করতে চান, তখন আল্লাহের অবাধ্যতা করেন। কুফরি সেই অবাধ্য হওয়ার একটি মাধ্যম।'

'তাই বলে এভাবে পুরো পরিবারকে ধ্বংস করে দেবে?'

'হয়তো রাগ ছিল। কিংবা সকলে মরে যাওয়ার মধ্যে কোনো লাভ থাকতে পারে।'

আম্মিরার মস্তিষ্কে প্রথমে জিনিসটা না ঢুকলেও পরবর্তীতে তার মনে হলো, পরিবারটির সমস্ত ধন সম্পদের মালিক এখন সেই হোজ্জাটি। আর সে কুফরি বিষয়ে জ্ঞানও রাখে। কিছুটা হলেও আম্মিরা বুঝতে পারল কে পরিবারটির ওপর এমন মারণবাণ ছুড়েছে। নুসফা আম্মিরার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধাল, 'কী ভাবছেন এত?'

'কিছু না। আপনি কোথায় যাবেন?'

'না গিয়েছিলাম। আমার ভাই চলে গেল তো।'

আম্মিরার বুকটা ধক করে উঠল।

'কই গিয়েছে আপনার ভাই?'

'ইরানে, কিছুদিনের জন্য। এখন কবে নাগাদ ফিরবেন জানা নেই।'

'আচ্ছা। আপনি একা থাকতে ভয় পাবেন না?'

'একদম না। জিন তো আমি, এ জন্য ভয় নেই।'

আম্মিরা বৃথা হাসার চেষ্টা করল। এসমাদের প্রস্থানের খবর শুনে মনে হচ্ছে অসুস্থবোধ হচ্ছে তার। কোনোমতে নুসফার থেকে বিদায় জানিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করল। রাস্তায় চলতে গিয়ে বুঝতে পারল শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে তার। ভেতরে ভেতরে অনেকটা উসখুস লাগছে। মনের মধ্যে আশঙ্কা দেখা দিল। সে নিশ্চয় ছেলেটিকে পছন্দ করে বসেছে। পরক্ষণেই মাথা থেকে তা ঝেড়ে ফেলে দিল।

একটু পর আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামবে বোধ হয়। প্রচণ্ড জোরে বাতাস বইছে। নিজেদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে এসমাদ। তার পাশেই ডুম নামক কুকুরটি ভূমিতে হাত ঠেকিয়ে বসে আছে।

আকাশে গোলাপি বিদ্যুৎপ্রভার সৃষ্টি হচ্ছে। আচমকা একটি রেখার উদয় ঘটল আকাশে। নুসফা পেছন থেকে বলল,

'বাদশাহ আপনার যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে।'

এসমাদ বিদ্রূপমাখা সুরে বলল,

'শুধু আমার যাওয়ার সময় হয়েছে? আপনি কি নিজ রাজ্যে পা রাখবেন না?'

'আমার ভালো লাগে না। এত বেশি পরিমাণের রেষারেষি চলে আপনার স্ত্রীগণের মধ্যে যে দেখলে রাগ ওঠে এবং আপনার উপর মায়াও হয়।'

এসমাদ ঠোঁট উল্টে বলল,

'তারা আমার স্ত্রী নয়।'

'আপনি না মানলে কী হবে বলেন।'

'আমি বাদশাহ। মানা কিংবা না মানাতে অনেক কিছু হয়।'

নুসফা কপাল কুঁচকে বলল,

'বেশ তবে। এখন চলে যান।'

এসমাদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

'আমার যেতে মন চাচ্ছে না। আপনি আছেন, তবুও মনে হচ্ছে সামনে আম্মিরার বিপদ।'

'সে রকম কিছু নয়। আপনি বেশি চিন্তা করেন।'

তবে কী জানেন? আম্মিরাও খারাপ কিছুর আশংকা করছে।

নুসফা এগিয়ে এসে এসমাদের কাঁধে হাত রাখল,

'আমার উপর বিশ্বাস রাখুন।'

'কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজের থেকে বেশি আছে নুসফা।'

এসমাদ মুহূর্তেই ডানার সাহায্য আকাশে উড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ বৃষ্টি নামল। কাঠের তৈরি দরজায় হালকা শব্দ হলো। সেদিকে তাকালে নুসফা দেখতে পেল বিকেলের সেই হোজ্জাটি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নুসফা ঈষৎ হাসল। হোজ্জা লোকটি সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে,

'আমার কাছে পাক পানি আছে জিন। নিজে থেকে ধরা দাও।'

'পাক পানির আমার নয়, তোমার বেশি প্রয়োজন হোজ্জা।'

'বিকেলে মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই বুঝেছিলাম তুমি জিন।'

বৃষ্টির বেগ বেড়েই চলছে। হোজ্জা লোকটি থলে থেকে ছোট কাচের বোতল বের করল। সেখান থেকে এক হাত ভর্তি পানি নুসফার উপর ছুড়ে মারতে নেবে তখন কাদামাটিতে পা পিছলে পড়ে গেল। সোজা হয়ে ওঠার পূর্বেই ঘাড়ে দাঁতের স্পর্শ পেল। নুসফা ধারালো নখর দিয়ে মুহূর্তেই লোকটির হৃৎপিণ্ড ক্ষতবিক্ষত করে তুলল।

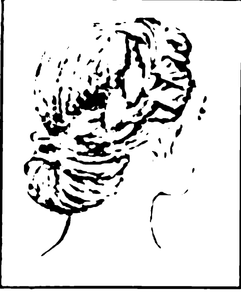
*   *   *

আম্মিরা এত বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে বাড়িতে ঢুকে সোজা বিছানায় এসে ঘুমিয়ে পড়েছে। যখন ঘুম ভাঙল, তখন চারিধার অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়ে আছে। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে আম্মিরার। পাশে হাতড়ে মোবাইল খুঁজল। কিন্তু পেল না। অন্ধকারে কিছু চোখেও দেখছে না। সে শুয়েই রইল ওভাবে। হয়তো এখন মধ্যরাত। আরেকটু পর ভোর হয়ে যাবে। নিস্তব্ধ মধ্যরাতেও কোথা থেকে কোরআন পড়ার শব্দ আসছে। আম্মিরার তেলাওয়াত শুনতে বেশ ভালো লাগছে। সুরাটি চিনতে তার ভুল হলো না। সম্ভবত এটা সুরা জিন। ক্ষণ বাদে জানালার ফাঁক দিয়ে ঈষৎ আলোর রেখার আভাস পাওয়া গেল। ভোর হচ্ছে ভেবে আম্মিরা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। লাইট জ্বালাতে গিয়ে দেখে বিদ্যুৎ নেই। সচরাচর যদিও এমন হয় না। পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ওয়াশরুমের দরজা খুঁজে বের করল।

ভেতরে ঢুকতেই একরাশ আলো এসে আম্মিরার চোখেমুখে লেপ্টে গেল। নিজেকে একটু ধাতস্থ করে সে দেখতে পেল বাড়ির বাইরে চলে এসেছে। অথচ নিজ রুমের ওয়াশরুমের দরজা খুলেছিল সে। ভয় পেয়ে গেল আম্মিরা। তাদের বাড়ির উঠোনে অবস্থিত বেওয়ারিশ কবরটির উপরিভাগ থেকে মাটি সরে গিয়েছে। সেখান থেকে সবুজ রঙের ঈষৎ আলো উদ্ভাসিত হচ্ছে। কবরটির অভ্যন্তরে থেকেই তেলাওয়াতের সুর ভেসে আসছে। আম্মিরা সেদিকে এগিয়ে গেল। পায়ের নিচে ভেজা মাটির আভাস পাচ্ছে সে। কবরের মধ্যভাগ থেকে একটি সিঁড়ি তৈরি হয়েছে। আম্মিরা সাহস সঞ্চয় করে সেখানে পা রাখল। এসব স্বপ্ন হলেও পুরোটা সে দেখবে বলে মনস্থির করল।

কবরের ভেতর সমস্ত পরিবেশ কেমন স্বচ্ছ। বাতাবরণে সুগন্ধিযুক্ত সমীরণ বইছে। আম্মিরা মুগ্ধ হয়ে সব দেখছে। তার থেকে হাত দশেক দূরে একজন নারীকে দেখতে পেল সে। অদ্ভুতভাবে তার চেহারার সঙ্গে বেশ মিল রয়েছে আম্মিরার।

আচমকা মহিলাটিকে কতগুলো সাপ পেঁচিয়ে ধরল। আম্মিরা চিৎকার করে সেদিকে এগিয়ে যেতে লাগল। তখনই সবকিছু অন্ধকারে ডুবে গেল। যখন পুনরায় সব পরিষ্কার হলো, তখন আম্মিরা দেখতে পেল সে এক জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে সেই নারীটির ক্ষতবিক্ষত অবয়ব। আম্মিরার অজান্তেই চোখে অশ্রুকণা জমে গেল। ধীরে ধীরে মহিলাটি রূপ পাল্টে ফেলল। সবুজচোখী, শজারুর কাঁটার মতো দাঁড়ানো চুলের বলিষ্ঠ এক যুবককে আম্মিরা দেখতে পেল। ঠোঁটে তার একরাশ স্নিগ্ধ হাসি। আম্মিরার খুব পরিচিত লাগল তাকে। যুবকটি তার উদ্দেশে বলল, 'আপনাকে স্বাগতম আম্মিরজান।'



একটু আগে পুলিশ এসেছিল এই রাস্তায়। সরফরাজ ডেকেছিল। কারণ তার ভাগ্নি আম্মিরাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাসার উঠোনে কবরটা পুরো রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। পুলিশরা আশঙ্কা করল রাতে বের হওয়ার দরুন কোনো জন্তুর আক্রমণের স্বীকার হয়েছে মেয়েটি। তা ছাড়া একটু দূরেই সেই মাঠে একটি ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া গিয়েছে। আশপাশের জঙ্গলে ভালো করে খুঁজল আম্মিরার লাশ পাওয়া যায় কিনা। পুলিশ ধরেই নিয়েছে মেয়েটি আর বেঁচে নেই। অবশেষে শূন্য হাতে ফিরতে হলো তাদের। ওদিকে ফাতেমা বিলাপ করে কান্না শুরু করেছে। তার ভাষ্যমতে, আম্মিরা ফাতেমাকে মা বলে না ডাকলেও একদম মেয়ের মতোই ছিল। খুঁজে না পেলে সে সন্তানহারা হবে। আশপাশের প্রতিবেশীরা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে। গেটের ওপাশে এসমাদ ও নুসফা দাঁড়িয়ে ভেতরের সবকিছু দেখছে। আম্মিরাকে যে পাওয়া যাচ্ছে না, এই সংবাদ এসমাদের নিকট পাঠিয়েছিল নুসফা। তাদের মুখচ্ছটা দেখে বড্ড স্বাভাবিক লাগছে। রাস্তা দিয়ে যারাই যাচ্ছে, তাদের দৃষ্টি অন্তত একবার হলেও দুজনের ওপর পড়ছে।

'আম্মিরজানের উপর কুফরি করা হয়েছিল। এই কারণে সুরক্ষাবন্ধনী দুর্বল হয়ে পড়েছিল।'

'প্রত্যেকবার তার উপর কেন এমন হয় নুসফা?'

'বিষয়টা খুবই স্বাভাবিক বাদশাহ। আমালি যখন গর্ভবতী ছিল, তখন ওদুদ কুফরির সাহায্য নিয়েছিল। তা-ও গইলানদের থেকে। যাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কালো জাদু বিদ্যমান। তারা এখনো আম্মিরাকে হত্যা করতে চায়। এ জন্য গইলানরা আম্মিরার আশপাশে যেসব আত্মীয় বসবাস করে, তাদের মধ্যে মেয়েটিকে নিয়ে বিরূপ চিন্তার সৃষ্টি করে। তাই সকলেই কুফরি করতে এত মরিয়া হয়ে পড়ে। তবে আপনার কাকে সন্দেহ হচ্ছে এসমাদ?'

এসমাদের মুখের মাংসপেশিগুলো দৃঢ় হতে দেখা গেল।

'অবশ্যই আমির।'

'আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না।'

'কেন?'

'কবরের উপর থাকা রক্তগুলো আম্মিরার না। আর বাতাবরণের সুগন্ধ অনুভব করার চেষ্টা করুন।'

এসমাদের কপাল কুঞ্চিত হয়ে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

'জিবাদ?'

'জি।'

'সে নিজের ওয়াদা কেন ভঙ্গ করল? আম্মিরাকে পুনরায় এসবে টেনে নিয়ে আসা কতটা সমীচীন হলো?'

'হয়তো নিজস্ব কোনো কারণ আছে।'

'কিন্তু আম্মিরা তো এখন সব জেনে যাবে। জিবাদের নিকট এর জবাবদিহি চাইব।'

'এ রকম করবেন না। মহামান্য জানতে পারলে আপনার সমস্যা হবে।'

'এদিকে যে আম্মিরজানকে হারিয়ে ফেললাম আমি? জিবাদ কখনো মেয়েটিকে আমার অবধি আসতে দিবে না।'

এসমাদের মুখবিবর ও দৃষ্টিতে করুণ দুঃখ ফুটে উঠল। নুসফা নিজেও জানে বিশেষ ক্ষেত্রে জিবাদ নিজ ওয়াদার ওপর খুব শক্ত।

'ইফ্রীত্ব রাজ্যে ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে বাদশাহ। আমি নিশ্চিত হয়ে জানাব আম্মিরজান জিবাদের কাছে আছেন কিনা। পৃথিবীতে আসার কোনো প্রয়োজন হবে না আপনার।'

'আপনিও আমার সঙ্গে রাজ্যে ফেরত যাবেন।'

'এতে কি ইনসানদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হবে না? দুটো খুন হলো। আর তখনই আমরা নিরুদ্দেশ হব।'

'তাতে আমাদের মাথা ঘামানোর খুব বেশি প্রয়োজন নেই।'

* * *

আম্মিরার মনে হচ্ছে হাজার বছর পেছনে চলে এসেছে সে। নতুন জায়গাটির সবকিছু কেমন পুরোনো আমলের মতো। কাঠের তৈরি হলেও বাড়িগুলো বিশাল আকারের। কিন্তু ভেতরে আসবাবপত্র খুব কম। ভেষজ পাতার গন্ধে মুখর হয়ে আছে পরিবেশ। আম্মিরার উচিত ছিল এমন সব

কাণ্ডে ভয় পাওয়া। উল্টো খুব স্বাভাবিক লাগছে। যেন অদ্ভুত এসব ঘটনার সঙ্গে সে পূর্বপরিচিত। দরজার কাছে শব্দ হলে সেদিকে ঘুরে তাকাল আম্মিরা। সবুজ চোখের সেই যুবকটি দাঁড়িয়ে আছে।

'এতগুলো অপরিচিতের মধ্যে দেখেন তো আম্মিরজান ইনি আপনার পরিচিত কিনা।'

জিবাদের পেছনে দাঁড়ান ব্যক্তিটিকে দেখে আম্মিরা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'নিদা।'

দৌড়ে গিয়ে নিদাকে একেবারে জাপটে ধরল আম্মিরা। এতক্ষণে সামান্য স্বস্তিবোধ করছে সে। অন্তত এখানকার সকলে মানুষ। সে তো ভেবেই ছিল জিনদের খপ্পরে পড়েছে। নিদা আম্মিরার পিঠে হাত রেখে বলল, 'আম্মিরজান, ভয় পেয়েছিলেন আপনি?'

'তুমিও আমাকে আম্মিরজান বলছ?'

'আপনাকে সকলে আম্মিরজান বলেই ডাকেন।'

'মানে? আর আমরা কোথায় জানো কিছু?'

'অবশ্যই। আমরা বর্তমানে "তাবিব" দেশে অবস্থান করছি।'

'এটা কোথায়?'

'আসমানের এক অংশে।'

আম্মিরার মুখবিবরে চিন্তার রেখা উদয় হলো। নিদা সামান্য হেসে পাশে দাঁড়ান যুবককে দেখিয়ে বলল, 'ইনি জিবাদ।'

'জিবাদ!'

আম্মিরার চোয়াল ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো। ভালো করে সামনে তাকিয়ে দেখল সত্যিই কল্পকাহিনির সঙ্গে খুব বেশি মিল রয়েছে। এতক্ষণে সমস্ত কিছু কল্পনা লাগছে তার। ভয় পেয়ে নিদাকে বলল, 'নিদা চলো এখান থেকে। এরা ভালো নয়।'

'কীভাবে বুঝলেন?'

জিবাদের প্রশ্নে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকল আম্মিরা। পরিচিত বান্ধবী নিদাকেও কেমন অচেনা লাগছে। ক্ষণ মুহূর্ত কিছু একটা ভাবল। ভাগ্যের ওপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে প্রাণপণে দৌড় লাগাল। এত দ্রুত সবটা করল যে জিবাদ ও নিদা ভেবাচ্যাকা খেয়ে গেল। চিল্লিয়ে আম্মিরা বলতে লাগল, 'তোমরা সকলেই জিন। আর এই মেয়েটাও নিদা নয়। সৃষ্টিকর্তার ভয় থাকলে আমার পেছনে আসবে না।'

আম্মিরা ক্ষাণিকটা দূরে যেতেই জিবাদ উড়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল। পাখির মতো এত বড় বড় ডানা দেখে নিজেকে স্থির রাখতে পারল না আম্মিরা। চেতনা হারিয়ে ফেলল।

প্রফুল্লতায় ফাতেমার অন্তঃকরণ আনাচকানাচ ভরে গিয়েছে। আম্মিরার কী হয়েছে তাতে খুব বেশি মাথাব্যথা নেই তার। মেয়েটাকে শুরু থেকেই সে স্বামীর অবৈধ সন্তান হিসেবে চেনে। যদিও সরফরাজ নিজে তাকে এ কথা বলেনি। হুট করে বহু বছর আগে ছোট্ট একটি বাচ্চাকে এনে বলে এটা ফাতেমার দূরসম্পর্কের বোনের সন্তান। এখন এতিম হয়ে গিয়েছে। আর ফাতেমাকে বাচ্চাটির খেয়াল রাখতে বলে, তখন সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে তাদের। স্বামীর আদেশ না মেনে উপায় আছে? তা ছাড়া বোনের প্রতি কিঞ্চিৎ মায়া ছিল বিধায় তার সন্তানকে আগলে রাখা শুরু করল। কিন্তু যত সময় গেল, তত বুঝতে পারছে সমস্ত কিছু সরফরাজের প্রবঞ্চনা ব্যতীত কিছুই ছিল না। ফাতেমার বোনের সঙ্গে যে তার অবৈধ সম্পর্ক ছিল, সেটাও উপলব্ধি করতে পারল। তা না হলে বোন মারা যাওয়ার পর কেন সকল আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করবে? নিশ্চয় কোনো কিন্তু ছিল। আয়যুর সাহায্য জিন দিয়ে আম্মিরাকে খুন করেছে। এটা ফাতেমার ধারণা। নানা পদের রান্না করেছে আজকে সে। পরিবারকে নিয়ে ভালো একটা দিন অতিবাহিত করবে কিনা।

হাতের সব কাজ শেষ করে ফাতেমা বাইরে নিজের সন্তানদের দেখতে এল। বাচ্চারা সারা দিন বাইরে খেলে। ক্ষুধা লাগলে বাড়ির ভেতর এসে খায়। ক্লান্ত হলে ঘুমাতে আসে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফাতেমা চিল্লিয়ে বলল, 'এই তোমরা জলদি ঘরে এসো তো।'

গেটের সামনে অচেনা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। চেহারা প্রচণ্ড কুৎসিত। ফাতেমা ভ্রুগুলো কুঞ্চিত করে শুধাল, 'আপনি কে?'

আগন্তুক জবাব দিল না। নরম পায়ে হেঁটে এগোতে লাগল। ফাতেমা ভয় পেয়ে নিজের সন্তানদের জলদি করে বাসার ভেতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। নিশ্চয় দুষ্ট কোনো লোক ছিল। বাচ্চাদের ড্রইং রুমে বসিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে আঁতকে উঠল ফাতেমা। অচেনা লোকটি রান্নাঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে থাকা চাকুটি নিজের হাতে তুলে ফাতেমা শুধাল, 'কে আপনি?'

আগন্তুক ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, 'আম্মিরা কোথায়?'

'আমি জানি না। আপনি কে? ওর প্রেমিক?'

আগন্তুকের মুখের অভিব্যক্তি পরিবর্তন হলো। শুভ্র চামড়া ভেদ করে নীল রঙের শিরাগুলো বাইরে আসতে চাচ্ছে। ধীর পায়ে ফাতেমার দিকে এগিয়ে গেল। সে যত এগোচ্ছে, ফাতেমা তত পিছিয়ে যাচ্ছে। আমিরের মুখের অবয়বের পরিবর্তন ঘটছে। সমস্ত কিছু কেমন বীভৎস রূপ ধারণ করছে। দুর্গন্ধে ভরে গিয়েছে পুরো বাড়ি। হাত উঁচু করে ফাতেমার চুলগুলো আঁকড়ে ধরল আমির। নোংরা দাঁত বের করে মহিলাটির ঘাড়ে কামড় বসাল। মুহূর্তেই নির্জীব হয়ে গেল ফাতেমা। তাকে ছেড়ে দিয়ে ড্রইং রুমের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল আমির। সেখান থেকে বাচ্চাদের কোলাহলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ক্ষণিক পরেই বাড়ির পরিবেশ নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

*　　　*　　　*

এমন ধরনের ফল জীবনে প্রথমবার দেখেছে আম্মিরা। খেতে গিয়ে কোনো স্বাদ পাচ্ছে না। অথচ তার সামনে বসে থাকা নিদা ও জিবাদ অনায়াসে তা খেয়ে নিচ্ছে। প্রচণ্ড বিরক্ত লাগছে মেয়েটার। বারবার চাচ্ছে এসব ঘটনা যেন স্বপ্ন হয়। অথচ মানুষের ভাবনা কি সব সময় সঠিক হয়? তা না হলে চিরচেনা প্রিয় বান্ধবী নিদার জিনই কেন হতে হবে? জিবাদ আরো ফলের টুকরো আম্মিরার দিকে এগিয়ে দিল।

'আম্মিরজান, এটা খেতে ভালো লাগছে না?'

আম্মিরা ঠোঁট উল্টে বলল, 'একদম না।'

'আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম আপনার ওসনের তৈরি খাবার খুব প্রিয় ছিল?'

'ওসনে?'

'মনে নেই?'

আম্মিরা মাথা দুলিয়ে বলল, 'এখন মনে পড়ল। তাহলে আসলেই এসব স্বপ্ন কিংবা কল্পকাহিনি নয়?'

'আপনি কি সে রকম চাচ্ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

জিবাদ স্মিত হাসল। যার ফলে তার দেহ ঈষৎ কম্পিত হলো। নিদা জিজ্ঞেস করল, 'সে কি তার অতীতের কিছুই মনে রাখেনি?'

'না নিদা। এমনকি এসমাদকেও তার মনে নেই।'

আম্মিরা কথার মাঝে শুধাল, 'এসমাদও আছেন?'

'অবশ্যই আছেন।'

আম্মিরার মুখচ্ছটা মলিন বর্ণ ধারণ করল। সামনে থাকা থালাটি দূরে সরিয়ে দিল।

'আমাকে পৃথিবীতে ফেরত দিয়ে আসুন।'

'বিশেষ কারণ?'

'আমি অন্য কাউকে পছন্দ করি এখন।'

'কাকে?'

'বারিসকে। যদি ইফ্রীত্ব যুবরাজ সেটা জেনে তাকে মেরে ফেলেন?'

জিবাদ অবশিষ্ট খাবারের অংশ পাশে থাকা ছোট্ট গামলায় ফেলে দিল। নিদা এতে তাকে সাহায্য করল। যা পরবর্তীতে শুকিয়ে ওষুধ তৈরি করা হবে।

'কেউ কি নিজের উপর প্রতিশোধ নিতে পারে আম্মিরজান?

'মানে?'

'যদিও আমার পূর্ণজ্ঞান নেই। তবুও বলছি। হাজার রূপকে ভালোবাসেন আম্মিরজান। অন্তিমে দেখবেন এসমাদের সঙ্গেই হাজারবার প্রণয় তৈরি হয়েছে আপনার। যে বারিসের কথা বললেন, সে এসমাদই হবে।'

আম্মিরার পুরো শরীর কেঁপে উঠল। তবে তার আশঙ্কা ভুল ছিল না। এ কারণে ব্যক্তিটির উপস্থিতি বিশেষ অনুভূতি তৈরি করত তার মনে। তবুও বিরোধের সুরে আম্মিরা বলল, 'হয়তো জিন না সে। তা নয় নিদা তো চিনতে পারত। সেদিন দেখেছিল গাড়ি থেকে নামতে।'

'ইফ্রীত্বরা অনেক শক্তিশালী হয় আম্মিরজান। আর সে তো বাদশাহ। নিদা সেখানে নেহাতই একজন রাক্বী জিন। চোখে ধুলো দিতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। সঙ্গে একজন নারী ছিল নিশ্চয়? সে নুসফা। এসমাদের সঙ্গে সব সময় পৃথিবীতে অবস্থান করেন।'

আম্মিরা সম্মতিতে মাথা দোলাল, 'জি, একজন নারী ছিল। আর সে আমার চিকিৎসাও করেছিল। এমনকি ভালো বন্ধুও হয়ে উঠেছিল।'

'অথচ তাদের পৃথিবীতে যাওয়ার জন্য কড়া নিষেধাজ্ঞা ছিল।'

'কেন?'

জিবাদের উত্তর বিরাট এক ঘণ্টার শব্দের নিচে চাপা পড়ে গেল।

'দাদাজান আমাদের ডাকছেন শেহেজাদা।'

'নিদা, আপনি আম্মিরজানকে সাথে নিয়ে আসেন। আমি যাচ্ছি।'

জিবাদ স্বাভাবিক মানুষের অনুরূপ হেঁটে চলে গেল। না কোনো ডানার ব্যবহার করল না অদৃশ্য কোনো শক্তির। নিদা এসে আম্মিরার পাশে বসল। মেয়েটির হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরল সে।

'আমি এখনো তোমার প্রিয় বান্ধবী আম্মিরা। এসো, দাদাজান তোমাকে কিন্তু খুব পছন্দ করবেন।'

আম্মিরার মনে হচ্ছে ছোট্ট একটি গ্রামে বেড়াতে এসেছে সে। যেখানকার সকল মানুষ বেশ সুখেই বসবাস করছে। নিজের বিস্ময় ভাব এখনো কাঁটাতে পারেনি সে। নিদা তার হাত ধরে আছে। কণ্ঠস্বর নিচু করে সে বলল, 'কেউ কিন্তু বুঝতে পারবে না যে তুমি ইনসান।'

'কেন?'

'কারণ, আমরা পুরোপুরি জিন নই। কিছুটা ইনসানও বটে।'

'তবে এত ক্ষমতা পেলে কীভাবে? তোমাদের শারীরিক সবকিছু ইনসানদের অনুরূপ?'

'না সব নয়। পার্থক্য আছে।'

একটি বড় কাঠের তৈরি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল নিদা। আম্মিরার পায়ে জুতো ছিল। সেটা খুলে ভেতরে বসতে বলল। বৈঠকখানার মতো কক্ষটির ঠিক মাঝখানে এক বৃদ্ধ বসে আছে। তার মুখবিবরের দাড়ি ভূমি স্পর্শ করেছে। অদ্ভুতভাবে ব্যক্তিটির চোখের মণিও সবুজ। একদম জিবাদের মতো।

'ওদুদ কন্যা। আমার সামনের আসনে উপনিবেশ করো।'

আম্মিরা দ্বিধা নিয়ে আসনে বসল।

'এটা তাকে পান করাও।'

নিদার হাতে ছোট্ট একটি পাত্র দিল জিবাদের দাদা। তা এনে আম্মিরাকে দিল সে।

'এটা খেয়ে নাও।'

আম্মিরা মুখের অভিব্যক্তির সাহায্য অস্বীকার করল। নিদা সামান্য হেসে বলল, 'আমাদের বিশ্বাস করতে পারো।'

অগত্যা পানীয়টিকে আস্বাদন করে নিল সে। তৎক্ষণাৎ ভেতর থেকে সবকিছু বের হওয়ার জন্য দ্বন্দ্ব শুরু করল। মুখভর্তি বমি করে দিল আম্মিরা। আর পেট থেকে যা বের হলো, তা দেখে ঘৃণায় পিছিয়ে গেল।

জিবাদ এসে তৎক্ষণাৎ আম্মিরার ভেতর থেকে বের হওয়া প্রাণীটিকে মেরে ফেলল। মেয়েটি অবাক হয়ে বলল, 'এটা আমার ভেতর ছিল?'

'আপনার উপর কুফরি করা হয়েছিল।'

'কে করেছিল?'

'আপনার খালা ফাতেমা। আয়যুর সাহায্যে।'

'কিন্তু সে তো নিদার ফুপু। আর খালা এমন করবে না।'

'পৃথিবীতে যে নিদাকে দেখেছেন, তার ফুপু ছিল আয়যুর। আপনি এই চেহারা দেখলেও অন্যকেও নিদার এমন রূপ দেখতে সক্ষম হননি। এমনকি নামও ভিন্ন ছিল।' আয়মুর জিন পালন করেন। অথচ সেও নিদাকে তা বুঝাতে পারেনি।

আম্মিরা বেশ দুর্বলবোধ করছে। মস্তিষ্কে খুব বেশি চাপ প্রয়োগ করতে পারছে না।

'আমাকে পৃথিবীতে রেখে আসুন দয়া করে। আমি জিনদের মধ্যে বসবাস করে অভ্যস্ত নই।'

জিবাদের দাদাজান এ সময় বলল, 'আপনি এমন তাকদির নিয়েই জন্ম নিয়েছেন। এর থেকে চাইলেও পেছনে সরতে পারবেন না। আপনার আশপাশে আমরা দুর্ভেদ্য সুরক্ষা দেওয়াল গড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার খালা কুফরির সাহায্য নিয়ে সেটা দুর্বল করে দিয়েছে। এতে আমির সুযোগ পেত।'

প্রচণ্ড রাগ হলো আম্মিরার। আক্রোশের সাথে বলল, 'আমিই কেন সব সময়? আর যদি সত্যিই বিপদ থাকে, তবে আরো দ্বিগুণ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা না হয় করুন। তবুও পৃথিবীতে রেখে আসুন।'

বৃদ্ধা দাড়িতে হাত বোলাল।

'রেখে আসা হবে। সবকিছু ঠিকঠাক হোক।'

'তত দিন যদি সে না থাকে?'

আম্মিরা প্রশ্নটি করেই হতভম্ব হয়ে গেল। এত দূরে এসে সে কেন এসমাদের নাম নিল বোধগম্য হলো না। জিবাদের দাদা স্মিত হেসে নির্দেশ দিল, 'আম্মিরা এখন থেকে আমার বাড়িতেই থাকবে। তার সার্বক্ষণিক দেখাশোনার দায়িত্ব নিদা আপনার।'

নিদা যোগ্য অনুসারীর মতো জবাব দিল, 'জি, বাদশাহ।'

এগিয়ে এসে আম্মিরাকে উঠতে সাহায্য করল নিদা। মেয়েটা শরীর প্রায় ছেড়েই দিয়েছে।

*　　　　*　　　　*

উপস্থিত সকলকে চমকে দিয়ে আহূত সভায় প্রবেশ করল আন্দ্রেয়াজ। সকলে দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান জানাল। এমনকি স্বয়ং বাদশাহও। বৃদ্ধ রাসাক আনন্দের সাথে হাত উঁচু করে এগিয়ে এল।

'আজকে কী সৌভাগ্য আমাদের। স্বয়ং মহামান্য কতকাল পর আমাদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছেন।'

আন্দ্রেয়াজ বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলল, 'রাসাক, আফারীত রাজ্য কার নির্দেশ অমান্য করা সবচেয়ে বেশি নিন্দনীয়? বাদশাহ নাকি আন্দ্রেয়াজের?'

রাসাক কিছু সময়ের জন্য দ্বন্দ্বে পড়ে গেল। একবার এসমাদকে দেখে বলল, 'অবশ্যই সে মহামান্য আন্দ্রেয়াজ।'

আন্দ্রেয়াজ এসমাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। শীর্ণ বস্ত্রে আন্দ্রেয়াজকে খুবই সাধারণ দেখাচ্ছে। সে অদৃশ্য শক্তির সাহায্য স্বীয় পরিচিত আসনে গিয়ে বসল। বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলতে লাগল, 'বাদশাহ এসমাদ আপনি সাধারণ ইফ্রীত্বের ন্যায় আমার কিছু আদেশ শুনবেন। এ জন্য মূল্যবান তাজ মাথা থেকে নামিয়ে পাশে রাখুন, এসমাদ বিনা বাক্য ব্যয়ে সমস্ত নির্দেশ মেনে সিংহাসন থেকে নিচে নেমে এল। তার মনে আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। সভায় উপস্থিত আর সব বিদ্বান উত্তেজিত হয়ে আন্দ্রেয়াজের পরবর্তী পদক্ষেপের অপেক্ষা করতে লাগল। আচমকা আন্দ্রেয়াজের হুংকারে ভবনের দেয়ালগুলোতে কম্পন শুরু হলো।

'এসমাদ আন্দ্রেয়াজ ইউসুফ! স্বয়ং আফারীতদের বাদশাহ হয়ে অবাধ্যতা কীভাবে করতে পারলেন? আপনাকে নির্দেশ করা হয়েছিল পৃথিবীতে প্রবেশ না করার জন্য। সেখানে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কীভাবে এতবার যাওয়া-আসা করলেন।'

এসমাদ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছিল মহামান্য।'

'শাসকের ব্যক্তিগত প্রয়োজন বলতে কিছু হয় না এসমাদ।'

'আমি এ জন্য দুঃখিত নই মহামান্য।'

আন্দ্রেয়াজের মুখের পেশিগুলো শক্ত হতে দেখা গেল। রাগে ঈষৎ কাঁপছেও সে।

'বেশ, এবার তাহলে শাস্তি ভোগ করতে হলেও নিশ্চয় দুঃখিত হবেন না।'

আন্দ্রেয়াজ সভার সকলের উদ্দেশে বলতে লাগল, 'এখন থেকে বারো প্রহর অবধি প্রাসাদের ফটকের সামনে হাঁটু গেড়ে বসার নির্দেশ দেওয়া হলো বাদশাহকে। এ সময় সে কোনো প্রকার আহার কিংবা জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে পারবে না। আর এটাই আমার শেষ নির্দেশ।'

সকলের দৃষ্টি নত হয়ে আছে। এসমাদ ভূমিতে হাঁটু স্পর্শ করিয়ে দৃঢ়চিত্তে বসে আছে। প্রাসাদের ভেতর উপস্থিত সকল নারী জিনরা তাকে নিজ নিজ কক্ষের ছোট্ট জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে। কোনো কোনো নর্মসখীরা তো বিলাপ করে কেঁদেই উঠল। বাদশাহ শাস্তি পেয়েছে এ থেকে দুঃখের কিছু হতে পারে?

হাতে ছোট্ট বর্তিকা নিয়ে কেউ একজন এগিয়ে আসছে এসমাদের দিকে। সামনে আসার পর পরিপূর্ণভাবে তার চেহারা দেখতে সক্ষম হলো এসমাদ।

'শাসক অন্ধকারে একা বসে থাকবে, যা খুব দৃষ্টিকটু লাগত আমার নিকট। এ জন্য বর্তিকা নিয়ে এলাম।'

'যাতে সকলে অনুধাবন করতে পারে বাদশাহ কতটা অসম্মানবোধ করছে?'

আনাহিতা ঈষৎ শব্দ করে হাসল। বর্তিকাটির ঢাকানাটি খুলে বলল, 'আমার কাজই বর্তিকা দিয়ে পরিবেশ আলোকিত করা। প্রাসাদে আসার পর এই একটি আদেশ সবচেয়ে বেশি পালন করেছি আমি।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর এখনো পেলাম না বিদুষী।'

'নিজ কৃতকর্মের জন্য খুব বেশি অনুতপ্ত নন আপনি। সেখানে অপমানের প্রশ্নই আসে না।'

এসমাদ আনাহিতার মুখের পানে তাকাল। কতটা নিষ্পাপ, শান্ত ও নির্মল। সাধারণ দাসী বিবেচনা করাই যাকে ভুল।

'মহামান্যের শাস্তি ভোগ করার ভয় নেই? সে কিন্তু আপনাকে এত সহজ শাস্তি দেবেন না।'

'যেমন?'

'ধ্বংস করে ফেলবেন।'

'কারো সামনে বর্তিকা জ্বালানো অবশ্য গুরুতর শাস্তি পাওয়ার মতো কাজ নয়। মহামান্য এতটা নির্দয় নন।'

'আপনি চিনেন তাকে?'

'সে তো বায়ুর মতো সহজ-সরল দুর্ভেদ্য। তাকে এত সহজে চেনা যায়?'

'একটি প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন?'

আনাহিতা শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আপনি কী প্রশ্ন করবেন তা আমি জানি। মহামান্যের নিকট একটি পত্র এসেছিল। সম্ভবত সেখানেই আপনার পৃথিবীতে যাওয়া নিয়ে লেখা ছিল। পত্রটি ইগলের পালকের ন্যায় দেখতে।'

এসমাদ স্বস্তির শ্বাস নিল। গত সাতটি দিন ধরে সে জানত না আম্মিরা কোথায়। অবশেষে এই পত্রের মাধ্যমে বুঝতে পারল জিবাদের রাজ্যে আছে সে। এসমাদের উজ্জ্বল মুখচ্ছটা আনাহিতার দৃষ্টি এড়াল না।

'একজন ইনসানকে এত বেশি ভালোবাসেন আপনি? কেন?'

'আমি নিজেও এই প্রশ্নের উত্তর জানি না। বিষয়টি কিন্তু নিয়মের বাইরেও। অথচ আমার আম্মিরজান ব্যতীত সবকিছু তুচ্ছ লাগে।'

'তাহলে এভাবেই চলবে সব?'

'মানে?'

আনাহিতা আরেকটু ভালোভাবে বসল। আশপাশের সব জিন কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাদের দেখছে।

'দুটো পথ আছে আপনার। হয় সেই ইনসানকে হত্যা করুন। তা নয় বাদশাহ পত্নীর খেতাবে ভূষিত করুন তাকে।'

'এতে ইফ্রীত্বরা বিদ্রোহ করবে না?'

'করবে। কিন্তু আপনার সেই শক্তি অবশ্যই আছে তাদের সামলানোর।'

'কিন্তু মহামান্যকে সামলানোর শক্তি নেই।'

'তিনি আপনাকে ভালোবাসেন। বিশেষ কিছু বলবেন না। শুধু শক্ত পদক্ষেপ নিয়ে দেখুন একবার।'

'আমাকে এই পরামর্শ দেওয়ার কারণ? একজন দাসীর উপদেশ বাদশাহ তো না-ও মেনে নিতে পারে।'

আনাহিতা ঈষৎ শব্দ করে হাসল, 'বাদশাহ মেনে নেবেন কিনা এটা নিছকই তার ব্যাপার। আমার মনে হলো বলা উচিত। মহামান্যের থেকে শুনেছি ইনসানরা খারাপ হয় না। তাদের মধ্যে কিছু কিছু বেশ বুদ্ধিমানও বটে।'

এসমাদ উঠে দাঁড়াল অথচ তার শাস্তির সবেমাত্র দুই প্রহর। বুকের উপর হাত রেখে নিজের প্রিয় ঘোড়াটিকে আহ্বান করল। মুহূর্তেই অশ্বরবে ভরে উঠল পরিবেশ। ঘোড়ায় চড়ে বসল এসমাদ।

'দাসী আপনাকে আদেশ করলাম আমি ফিরে না আসা অবধি আমার শাস্তি আপনি ভোগ করবেন।'

আনাহিতা এবার জোরেই হেসে ফেলল। এ সময় মেয়েটিকে পূর্ণচন্দ্রের মতো দেখাচ্ছে।

'এটা অন্যায় হলো না বাদশাহ?'

'বাদশাহ এসমাদ কখনো অন্যায় করেন না।'

তীরের বেগে ঘোড়াসহ ছুটতে লাগল এসমাদ। সৈন্যরা বাদশাহকে বাধা দেওয়ার সাহস করল না।

* * *

এখানে আসার বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে আম্মিরার। এখন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে ধীরে ধীরে মানিয়ে নিচ্ছে। এমনিতেই সে স্বল্পভাষী। তা ছাড়া জিবাদ ও নিদা সর্বক্ষণ তাকে সঙ্গ দিচ্ছে।

জিন শিশুরা রাতের বেলার যেন আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সারাক্ষণ দৌড়ের ওপরে থাকে। আম্মিরার ছোট্ট জানালা দিয়ে এসব দেখতে বেশ ভালোই লাগে। মাঝেমধ্যে দীর্ঘশ্বাস বের হয় ফাতেমার তিন সন্তানের জন্য। জিবাদ নিঃশব্দে আম্মিরার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে তার ছোট্ট একটি থলে।

'আম্মিরজান।'

জিবাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল মেয়েটা। এখন সবকিছু তার নিকট বেশ স্বাভাবিক।

'আপনাকে আজকে সারা দিন দেখলাম না জিবাদ। কোথাও গিয়েছিলেন?'

'পৃথিবীতে।'

'এ জন্য আপনাদের কোনো যানবাহন লাগে না?'

'পালকযুক্ত ডানাই যথেষ্ট।'

আম্মিরা হেসে ফেলল। অনেক কিছু তার কাছে রূপকথার মতো। জিবাদ এগিয়ে এসে তার সামনে হাতে থাকা থলেটি উঁচু করে ধরল।

'এটা আপনার জন্য আম্মিরজান। ইনসানের হাতের তৈরি মিষ্টান্ন।'

'ধন্যবাদ। এখানে বসুন।'

আম্মিরা পা সরিয়ে জিবাদকে বসতে দিল। মেয়েটির খোলা চুলগুলো ঈষৎ সমীরণে এলেমেলো হয়ে আছে। থলে থেকে একটি মিষ্টি বের করে জিবাদকে এগিয়ে দিল সে।

'অতীতের কিছুই মনে পড়ার সম্ভাবনা নেই আমার?'

'না। তবে আপনাকে ঘটমান সব কাহিনি শুনিয়েছিল কে?'

'একজন বৃদ্ধা। তাকে আমি চিনি না।'

'আমরাও জানতে পারিনি সে কে। কোনো জিন এমন কাজ করবে না। কারণ আপনাকে সমস্ত কিছু থেকে দূরে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এমনকি এ জন্য ইফ্রীত্ব ও সামুম রাজ্যের মধ্যে চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। যা সকলের জানা। এসমাদ মহামান্য ও বাদশাহ নুরাইনকে ওয়াদাও দেন কখনো পৃথিবীতে না যাওয়ার।'

আম্মিরা ঠোঁট উল্টে বলল, 'উনি তো বেশির ভাগ সময় পৃথিবীতেই থাকতেন। আর আমার সমস্যা তৈরি করতেন।'

'ইফ্রীত্ব নিজেরাই সমস্যা।'

জিবাদ ও আম্মিরা উচ্চ শব্দে হেসে ফেললেন। দুজনকে বেশ প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে।

'কয়েক দিন আগে আমি একটা বই পড়েছিলাম। যেখানে আন্দ্রেয়াজের শক্তি ও বিভিন্ন বলয়ের কথা উল্লেখ ছিল। ইলহানা কোথায় আছেন–এসবও। তবে সব বুঝতে পারিনি।'

জিবাদ ভ্রু কুঁচকে শুধাল, 'এই পুস্তক আপনি কোথায় পেলেন?'

'যে বৃদ্ধা আমাকে গতবার কাহিনি শুনিয়েছিল সেই দিয়েছে।'

জিবাদ কিছু সময় নিস্তব্ধ বসে রইল। তাকে বড় চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে।

'আপনার এখন সব জানা প্রয়োজন আম্মিরজান। বইটি পুরোটা পড়েছেন আপনি?'

'উহু, বেশ কঠিন আরবি ছিল।'

'বেশ। কোন অবধি জানেন?'

আম্মিরা যতটা জানে ততটা বলল। এর পরেরটুকু জিবাদ বলা শুরু করল, 'মহামান্য তার ইয়াদুন বলয়ের অংশীদার করে তুলেছিলেন মহামানিনী ইলহানাকে। যা তার সাতটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছোট ছোট বলয়ের

অনুরূপ অবস্থান করছে। আপনার জন্মের পূর্বে ওদুদ ও ওসনে ইলহানাকে বাধ্য করেন পৃথিবীতে আসার জন্য। আর এক জিনকে বিরক্ত করলে সে কিন্তু এমনিতেই ছেড়ে দেবেন না। তখন আফারীতদের বাদশাহ ছিলেন আমির। সে ইলহানাকে পরামর্শ দিল তার শক্তির অংশীদার যেন আপনাকে করে। এতে লাভ হবে আমিরের অংশ ইনসানদের মধ্যে বিস্তৃতি ঘটানোর। তা ছাড়া আপনার উপর পূর্বেই কালো জাদু করার দরুন সবকিছু আরো সহজ ছিল।'

'জন্মের আগেই কে কালো জাদু করল?'

'আমালির উপর করা হয়েছিল। আর তা বেশ শক্তিশালী ছিল। এর প্রভাব না কাটতেই গইলানদের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করার জন্য ইফ্রীত্বদের আশ্রয় নেওয়া। এসবের ফলে আপনার রক্তেই মিশে যায় অশুদ্ধ জিনিসগুলো। সামান্য কুফরিতেই আপনার শরীরে এ জন্য জিনদের আনাগোনা বেড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ এবার ফাতেমার কর্মকাণ্ড। আম্মিরা গইলানরা এখনো চায় আপনাকে হত্যা করতে।'

আম্মিরা বিরক্তিমাখা সুরে বলল, 'আমিই কেন?'

'ওদুদের পাপের শাস্তিটা ভোগ করছে তার সন্তান।'

'আচ্ছা, সেদিন এখানে আসার সময় একজন নারীকে দেখেছি আমি। সে কে ছিল?'

'আমালি, আপনার মা।'

আম্মিরা কয়েকবার পলক ফেলে শুধাল, 'আপনি কীভাবে তাকে চেনেন?'

'আপনার দাদা ইনসান হলেও আমার দাদাজানের খুবই ভালো বন্ধু ছিলেন। ওদুদের শয়তানি কর্মকাণ্ড আমালি জানার পর দাদার নিকট সাহায্য চান। সেখান থেকেই চেনা তা নয়, এই বিষয়ে আমাদের হস্তক্ষেপ করার উদ্দেশ্য ছিল না। আপনার মাকে আমি ওয়াদা করেছিলাম। আপনাকে সব সময় রক্ষা করব।'

মায়ের কথায় বিশেষ ভাবান্তর হলো না আম্মিরার। এর কারণ হতে পারে কখনো একে অপরের সংস্পর্শে আসেনি তাই। জিবাদ পুনরায় বলল, 'আপনাকে জিন চিহ্নিত করার বিশেষ ক্ষমতাও আমি দিয়েছিলাম।'

'অথচ এসমাদের বোন বলেছিল সে কিছুই দেখছে না।'

'মিথ্যা বলেছে। আরো একটি বিষয় আপনার মধ্যে কিন্তু ইলহানা নিজ শক্তির একটি বলয় দিয়েছিল। যদিও তা নিষ্ক্রিয় ছিল দেহে। কিন্তু আমির তা সক্রিয় করার চেষ্টা করেছিল। ঈষৎ সফল হয়েছিল বটে।'

আম্মিরার অক্ষিগোলক বড় হয়ে গেল। নিজের শরীরের দিকে কোণাচোখে তাকাল। উত্তেজিত কণ্ঠে শুধাল, 'আমার মধ্যে জিনদের শক্তি আছে?'

'কিছুটা ওরকমই। আপনি যাতে জিন সন্তান ধারণ করতে পারেন, এ জন্য শক্তিটা পেয়েছিলেন। তবে আরো একটি আরাধনা করতে হয়। যা ঘৌলরা পারেন। আমির আফারীত রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঘৌলদের নিকট বিক্রি করে দেয়। বিনিময়ে তারা সেই আরাধনার নিয়ম আমিরকে দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। যে স্থানটি বিক্রি করেছিল, সেখানে কিছু ইফ্রীত্ব বসবাস করত। তাদের উপর আচমকা আক্রমণ করে বসে ঘৌলরা। পুরো ব্যাপারটা আমির যেভাবে ভেবেছিল, তার উল্টো হয়। তখন কোনোভাবে বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য নিজের আপন এক ভাইকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেয় আমির।

ইলহানা ও আমির খুব গোপনে আপনাকে আরাধ্য বস্তুতে রূপান্তর করে তুলেছিল। তখন আপনি একজন শিশু। ওসনে এমন শয়তানি কর্মকাণ্ডের কিছুটা আন্দাজ করতে পারলেও ওদুদ কিন্তু জানত না। সে-ও অজান্তে এসবে মদদ দিচ্ছিল। তবে ওসনের অধীনে থাকা ইফ্রীত্ব ওদুদকে সব বিষয়ে অবগত করেন। ওদুদ জেনে ভয় পেয়ে যায়। যে করেই হোক আপনাকে ইলহানার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। ওসনের অধীনে থাকা জিনের সাহায্য এসমাদকে সব বিষয়ে অবগত করেন।'

আম্মিরার মুখ ঈষৎ খোলা আছে। জিবাদ কথা থামিয়ে ভ্রু কুঁচকে বলল, 'হা করে আছেন কেন এভাবে?'

'কত অদ্ভুত কাহিনি, তা-ও সব আমাকে ঘিরে।'

জিবাদ হেসে ফেলল।

'আরো অনেক আছে।'

নিজের পোশাক গুছিয়ে বসল আম্মিরা। দুহাত মুঠোবন্দি করে বলল,

'শুনি এরপর গল্পের নায়ক এসে কী করল?'

'গল্পের নায়ক এসে নিজ বুদ্ধিতে বাদশাহ হয়ে উঠলেন।'

‘কীভাবে?’

‘এসমাদ শুরুতেই আপনাকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন। কিন্তু যখন বুঝতে পারলেন আপনার মধ্যে মহামান্যের শক্তির অংশ আছে, তক্ষুনি নিজ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন।’

‘একটু অপেক্ষা করেন জিবাদ। তার মানে চার বছর বয়সেই আমাকে দেখে ভালোবাসেন বলে এসব করছেন না?’

‘না। সে মহামান্যের প্রতি ভালোবাসায় এসব করেছেন।’

আম্মিরার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

‘এরপর কী হলো?’

‘ইয়াদুন সাতটি ছোট ছোট বলয়রূপে ইলহানার দেহে ছিল। সেখান থেকে একটি আপনার দেহের অভ্যন্তরে এখনো আছে। আর একটি শয়তানের আরাধনায় আমিরকে দিয়েছিল ইলহানা। এসমাদ সর্বপ্রথম গিয়ে এসব কিছু মহামান্যকে জানান। তার ক্ষমতাটি পবিত্র। এমন ঘৃণিত আচরণে তাই শাস্তিও বীভৎস ছিল।’

‘হ্যাঁ, শাস্তি সম্পর্কে জানি। কিন্তু ইলহানাকে আটক করা কেন হলো?’

‘তারা ইনসানদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছিল।’

‘ওহ।’

‘মহামান্য সাতটি বলয় নিজের মধ্যে ধারণ করতে সক্ষম নন। কারণ, সেসব খুবই শক্তিশালী। পূর্বে আইনুন বলয়ের অধিকারী ছিল হাসানাত। তিনি এসমাদের দাদি। সে অবশ্য সৎ একজন। সঠিক সময়ে মহামান্যকে ক্ষমতাটি ফিরিয়ে দেন। এমনকি অপব্যবহারও করেরনি। যেহেতু ইলহানার জন্য ইয়াদুন বলয়ে ক্ষয় হলো, তখন মহামান্য অন্য কিছু চিন্তা করলেন। শাস্তি শেষ হলে ইলহানাকে তো ইফ্রীত্ব রাজ্যে ফিরিয়ে আনবেন। তবে সরাসরি ক্ষমতার অংশীদার করবেন না। পক্ষান্তরে একজন থাকবেন, যার মাধ্যমে সে ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে। আর এই থেকে আনাহিতার জন্ম হলো। আপনাকে যেন মহামান্য হত্যা না করেন, তাই এসমাদ মিথ্যা বললেন যে আপনি ইলহানাকে মুক্ত করতে সক্ষম।’

‘আনাহিতা কোথায়?’

জিবাদের মুখচ্ছটা একটু মলিন হলো। মৃদু ওষ্ঠাধর প্রসারিত করে বলল, ‘তিনি ধ্বংস হয়েছেন। আপনার আর মহামান্যের জন্য।’

আম্মিরা আহতসুরে বলল,

'আমার জন্য?'

'সময়কাল পরিবর্তন হওয়ার পর কিছু সময় অবধি কোনো জিন নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন না। কিন্তু সে করেছিল। প্রথমত, আপনাকে পৃথিবীতে দিয়ে আসার জন্য অদৃশ্য ডানার। দ্বিতীয়ত, মহামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাকে সুস্থ করতে। আমার অবয়ব ভেবেছিল যে আনাহিতা নেহাতই সাধারণ ইনসান আর আপনার মতো সে-ও সব ভুলে যাবে। তবে সে-রকমটা হয়নি।'

আম্মিরার চোখে বালিকণার মতো অশ্রু টলটল করছিল। আনাহিতার মুখাবয়ব সে মনে করতে পারছে না। অথচ মনে হচ্ছে খুবই আপনজন ছিল সে।

'আপনি কাঁদছেন, আম্মিরা?'

'আনাহিতার জন্য খারাপ লাগছে।'

'এর থেকে বেশি কষ্ট মহামান্য পেয়েছেন। সেদিনের পর থেকে নিজেকে সকল প্রকার রাজনৈতিক বিষয় থেকে দূরে রেখেছেন।'

'তিনি আনাহিতাকে ভালোবাসতেন?'

'সে নিজেই ভালো জানেন।'

'তবে ইলাহানাকে আমার বাবা আর ওসনে আটক করল কেন?'

'ক্ষমতার লোভে। আপনার মধ্যে যেটুকু আছে সেটাও কম নয়। তবে ইলহানা বিড়ালরূপে আপনাকে পাহারা দিচ্ছিলেন বিধায় এমন করতে পেরেছিল। তারা ভেবেছিল ইলহানা থাকলে এই শক্তি তারা আর পাবে না।'

'কিন্তু তারাও তো জানতেন না সে আসলেও কোথায় আছে। এর কারণ কী?'

'এই বিষয়টি এখনো আমি জানাতে পারব না।'

জিবাদ উঠে দাঁড়াল। অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে পরিবেশে।

'আমার এখন যেতে হবে আম্মিরজান। আপনি বাড়ির বাইরে যাবেন না।'

'জিবাদ!'

'বলুন।'

আম্মিরার মুখে দ্বিধা ফুটে উঠল। দৃষ্টি নত করে শুধাল, 'আনাহিতার মতোই আমার তাকদির হবে?'

জিবাদ স্মিত হেসে বলল, 'সেটা তো তাকদির যিনি লিখিছেন, সে-ই ভালো জানেন।'



জিন রাজ্যের পাখিগুলোও কেমন বিস্ময়কর। দেখতে সুন্দর, সঙ্গ দিতে জানে। যেকোনো ভাষা বুঝতে সক্ষম। বেশির ভাগ পাখিই অনুকরণপ্রিয়। আম্মিরা এখানে আসার পর থেকে নীল-সাদা মিশেলের পালকবিশিষ্ট একটি পাখি সব সময় তার আশপাশে ঘুরঘুর করে। মাঝেমধ্যে তো অনুকরণও করে আম্মিরার। প্রাণীটির ওপর বেশ বিরক্ত সে। ঘড়ি না থাকায় বুঝতে পারছে না এখন কতটা রাত। কক্ষের সঙ্গে লাগানো জানালাটিকে আরো একটু খুলে দিল আম্মিরা। একরাশ কবোষ্ণ সমীরণ হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল। আকাশে স্নিগ্ধ এক চাঁদ উঠেছে। মন খারাপ করা পরিবেশ। অকস্মাৎ অশ্বরব শুনতে পেল সে। চমকে নিচে তাকাল আম্মিরা। বাড়ির থেকে একটু দূরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে আম্মিরা বিষয়টিকে আমলে নিল না। হয়তো কোনো সৈন্য জিন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। দিনের বেলায় এমন অনেকজনকে দেখেছে সে। তবে অন্য রকম অনুভূতি হওয়া শুরু করল আম্মিরার। জানালা বন্ধ করে বিছানায় এসে ঘুমানোর চেষ্টা চালাল। ভেতর থেকে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে সে। পুনরায় উঠে গিয়ে জানালা খুলে দিল। এখনো ব্যক্তিটি সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। চোখ বন্ধ করে দেয়ালে মাথা ঠেকাল আম্মিরা। হঠাৎ তার মনে হলো সে শূন্যে ভাসছে। কেউ তাকে নিজ বক্ষের সঙ্গে আগলে রেখেছে। চিরচেনা সুগন্ধ এসে আম্মিরার নাকে লাগল। অসহিষ্ণু হওয়া অন্তঃকরণে প্রশান্তির ছায়া বয়ে গেল। ব্যক্তিটির পোশাক আঁকড়ে ধরল আম্মিরা। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে একটি নামই উচ্চারণ করতে পারল।

'এসমাদ।'

সীমান্ত অতিক্রম করার পর একটি পাহাড়ের চূড়ায় এসে থামল এসমাদ। আম্মিরা এখনো তার বুকের সঙ্গে মিশে আছে। মাথা উঁচু করে অর্ধচন্দ্রের আলোতে নিজ স্বপ্নপুরুষকে দেখল সে। কতটা চেনা নীল চোখ দুটো। এসমাদ নিজের বৃদ্ধা আঙুল দিয়ে মেয়েটির ঠোঁটে হালকা স্পর্শ করল।

'আম্মিরজান।'

আচ্ছন্নের মতো সে জবাব দিল, 'হুঁ।'

'আমাকে স্মরণ করতে পারছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কে আমি?'

'আমার স্বপ্নপুরুষ।'

মাথা উঁচু করে এসমাদের রক্তিম ওষ্ঠে গভীর স্পর্শ করল আম্মিরা। কবোষ্ণ হাওয়ায় মেয়েটি ঈষৎ কেঁপে উঠল। চাঁদের আলো তাদের ছায়াকে দ্বিগুণ করে তুলেছে। ছায়া দুটোও যেন একে অপরের মান-অভিমান ভঙ্গ করতে ব্যস্ত। একটু পর পুনরায় এসমাদের বুকে মাথা রাখল আম্মিরা। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে লাগল এসমাদ।

আনাহিতা এখনো প্রধান ফটকের সামনে বর্তিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একবার পেছন ঘুরে দেখল আন্দ্রেয়াজ প্রাসাদের সর্বোচ্চ বারান্দা থেকে তাকে দেখছে। হালকা ভয় ভয় লাগছে তার। যদিও আন্দ্রেয়াজের শাস্তি ভোগ করার মতো কিছু করেনি। আফারীত রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে যখন ঘোড়া নিয়ে প্রবেশ করল এসমাদ, তখন সমস্ত জিন কৌতূহলী চোখে তাদের দেখছে। প্রথমে ভেবেছিল বাদশাহ কোনো জিনকে এভাবে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উষ্ণ রক্তের গন্ধে কিছু কিছু ইফ্রীত্বের মধ্যে হিংস্রতা দেখা দিল। সৈন্যরা শক্তির সাহায্য তাদের দমন করতে সক্ষম হলো।

প্রধান ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকল এসমাদ। সরাসরি গিয়ে আনাহিতার সামনে ঘোড়া থামাল। অশ্বরবে সকলেই বের হয়ে এল ঘটনাটি প্রত্যক্ষ দেখার জন্য। আম্মিরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। নিভন্ত দৃষ্টিতে সে মাথা উঁচু করে আশপাশে দেখল। সকলের স্বাভাবিক আকৃতি দেখে খানিকটা স্বস্তি বোধ করল।

এসমাদ আন্দ্রেয়াজকে দেখেছে। তবুও প্রতিক্রিয়া দেখাল না। চিল্লিয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলতে লাগল,

'আফারীত রাজ্যের অধিপতি আমি। তবে কি আমার কথাই শেষ কথা নয়? এই মুহূর্ত থেকে আম্মিরাকে নিজ স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করছি। যে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবে, তাকে আমার ক্রোধের শিকার হতে হবে।'

চারপাশে মৃদু গুঞ্জন শুরু হলো। বাদশাহ মহামান্যের নির্দেশের বিরোধিতা করছে এ দৃষ্টান্ত তাদের নিকট বিরল। আন্দ্রেয়াজ এখনো প্রতিক্রিয়াহীন দাঁড়িয়ে আছে। যেন এসমাদের এমন সিদ্ধান্তে সে মেনে নিয়েছে। সবকিছুর মূলে থাকা আনাহিতা নির্বিকার হয়ে ঘটনাটি দেখছে।

ওদিকে আম্মিরার পা থেকে চিকন রক্তের ধারা বাহিত হচ্ছে। হয়তো আসার সময় কোনো কিছুর স্পর্শে আঘাত লেগেছে। এসমাদ তাকে সাথে নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে এল। আনাহিতার উদ্দেশে বলল, 'বিদুষী আপনি কি আম্মিরজানকে কক্ষ অবধি পৌঁছে দিতে পারবেন?'

'অবশ্যই বাদশাহ।'

'সে সম্ভবত আঘাতপ্রাপ্ত। তার প্রতি খেয়াল রাখবেন?'

আনাহিতা মাথা দুলিয়ে সম্মতি প্রকাশ করল। বর্তিকাটি এক হাতে তুলে আম্মিরাকে আরেক হাতে আঁকড়ে ধরল। আন্দ্রেয়াজ এখনো পূর্বের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে ঈষৎ হাসার প্রয়াস করল আনাহিতা। যেন নির্জনে বলার চেষ্টা সে একেবারে নির্দোষ।

'এটা খেয়ে নেন। আপনি উষ্ণ অনুভব করবেন।'

আম্মিরা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আনাহিতার দিকে দেখল। সত্যিকার অর্থে হালকা শীত অনুভূত হচ্ছিল তার। সরু পাত্র থেকে ধোঁয়া উঠছে। আম্মিরা তাতে চুমুক বসাল।

'আমার মনে হচ্ছে এখানে আগেও এসেছিলাম আমি।'

'হয়তো। আমি এই বিষয়ে অবগত নই।'

'অদ্ভুত সবটা।'

আম্মিরার বলার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল আনাহিতা।

'এইমাত্র না আপনি বললেন আগেও এসেছিলেন।' তাহলে অদ্ভূত লাগবে কেন?

'সেসব তো আমার মনে নেই। তাছাড়া বিগত কয়েক দিন ধরে ভিন্ন জিন রাজ্যেই আছি। কিন্তু সেখানে প্রিয় বান্ধবী নিদা ছিল। আগেরবার এসেছিলাম, তখন আনাহিতা ছিল।'

'মানে মহামান্যিতা?'

'জি।'

আনাহিতা মৃদু হেসে বলল, 'আমার নামও আনাহিতা।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। তবে মহামান্য এই নামে কাউকে না ডাকার নির্দেশ দিয়েছেন।'

আম্মিরা হাতে থাকা পাত্রটি পাশে রাখল। চুলগুলো হালকা দুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের মহামান্য এখন প্রাসাদে?'

'জি। তবে সে এখন আপনারও মহামান্য। পা দুটো এদিকে আনুন। এখনো রক্ত বের হচ্ছে। আমি এর আগে কখনো ইনসান দেখিনি। তাই ভুল হলে ক্ষমা করার অনুরোধ রইল।'

আনাহিতা লোহা পুড়ে আম্মিরার ক্ষতস্থানে চেপে ধরল। প্রচণ্ড আর্তনাদ করে উঠল মেয়েটি।

'এটা কেন করছেন আনাহিতা?'

'আপনার রক্ত বন্ধ করার জন্য। এখানের বাতাবরণ এমন যে আপনার বোধ শক্তি কিছুটা কম। তাই এত সময় রক্ত ঝরলেও কোনো উপলব্ধি হচ্ছে না।'

রাগত সুরে আম্মিরা বলল, 'এই না বললেন ইনসান দেখেননি। তবুও চিকিৎসা করার এত ভয়ংকর নিয়ম কোথায় শিখলেন?'

চট করে চোখ তুলে তাকাল আনাহিতা। তাকে এসব শিখিয়েছে আন্দ্রেয়াজ। যত দিন ধরে সে মহামান্যের দাসী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে, তত দিন তার সাথেই তয়রুন পাহাড়ে অবস্থান করছিল। সেখান থেকেই ইনসানদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জেনেছে সে।

'আমাকে মাফ করবেন। এখন রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

আম্মিরা দেখল সত্যিই তাই হয়েছে। কাঁপা কাঁপা হাতে পায়ের ত্বকের ওপর স্পর্শ করল। এখনো জ্বলে যাচ্ছে উক্ত জায়গা। ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আনাহিতা সান্ত্বনার জন্য আলতো হাতে মেয়েটির কপালে স্পর্শ করল।

* * *

'আমার সন্তান হয়ে তুমি মহামান্যের অবাধ্যতা করলে এসমাদ? তোমার উপর সব ধরনের অহংকার আজকে ভূমিতে মিলিয়ে গেল।'

এসমাদ মাথা নিচু করে নিজ পিতা সিরাবের অভিযোগ শুনছে। তার পিতা-মাতা যে খুবই অসন্তুষ্ট, সেটা তাদের মুখের অভিব্যক্তিতেই প্রকাশ পাচ্ছে। এসমাদের মা আইবুক ছেলের কাঁধে হাত রাখলেন।

'মহামান্য আপনাকে নিজ পুত্রের মতো স্নেহ করেন বাদশাহ। তার সম্মান বজায় না রাখতে চাইলেন তবে নিজের জন্য যে অমঙ্গল তাকে কেন গ্রহণ করবেন?'

'আমি নিজেও মহামান্যকে বড্ড ভালোবাসি মাতা। আম্মিরাকে আফারীত রাজ্যে নিয়ে আসাই কি সুবিবেচকের মতো কাজ নয়? আমির সব সময় তটস্থ হয়ে আছে কখন তার মাধ্যমে মহামান্যর শক্তির অংশীদার হবে। আমি এমনটা কীভাবে হতে দিই?'

সিরাব মাঝখান থেকে মৃদু স্বরে বলল, 'তাহলে মেয়েটিকে হত্যা করো। উল্টো তাকে নিজ স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করছ। এটা কি জিন ও ইনসানের নিয়মের বিরুদ্ধে নয়?'

'কাউকে বিনা দোষে হত্যা করাও সঠিক কাজ নয় পিতা।'

'বেশ তুমি যখন নিজ ইচ্ছাতেই চলবে তো চলো। কিন্তু তোমার এই পদক্ষেপ আফারীতরা মেনে নেবে তো?'

'আমি তাদের শাসক। তারা আমার শাসক নয়।'

সিরাব ও আইবুকের মুখচ্ছটা কালো বর্ণ ধারণ করল। এসমাদের হাত চেপে ধরল আইবুক।

'এসমাদ সে ইনসান। আপনার তুলনায় ক্ষণকাল বাঁচবে। এরপর কীভাবে থাকবেন আপনি?'

'মাতা, আমি তো এখনো তার মৃত্যুচিন্তা করছি না। এর পূর্বে আমি নিজেই ধ্বংস হতে পারি।'

আইবুক হাতের ইশারায় না করল।

'আপনার যেন কোনো ক্ষতি না হয়। আমার ভয় লাগছে।'

'আমার ক্ষতি একজনই করতে পারে। সে ইলহানা।'

সিরাব এবার পিতৃসুলভ আচরণ করল। এসমাদকে ধমকে উঠল।

'মহামানিনী সে। তাকে সম্মান দাও বাদশাহ। ভুলে যেয়ো না তোমাকে সন্তানের মতো আগলে রেখেছিল সে।'

'আমার কথাগুলো কেন বিশ্বাস করেন না পিতা?'

'তুমি একজন ইনসানকে বাদশাহপত্নী খেতাব দেবে। বেশ, তোমার রাজ্য তুমি বুঝবে। কিন্তু আমরা কাকে সম্মান করব, কাকে করব না, তা ঠিক করে দিতে পারো না।'

'আপনি ভুল বুঝছেন পিতা।'

'অবশ্যই না। কার জন্য আজকে তুমি বাদশাহ হয়েছ, তা ভুলে গেলে।'

এসমাদের মুখের পেশিগুলো দৃঢ় হতে দেখা গেল। পিতা-মাতার নিকট অপমান হওয়া কোনো সন্তানের কাম্য নয়। বসা থেকে উঠে সিরাব ও আইবুককে সম্মান জানাল এসমাদ।

'এসমাদ আন্দ্রেয়াজ ইউসুফ কখনো ভুলবে না তার জীবনে কার অবদান কতটুকু। তবে যা সঠিক, আমি সেটাই পালন করব। আমি আসছি পিতা।'

সিরাব ভালোমন্দ কিছুই বলল না এসমাদ চলে গেলে আইবুক এসে নিজ স্বামীর কাঁধে হাত রাখল।

'আমার ভয় হচ্ছে সিরাব। এক সন্তানকে হারিয়েছি। আর একজনকে হারাতে চাই না।'

'সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা রাখো আইবুক। তিনি নিশ্চয় এসমাদকে সঠিক পথে পরিচালনা করবেন।'

আম্মিরাকে দেখে মিলহানের মনে হচ্ছে এক্ষুনি তাকে নিজের হিংস্র দাঁতগুলো দিয়ে শতখণ্ডে বিভক্ত করতে পারলে শান্তি পেত। যে জায়গাটি তার ছিল অনায়াসে, আম্মিরা তা নিজের করে নিল। বিষয়টি মেনে নিতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে তার। ঈর্ষায় অন্তরটি জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে। আম্মিরা বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় চোখ বন্ধ করে আছে। এইমাত্র পোশাক বদলে আফারীতদের নিজস্ব তৈরি পোশাক পরে নিল। আনাহিতা পূর্বের পোশাকগুলো গোছানোর সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা মিলহানের দিকে তাকাল। ঈষৎ শরীর বাঁকিয়ে সম্মান জানাল সে। মিলহান হাত দিয়ে ইশারায় বাধা দিল।

'দাসী, নতুন নর্মসখী কি জানেন বাদশাহর বিছানায় ওঠার জন্য অনুমতি নিতে হয়।'

আম্মিরা উঠে বসল। আগন্তুক নারীর পরিচয় জানার উদ্দেশ্য আনাহিতার পানে তাকাল।

'তিনি মিলহান। বাদশাহ এসমাদের সহপত্নী।'

'এসমাদ বিয়ে করেছেন?'

বিস্ময়ে আম্মিরার চোয়াল খুলে পড়ার উপক্রম। মিলহানের দিকে একবার তাকাল। মুহূর্তেই চোখে একরাশ জলের অনুভূতি পেল।

'নেমে আসুন নর্মসখী।'

আনাহিতা বাধা দিয়ে বললেন, 'বাদশাহ ওনাকে নিজ স্ত্রী মর্যাদা দিয়েছে।'

'চুপ করো বেয়াদব। নিজ দাসী সত্তা ভুলতে বসেছ?'

আনাহিতা চুপ করে থাকল। তাকে এমন কটু কথা শোনানোর জন্য আম্মিরার খুব রাগ হলেও নিশ্চুপ থাকল। এসমাদের স্ত্রী বিধায় সে ভাবল বিশেষ কিছু বলার অধিকার তার নেই। বিছানা থেকে নেমে এল সে। মিলহানের মুখমণ্ডলে আত্মগরিমা ফুটে উঠল। সে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল।

'আপনি কক্ষের বাইরে অবস্থান করুন আম্মিরা। সময়মতো দাসীরা নর্মসখীদের থাকার স্থানে নিয়ে যাবেন।'

মিলহান কথাগুলো বলে এগিয়ে এল। শীতল বাতাবরণের কারণে আম্মিরার নাকের ডগা রক্তিম হয়ে আছে। হাতের পাঁচ আঙুল দিয়ে আম্মিরার চোয়াল শক্ত করে ধরল। অদ্ভুত দুর্গন্ধ নাকে এসে ঠেকল আম্মিরার।

'নিজের সীমা অতিক্রম করবেন না। মিলহানের জায়গা কখনো আপনার হবে না।'

ধাক্কা দিয়ে আম্মিরাকে নিচে ফেলে দিল মিলহান। হুট করে যেভাবে এসেছিল সেভাবেই চলে গেল।

একটি দীর্ঘ রাতের সমাপ্তির ঘটল। আম্মিরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিচে তাকিয়ে আছে। কবোষ্ণ সমীরণে তার চুলগুলো পেছনের দিকে উড়ছে। নিচে অসংখ্য ইফ্রীত্ব নিজেদের নিত্যদিনে কাজে ব্যস্ত। এই জিনগুলোকে এখন কত সাধারণ লাগছে। অথচ এক ভয়ংকর সত্তা তারা। এসমাদও তো এমন ভয়ংকর।

'আপনার এসমাদ ভয়ংকর নয় আম্মিরা।'

আম্মিরার পেছনে কখন এসমাদ এসে দাঁড়িয়েছে, তা সে টের পায়নি। নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে ব্যক্তিটির দিকে তাকিয়ে রইল সে।

'কোনো বিষয়ে আমার উপর রাগ করে আছেন, আম্মিরজান?'

মেয়েটাকে পেছন থেকেই জাপটে ধরল এসমাদ। আতরের সুগন্ধে সমীরণ ভারী হয়ে উঠল।

'আমার জীবনটা বড্ড অনন্য এসমাদ। জিনদের আনাগোনায় মুখর হয়ে আছে আশপাশে। প্রণয়ও তৈরি হয়েছে স্বয়ং বাদশাহর সাথে। অথচ এত কিছুর পরেও ভালোবাসায় ভাগ বসানোর জন্য আপনার স্ত্রীও আছে। দুঃখে কান্না আসছে আমার।'

এসমাদের ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা ফুটে উঠল। আম্মিরাকে আরেকটু বিরক্ত করার জন্য বলল, 'আমার ষাটজন সন্তান আছে আম্মিরজান।'

'কত? ষাট? জিনদের জনসংখ্যা তো আপনিই বাড়িয়ে দিলেন।'

এসমাদ হো হো করে হেসে উঠল। আম্মিরাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

'আমার কোনো সন্তান নেই। মিলহান কিংবা নর্মসখীরা নিয়মের জন্য রাখা। বুঝলেন বাদশাহ পত্নী। তা ছাড়া এখন থেকে আফারীত রাজ্যেই থাকতে হবে আপনার। এসব নিয়মে নিজেকে মানিয়ে নেন।'

'আপনার বোন যে ছিল। তিনি কোথায়?'

'নুসফা?'

'হ্যাঁ।'

'সে পৃথিবীতেই আছেন। আফারীত রাজ্যে আনাগোনা বন্ধ করে দিয়েছে।'

আম্মিরা প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে এসমাদের দিকে তাকাল।

'কারণ খুবই সাধারণ আম্মিরজান। অভিষেক হওয়ার পর তাকে সকলেই জোর করছিলেন আমার সহপত্নী হওয়ার জন্য। কিন্তু সে মানা করে দেন। এতে তার বাবা-মা বেশ ক্ষুব্ধ।'

'সে থাকলে ভালো হতো।'

'কেন?'

'আমার কেমন অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে এখানে থাকতে।'

'কিছুদিন যাক। সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

'এসমাদ।'

'বলেন আম্মিরজান।'

'আপনি তো আমাকে ভালোবাসেননি শুরুতে।'

'আমি সত্যিই ভালোবাসিনি। শুরুর দিকে শুধুমাত্র ক্ষমতার জন্য বাঁচিয়ে রেখেছিলাম।'

আম্মিরার চোয়াল শক্ত হতে দেখা গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছোট্ট করে বলল, 'ভালো।'

'শুধু ভালো?'

'হুম।'

এসমাদ নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল আম্মিরাকে। সরু সমীরণে মেয়েটির বাদামি চুলগুলো উড়ছে। সূর্যের আলোতে মরুভূমির বালির মতো লাগছে আম্মিরাকে। তার গালে হাত রাখল এসমাদ।

'আপনাকে তখন থেকে ভালোবাসি আম্মিরা, যখন থেকে নিজেকে নারী হিসেবে জানতে শুরু করলেন। ততবার ভালোবেসেছি, যতবার আপনি

যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছেন। কেঁদেছেন, তখন ভালোবেসেছি। হেসেছেন, তখন ভালোবেসেছি। রাগ করেছেন, তখন ভালোবেসেছি। সময়চক্রে হারিয়ে ভালোবেসেছি। যখন পুনরায় ফিরে পেলাম, তখনো ভালোবেসেছি।'

এসমাদের মুখমণ্ডলে হালকা স্পর্শ করল আম্মিরার হাত। একরাশ আলো এসে মেয়েটির মুখে লুটপাট করছে। উহু, এটা তো সূর্যের আলো লাগছে না তার কাছে। বরং এসমাদের প্রণয়রেখা। আম্মিরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল এসমাদকে।

অপ্রত্যাশিত কিছু যখন কেউ পেয়ে যায়, তখন তাকদিরের প্রতি আরো বেশি আশা জন্মায়। পাওয়ার থেকেও বড় কিছুর আকাঙ্ক্ষা মন মস্তিষ্কে তখন চেপে বসে। কিন্তু যখন আরো বড় প্রাপ্তির বদলে প্রাপ্যটুকুও কেড়ে নেওয়া হয় তখন হতাশা, ঈর্ষার আঘাত সহ্য করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। মিলহানের ক্ষেত্রে বিষয়গুলো এমনই। কখনো ভাবেনি আন্দ্রেয়াজ তাকে বাদশাহর সহপত্নী হিসেবে মনোনীত করবেন। প্রাপ্তিটি ছিল বিশাল। অথচ যখন সব শেষ, তখন বড্ড শূন্য অনুভব হচ্ছে। আবুমের শিষ্য ছিল সে। বিধায় তার কক্ষে সহজেই যাতায়াতের অনুমতি আছে মিলহানের। বন্ধ দরজার আড়ালে সমস্ত সৌন্দর্য ত্যাগ করে ফেলল মিলহান। নগ্ন হয়ে নিজ আসল ইফ্রীত্ব রূপে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কতটা পার্থক্য ইনসান রূপের থেকে। মিলহানের মনে বড্ড ঈর্ষার সৃষ্টি হলো আম্মিরার প্রতি। নিয়তি কেন এমন করল?

ভূমিতে হতাশ হয়ে বসে পড়ল সে। আচমকা আয়না থেকে ফিসফিসানো শোনা গেল। চমকে মিলহান ইনসানরূপে এসে পোশাক পরে নিল।

'আয়নার ভেতর কে?'

কোনো শব্দ এল না। পূর্বের মতোই ফিসফিস শব্দ আসছে। মিলহান ধমকের সুরে এবার শুধাল, 'কে আয়নার ভেতর?'

পুনরায় জবাবে নিস্তব্ধতা পেয়ে মিলহান আয়নার দিকে এগিয়ে এল। স্বচ্ছ কাচে স্পর্শ করতেই চমকে উঠল। এত দুঃখের মাঝে এ রকম সুযোগ তৈরি হবে সেই বিষয়টি কল্পনাও করতে পারেনি মিলহান। অবশেষে ইলহানাকে মুক্ত করাতে সক্ষম হবেন তিনি। খুশিতে চট জলদি কক্ষ থেকে বের হয়ে এল। এখন সর্বপ্রথম পদক্ষেপ বুঝেশুনে নিতে হবে তার।

অন্তঃপুরের শাসক হচ্ছেন এসমাদের মা আইবুক। তাই কেউ যদি বাইরে যেতে চান, এক্ষেত্রে তার আদেশ নেওয়া আবশ্যক। মিলহান কখনো ভাবেনি আইবুকের সঙ্গে দেখা করতে এসেও আম্মিরাকে পেয়ে যাবে। মেয়েটা কয়েক পলকেই সবাইকে কেমন কাবু করে ফেলেছে। মিলহান ভর্ৎসনা করল মনে মনে। আইবুকের সামনে এসে তাকে সম্মান প্রদর্শন করার নিমিত্তে বলল, 'রাজমাতাকে আমি মিলহান সম্মান জানাচ্ছি।'

'কী ব্যাপার মিলহান। আপনার পোশাক এমন অবিন্যস্ত কেন? আর দাসী ব্যতীত প্রাসাদে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছেন?'

'ভুল মার্জনা করবেন রাজমাতা। আমার অতীব প্রয়োজনে প্রাসাদের বাইরে যেতে হবে। আপনি কি অনুমতি দেবেন?'

'তিন দিবস পর মহামান্যের জন্মতিথি। আপনি সে সময় এখানে উপস্থিত থাকতে চাচ্ছেন না?' এমন কী দরকার হলো আপনার?

প্রশ্নগুলো সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মিলহান বিনীত ভঙ্গিতে বলল,

'আমি চেষ্টা করব থাকার।'

'ঠিক আছে। আপনার যাত্রা শুভ হোক।'

'ধন্যবাদ রাজমাতা।'

আম্মিরা অবাক হয়ে মিলহানকে দেখছে। কত নিষ্ঠার সঙ্গে আইবুকের সঙ্গে কথা বলছে। অথচ তার সাথে এ রকম ব্যবহারের এক অংশও দেখায়নি। আম্মিরা আরো অবাক হলো, যখন দেখল আইবুককে সম্মান প্রদর্শনের সঙ্গে আম্মিরাকেও সম্মান দেখাল মিলহান। এটা নিশ্চয় আশ্চর্যের বিষয়।

* * *

আকাশে মস্ত বড় এক ইগল উড়ে বেড়াচ্ছে। প্রখর রোদও যার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে একজন শিকারি গভীর মনোযোগ দিয়ে চোখে দুরবিন লাগিয়ে প্রাণীটিকে উড়তে দেখছে। সময়মতো নিজের হাতের কারিশমা দেখাবে কি না। নিশ্চয় এই প্রাণীটিকে মারতে পারলে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করবে সে। সুযোগ বুঝে রাইফেল দিয়ে ফায়ার করে দিল। ইগলটি তৎক্ষণাৎ ভূমির দিকে পতিত হওয়া শুরু করল। শিকারি দৌড়ে সেদিকে গিয়ে দেখল আশপাশে কিছুই নেই। এমনকি জায়গাটি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছু পেল না। হতাশ হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলো সে। অথচ একটু খেয়াল করলে দেখতে পেত গাছের সঙ্গে

মিশে আছে কেউ। মূলত একটি সবুজ রঙের সাপ। যা ক্ষণপূর্বে আকাশে ইগল হয়ে উড়ছিল। মানবরূপে ফিরে এল জিবাদ। এই ঘন জঙ্গলে কোনো ইনসানকে আশা করেছিল না সে। নিশ্চয় পথভোলা। জিবাদ নিজের শক্তির সাহায্য সঠিক পথের দিকে তার যাত্রা করিয়ে দিল।

'ইনসানদের স্বার্থহীন সাহায্য করা শুরু করেছে কবে থেকে জিনরা?'

অদৃশ্য এক কণ্ঠে জিবাদ এদিক-ওদিক তাকাল।

'তুমি আমাকে দেখতে পাবে না জিন।'

'কে আপনি?'

'খুঁজে দেখো পাও কিনা। সবচেয়ে কঠিন উপায়ে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হতে পারে। প্রকৃতির বিশেষ উপাদানের সঙ্গে মিশে আছি। আমি কিন্তু আগুনের তৈরি। নিজ সত্তার অংশের সঙ্গেই জুড়ে আছি।'

জিবাদ ভ্রু কুঞ্চিত করে ফেলল। আশপাশে অতি সন্তর্পণে তাকাল। এদিক-ওদিক দৌড়েও গেল খোঁজার জন্য। এ সময় তার শজারুর কাঁটার মতো চুলগুলো মৃদু আন্দোলিত হতে লাগল। যে কথা বলছে নিশ্চয় সে জিন। জিবাদ শারীরিক চিন্তা বাদ দিয়ে নিজ মস্তিষ্কে চাপ প্রয়োগ করল। বুদ্ধিমত্তার সাথে আশপাশে পরিবেশ অবলোকন করতে লাগল। আচমকা পাশে থাকা ছোট্ট ঝরনার ফলে বহমান স্বচ্ছ নদীতে নিজ তরবারির সাহায্য আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে একজন বৃদ্ধা উঠে এল পানি থেকে। তার হাতে বাঁকানো কাঠের একটি ডাল। জিবাদ সোজা হয়ে নিজ তরবারি কোষ আবদ্ধ করে বলল, 'আপনি জলে মিশে ছিলেন। আর জল ও আগুন একই প্রকৃতির অংশ। সহজ বুদ্ধিকে জটিল করে তুলে কেন প্রবঞ্চনা করছেন?' বৃদ্ধাটি রিনরিনে গলায় বলল, 'আমি প্রবঞ্চনা করতে সক্ষম নই জিন। তবে তুমি নিজে অতীতে যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলে, তা শেষ হতে চলেছে।'

'কথার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারলাম না।'

'বহুবর্ষ পূর্বে একজন সত্য ত্যাগকারীকে আটক করতে সাহায্য করেছিলে তুমি। তার মুক্ত হওয়ার সময় এসে গিয়েছে।'

জিবাদের কপালে কয়েকটি রেখার উদয় ঘটল। ভ্রু কুঞ্চিত করে শুধাল, 'ইলহানা?'

বৃদ্ধা স্মিত হেসে জিবাদের উত্তরের প্রশংসা করল।

'তুমি নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান দেখে আমাকে ব্যাখ্যা করে বলতে হয়নি।'

'কিন্তু ইলহানাকে মুক্ত করাবেন কে?'

'যে তার মতোই ঈর্ষায় বশীভূত হয়ে আছে। নিজ সত্যকে ত্যাগ করেছে সে।'

'এর ফলে ভালো কিছু হবে না।'

বৃদ্ধা গমগম কণ্ঠে হেসে ফেলল। মুখ নিঃসৃত ধ্বনি পাহাড়ের গায়ে লেগে ফিরে আসতে লাগল।

'আমাদের কারো ক্ষমতা আছে ভবিষ্য বলার? অবশ্যই না। কিন্তু অসৎ কেউ ক্ষমতা লাভ করা মানে ভয়ংকর বিবাদের সৃষ্টি হওয়া। তাকে শক্ত উপায়ে দমন করতে হয়। নাকি এটা ভাবা উচিত যে আর সকলে ভাববে অন্যায় অবধি যাওয়ার পথ দুর্গম। তাই উল্টো সোজা পথে তাকে বন্দি করে রাখি। বুদ্ধির ব্যাপারে কেউ কারো থেকে কম নয় কিন্তু। সামনে খারাপ কিছু হতে চলেছে। এ জন্য তোমরা দায়ী।'

জিবাদ অবাক হয়ে শুবালো,

'আমরা?'

'অবশ্যই তোমরা। গইলানরা বিরোধিতা করতে পারে এই বিষয়ে অবগত হওয়া উচিত ছিল।'

'ইলহানা কোথায় আছে, সেই বিষয়ে সকলে অবগত। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পথ এখনও কেউ খুঁজে পায়নি।'

'এই মিথ্যাটার আশ্রয় নেওয়া চরম ভুল ছিল তোমাদের। চতুর অসত্য ধারণকারী তো পাবে? কিংবা পেয়েছে পথটি।'

জিবাদের মুখচ্ছটা বিবর্ণ হতে দেখা গেল। বৃদ্ধার বলা কথাটি সত্য হলে বিষয়টি খারাপ হবে।

'আপনার পরিচয় এখনো জানতে পারলাম না।'

'আমি কে?'

প্রশ্নটি করেই আচমকা অদৃশ্য হয়ে গেল বৃদ্ধাটি। জিবাদ হতভম্ব হয়ে আশপাশে খুঁজল। কিন্তু বাতাবরণে কেমন শূন্যতা বিরাজ করছে। আকাশের পানে তাকাল জিবাদ। এতক্ষণ যে গাছের নিচে বৃদ্ধাটি দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানকার সর্বোচ্চ ডালে একটি ফল ঝুলছে। জিবাদ মনে করতে পারল না এখানে আদৌ কোনো ফল ছিল কিনা।

* * *

প্রাসাদ থেকে স্বাভাবিকভাবেই বের হয়ে এল মিলহান। কারুকার্যখচিত বাহনে রানির মতো যাত্রা হলো তার। গন্তব্যের আগে রাস্তায় পশ্চিমের বৃহৎ

জঙ্গলটি অবস্থিত। আশপাশে কোনো লোকালয় নেই। মিলহান তুড়ি বাজিয়ে সকলকে থামতে বললেন।

'অনেকটা পথ চলে এসেছি আমরা। এখন সকলেই বিশ্রাম করুন। দাসী, এই পাত্রে বিশেষ পানীয় আছে। সকলকে তা পান করান।'

খুশিমনেই পানীয়টিকে সকলে গ্রহণ করল। মিলহানের ওষ্ঠাধরে ক্রূর হাসি ফুটে উঠল। কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি তরলে কিছু মেশানো ছিল। মুহূর্তেই সব সৈন্য মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বাহন থেকে নেমে এল মিলহান। সুন্দর একটি পোশাক তার গায়ে শোভা পাচ্ছে। পোশাকটির উপরের অংশ খুলে ফেলল সে। ঠোঁট নাড়িয়ে কিছু একটা উচ্চারণ করতেই প্রাসাদের সেই বিশেষ কক্ষে চলে এল। যেখানে আবুমের তৈরি আয়না পথটি রয়েছে। এখনো তা পূর্বের মতো প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। মিলহান দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাতে ঢুকে পড়ল।

অজস্র পানির মধ্যে এসে পড়বে মিলহান, তা কল্পনাও করতে পারেনি। ইনসান আকৃতি হওয়ায় শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। আশ্চর্যভাবে সে কোনো রূপ নিতে পারছে না। এতটুকু বায়ুর জন্য সাঁতার কেটে আলোর দিকে যেতে লাগল। পানি থেকে মুখ বের করেই লম্বা লম্বা শ্বাস ফেলতে লাগল সে। কোনোভাবেই স্বীয় জিন ক্ষমতাগুলোকে ব্যবহার করতে পারছে না মিলহান। পুনরায় পানিতে ডুব দিয়ে আয়না পথটি খুঁজল। কিন্তু সেটাও নেই। হতাশ হয়ে আবার পানি থেকে মাথা উঁচু করে ধরল। মাঝসমুদ্রের ভেসে আছে মিলহান। চারধারে কোনো প্রাণীই নেই। নিজেকে স্থির করার চেষ্টা চালাল। লম্বা শ্বাস নিয়ে পানির নিচে ডুব দিল। সাধারণ সমুদ্রের মতোই এখানকার তলদেশ। তবে পার্থক্য হলো কোনো প্রকার প্রাণের চিহ্ন নেই। এমনকি তরুলতারও। ভূমির থেকে কতটা উঁচুতে আছে, তা ঠাহর করতে পারল না মিলহান। এ কারণে কোনো প্রকার প্রস্তর শিলাও দেখতে পেল না। শ্বাস ধরে রাখা কষ্টসাধ্য হচ্ছে মিলহানের। উপরে আসতে যাবে, তখন আচমকা কোথা থেকে বৃহৎ আকারের মাছ এসে তাকে গ্রাস করে নিল। মুখগহ্বরের ভেতর পিছলিয়ে নিচের দিকে যাওয়া শুরু করল মিলহান। চোখ বন্ধ করে ফেলল সে। পুনরায় যখন চোখ খুলল, তখন নিজেকে পানিতে আবিষ্কার করল। পানি থেকে মাথা উঁচু করে দেখতে পেল পাশেই একটি দ্বীপ রয়েছে। সেদিকে সাঁতার কেটে গেল মিলহান। সে

শুনেছিল ইলহানাকে একটি দ্বীপে আটকে রাখা হয়েছে। তবে কি এটা সেই জায়গা? উত্তেজনায় তার শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

দ্বীপের বালুচরে পা রেখেই আশ্চর্য হয়ে গেল মিলহান। চারিধারে কিছুই নেই। এমনকি সামান্য গাছপালাও নেই। হতাশ হয়ে সেখানেই বসে পড়ল মিলহান। নিজের জিন শক্তি কাজে লাগাতে গিয়েও পারল না। সামনে শুধু অজস্র জলরাশি। কিছুক্ষণ বুঝতেই পারল না কী করবে? আচমকা নিজের পায়ের নিচে আঁশযুক্ত ত্বকের স্পর্শ পেল। একটু ঝুঁকে বালু সরিয়ে দেখল নিচে অনেক বড় একটি মাছ ঘুমন্ত অবস্থায়। কালবিলম্ব না করে মাছটির দেহে তরবারি দিয়ে আঘাত করল মিলহান। সে পূর্ব থেকেই অবগত। কোনো প্রাণী জিনকে হত্যা করতে হলে তার শরীরে এক শ্বাসে তিনবার আঘাত করতে হবে। কিন্তু প্রথম আঘাতের পরেই মিলহানের তরবারি ভেঙে গেল। হতাশায় চিৎকার করে উঠল সে। পরমুহূর্তেই কিছু একটা মনে হলো। আবুম তাকে সত্য বিবর্জিত কিছু কথা শিখিয়ে দিয়েছিল। সেগুলো উচ্চারণ করতেই নিজ জিন শক্তি ফিরে পেল সে। স্বস্তির শ্বাস ফেলে এক নিমেষেই মাছটির দেহকে আঘাত করল। মুহূর্তেই আর পাঁচটা সাধারণ দ্বীপের মতো হয়ে উঠল পরিবেশ।

*　　　　*　　　　*

আন্দ্রেয়াজের নিত্যদিন এখন শূন্যতার চাদরে মোড়ানো। এ জন্য তয়রুন পাহাড়েই বেশির ভাগ থাকেন। সকল কোলাহল থেকে মুক্ত জায়গাটি। তা ছাড়া এই গাছটির ছায়া বড় প্রশান্তি এনে দেয় তার মনে। এখানেই সে তার পালক পিতার নিকট অক্ষরজ্ঞান লাভ করেছিল। কিংবা যুদ্ধের কৌশল শিখতে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হতো বারবার। সেই বিশেষ ক্ষমতার প্রাপ্তিও এখান থেকেই হয়েছিল। ইলহানাও তো প্রত্যহ আন্দ্রেয়াজের সঙ্গে এই স্থানে সময় কাটাতে পছন্দ করতেন। সর্বশেষ এখানেই আনাহিতা ধ্বংস হয়েছিল। হাজার বছর ধরে শত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে নিজের অস্তিত্ব কায়েম রেখেছে বৃক্ষটি। এ যেন তারই প্রতিরূপ। কোমরে থাকা তরবারিকে মুক্ত করে দিল আন্দ্রেয়াজ। আজকে অতীত খুব স্মরণে হচ্ছে। তরবারির শাণিত অংশে তর্জনী বোলাতে বোলাতে অতীতে হারিয়ে গেল সে।

তখন সবে যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনের যবনিকা ঘটেছে। অন্যদিকে আবুমকে ইলহানা সময়কাল পরিবর্তনের যে ক্ষমতা দিয়েছিল, তা সে ব্যবহার

করেছে। কোন কারণে আবুম এমন করল, আন্দ্রেয়াজ সেটা জানে না। সে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ঘৌলদের বাদশাহ কুকালের দ্বারা। তখন তার সমস্ত শক্তি নিষ্ক্রিয় ছিল। তার এতটা শারীরিক অবনতি বিশেষ কারো চোখে যেন না পড়ে এ জন্য তয়রুন পাহাড়ে এসেছে সে। মৃত্যুসম যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আন্দ্রেয়াজ। আচমকা শুভ্র এক হাত তার কপালে এসে থামল। চোখ খুলে আনাহিতাকে দেখতে পেয়ে হাসার বৃথা চেষ্টা করল আন্দ্রেয়াজ।

'আপনি এখানে, আনাহিতা?'

আনাহিতা হাঁটু ভাঁজ করে আন্দ্রেয়াজের সামনে বসল। মেয়েটির চোখেমুখে বিস্ময় ভাব ফুটে উঠেছে।

'আন্দ্রেয়াজ, হঠাৎ আপনার কী হলো?'

'তেমন কিছু না। একটু পর সুস্থ হয়ে যাব। এই স্থানটির কথা কীভাবে জানলেন?'

'জানেন, আমি বুঝতে পারি আপনি কোথায় থাকেন। কীভাবে বলেন তো?'

আনাহিতাকে অনুকরণ করে আন্দ্রেয়াজ বলল, 'একদম কীভাবে বলেন তো।'

'আচ্ছা, আমার তো অনেক ক্ষমতা তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'শুনলাম আপনার ক্ষমতার অংশীদার হচ্ছি আমি।'

'হ্যাঁ।'

আনাহিতার ওষ্ঠাধর প্রসারিত হলো। মেয়েটির কবোষ্ণ নিশ্বাস উপলব্ধি করতে পারছে আন্দ্রেয়াজ।

'শোনেন আমার জন্ম হয়েছিল ইলহানার জন্য। এ ক্ষেত্রে এখন আপনাকে সাহায্য করতে পারি আমি।'

'আমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই আনাহিতা। আমি সুস্থ হয়ে যাব।'

আনাহিতা এবার কেঁদে ফেলল। অশ্রুকণা তার চোখ থেকে মুক্তার মতো ঝরে পড়ছে।

'আমি একটু পর সব ভুলে যাব আন্দ্রেয়াজ। আমাকে বলুন, কীভাবে আপনার ক্ষমতা ফেরত দিতে পারব?'

মেয়েটির দেহের বাম পাশে হাত রাখল আন্দ্রেয়াজ। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সেখানে লাব-ডাব শব্দ তৈরি হচ্ছে। আন্দ্রেয়াজের মুখচ্ছটা বিবর্ণ রং ধারণ করছে।

'আন্দ্রেয়াজের অসংখ্য হৃৎস্পন্দন আপনার মধ্যে আছে আনাহিতা। যা দিয়ে দিলে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন।'

'আমাকে শুধু ব্যবহার করার জন্যই তৈরি করা হয়েছিল কি না? এতে ধ্বংস হওয়াতে বিশেষ ভয় লাগবে না। আম্মিরজানকে সুরক্ষিতভাবে পৃথিবীতে রেখে এসেছি। ওকে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল আমার।'

কথার সমাপ্তিততেই কাশতে লাগল আনাহিতা। আন্দ্রেয়াজ আচমকা তাকে বুকে জড়িয়ে নিল।

'আনাহিতা আমি সুস্থ হয়ে যাব। শুধু একটি বলয় বিনষ্ট হয়েছে। আরো পাঁচটি দেহেই আছে।'

আনাহিতা মুখ উঁচু করে আন্দ্রেয়াজকে দেখল। এই শুভ্র মুখখানা সে কতকাল স্বপ্নে দেখেছে। নিজের করে পাওয়ার জন্য কতটা লোভী হয়েও উঠেছিল। অথচ আজ সব বৃথা। ব্যক্তিটির কপালের সঙ্গে শেষবারের মতো নিজের কপাল ঠেকাল আনাহিতা। ফিসফিস করে বলল, 'আপনাকে নিজের করে পাওয়া হলো না মহামান্য। কেমন হতো আমি আর আপনি সাধারণ ইনসান হয়ে জন্মালে? প্রত্যহ আপনার বাড়ির আশপাশে ঘুরঘুর করতাম। আর পাহারা দেওয়া সেই মোটাসোটা লোকদের দিয়ে আপনি তাড়া করতেন। কিংবা কোনো বৃষ্টিস্নাত বিকেলে এভাবে একে অপরের স্পর্শ উপভোগ করতে করতে সময় কাটিয়ে দিতাম। কতটা সুন্দর হতো আমরা দুজন ইনসান হলে।'

আন্দ্রেয়াজ ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল। আনাহিতার চোখ থেকে শেষ অশ্রুকণা গড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সমীরণে অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটি। আন্দ্রেয়াজ একা নিঃস্ব হয়ে গাছের নিচে একরাশ দুঃখ নিয়ে আধশোয়া হয়ে বসে রইল।

কারো পায়ের শব্দে অতীত থেকে বের হয়ে এল আন্দ্রেয়াজ। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রমণীটির উদ্দেশে বলল, 'আপনার এখানে আসার বিশেষ কোনো কারণ আছে?'

'আপনি প্রাসাদে ছিলেন না।'

'কীভাবে বুঝলেন আমি এখানেই আছি?'

আনাহিতা শান্ত সুরে বলল, 'আমি এমনিই অবগত এই বিষয়ে মহামান্য।'

আন্দ্রেয়াজ দীর্ঘশ্বাস নিল। নীল রঙের পাতাগুলো তার আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শুভ্র কাণ্ডে হেলান দিয়ে বসে আছে আন্দ্রেয়াজ। তার পরনের পোশাকটির উজ্জ্বলতা ঈষৎ আলোতেও বোঝা যাচ্ছে।

'আপনি তো এখন বাদশাহ পত্নীর বিশেষ দাসী। আমার নিকট আসতে হবে না।'

আনাহিতা অবাক হয়ে গেল আন্দ্রেয়াজের ঈর্ষা উপলব্ধি করতে পেরে। মৃদু হেসে বলল, 'আপনার জন্মতিথি আসছে।'

'এই দিনটিকে ঘৃণা করি আমি।'

'ঘৃণার কারণ দেখছি না।'

'অবশ্যই। আমাকে নিয়ে এতটা মাতামাতির কিছু নেই।'

'আফারীতরা আপনাকে ভালোবাসেন মহামান্য।'

'আসলেও অনেক ভালোবাসেন। তাই তো বাদশাহকে মন্ত্রণা দেয় ইনসান বিয়ে করার।'

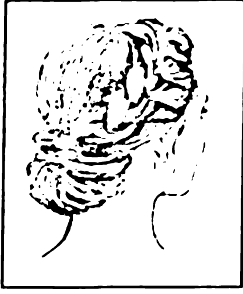
চট করে চোখ বন্ধ করে ফেলল আনাহিতা। মহামান্য যে এই বিষয়েও অবগত সেটা বুঝতেই পারেনি।

'আমি দুঃখিত মহামান্য। এ জন্য শাস্তি দিতে পারেন।'

'অবশ্য শাস্তি ভেবে রেখেছি।'

'সেটা কী?'

'সময় হলে বুঝবেন।'



'আপনার জন্য মাতামহী বিশেষ উপহার পাঠিয়েছেন।'

আম্মিরা স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'মাতামহী কে?'

'তিনি বাদশাহর দাদিজান।'

'দেখি কী পাঠিয়েছেন।'

খুবই সুন্দর একটি পোশাক আম্মিরার জন্য পাঠিয়েছে হাসানাত। কাপড়টি ভালো মানের সুতোয় তৈরি। এর ওপর যে কারুকাজ করা হয়েছে, তাতে দক্ষতার ছাপ সুস্পষ্ট বিদ্যমান। আম্মিরা পোশাকটির ওপর হাত বোলাল।

'এত সুন্দর পোশাক আপনারা জাদুর সাহায্য তৈরি করেন?'

'আমরা জাদুর সাহায্য কোনো কাজ করি না। আর এটা ইনসানের হাতের তৈরি। কয়েক শ বছর পূর্বে মাতামহী পৃথিবীতে গিয়েছিলেন। তখন নিয়ে এসেছিলেন।'

'ওহ এ জন্যই ভাবছিলাম কাপড়ের ধরনটা চেনাশোনা। বইতে পড়েছিলাম এ রকম কাপড় বহু পূর্বে এক দেশে তৈরি হতো।'

'আপনার উপহার ভালো লেগেছে?'

'অনেক ভালো লেগেছে।'

'মাতামহী জেনে খুশি হবেন। আমাকে প্রস্থান করার অনুমতি দেন।'

দাসী চলে গেলে আম্মিরা পোশাককে আরো একবার ভালো করে দেখতে লাগল। বেশ শৌখিন জিনিসটি। চটজলদি তা গায়েও জড়িয়ে নিল। আচমকা শুভ্র দুহাত তাকে আঁকড়ে ধরল।

'ভয় পেয়েছেন?'

আম্মিরা কপট রাগ দেখিয়ে বলল, 'এভাবে বিনা অনুমতিতে কেউ জাপটে ধরে? ভয় পেয়েছিলাম আমি।'

'অভ্যাস করে নেন।'

এসমাদকে সরিয়ে আম্মিরা বলল, 'পারব না। আচ্ছা একটা প্রশ্ন।'

বিছানায় আধশোয়া হয়ে বসল এসমাদ।

'জি বলুন আম্মিরজান।'

'সকলে আমাকে কীভাবে এত সহজে গ্রহণ করছে? কিংবা আমিই এত সহজে সব মেনে নিচ্ছি কীভাবে?'

'এর পেছনে বাদশাহ এসমাদের বিশেষ অবদান আছে।'

আম্মিরা চোখ ছোট ছোট করে বলল, 'নিজের প্রশংসা নিজে করছেন না?'

'সেটা ব্যাপার না। আমি তো বাদশাহই, তাই না?'

'হুঁ, এখন বলেন সেই বিশেষ অবদানটা কী।'

'কাছে আসেন বলছি।'

এসমাদের গায়ের সাথে গা লাগিয়ে বসল আম্মিরা। মেয়েটির গালে হালকা ওষ্ঠাধর স্পর্শ করল এসমাদ।

'আপনাকে যখন ঘোড়ায় চড়িয়ে এখানে নিয়ে আসছিলাম, তখনই নিজ শক্তির সাহায্য আপনার মস্তিষ্কে প্রবঞ্চনা তৈরি করেছি। যাতে করে আমরা জিন এই বিষয়টা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন। তা ছাড়া অতীতেও একবার এসেছিলেন দেখে সবটাতে অভ্যাস আছে।'

'সকলে তাহলে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করছে কেন? আমি শুনেছি ইফ্রীত্বরা ভয়ংকর হয়।'

'অবশ্যই হয়। আমার রাজ্যের কিছু ইফ্রীত্ব বেশ নিম্নস্তরের। মানুষের মাংসও ভক্ষণ করে। তবে আপনার উপর বিশেষ পর্দা তৈরি করে দিয়েছি আমি। তা ছাড়া বাদশাহর প্রণয়িনীকে হত্যা করবে, এমন সাহস কারো বোধ হয় হবে না।'

'বাদশাহ! মনে হয় কত যুগ পেছনে চলে গিয়েছি।'

এসমাদ ভ্রু কুঁচকে আম্মিরার চোয়াল হাতের সাহায্য চেপে ধরল। অসন্তোষ হয়ে বলল, 'আপনি অনেক চঞ্চল হয়ে গিয়েছেন।'

'আমি আগে থেকেই এরকম ছিলাম।'

'এই গর্ব আমার সাথে করবেন না আম্মিরজান। যখন আমার হাতের সমান ছিলেন, তখন থেকে চিনি আপনাকে। আর এখন চল্লিশের বেশি বয়স।'

আম্মিরা অবাক হয়ে শুধাল, 'আমার চল্লিশ বছর?'

'অবশ্যই। আপনি তো আর নতুন করে জন্ম নেননি।'

আম্মিরা নিজের শরীরের দিকে হতাশ হয়ে তাকাল। মেয়েটির মুখচ্ছটা মলিন হয়ে গিয়েছে। এসমাদ প্রাণোচ্ছলভাবে হেসে উঠল। এ সময় একত্রে অনেকগুলো কণ্ঠে গান ভেসে এল। অবাক হয়ে আম্মিরা জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। এখান থেকে বহুদূর অবধি দেখা যায়। সকল জিন আজকে লাল রঙের পোশাক পরেছে। মনে হচ্ছে জাঁকজমকপূর্ণ কোনো অনুষ্ঠান পালিত হবে।

'কোনো বিশেষ দিন পালিত হচ্ছে?'

'মহামান্যের জন্মদিন আজকে। এই দিনেই তাকে পালিত পুত্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়।'

আম্মিরা হাতের ইশারায় দেখিয়ে বলল, 'সে কী আন্দ্রেয়াজ?'

আম্মিরাকে অতিক্রম করে এসমাদের দৃষ্টি পথে আত্মগরিমা সহিত হাঁটতে থাকা আন্দ্রেয়াজের উপর পড়ল। তার পিছনে শত শত ইফ্রীত্ব।

'হ্যাঁ। এখন কিছু নিয়ম পালন করতে হবে। আমার যেতে হবে।'

'আমিও যাব।'

'না আম্মিরজান।'

'তবে এখান থেকে সব দেখব।'

এসমাদ স্মিত হেসে আম্মিরার চুলগুলো এলেমেলো করে দিয়ে বলল, 'নিজের খেয়াল রাখবেন আম্মিরজান। আমি খুব শীঘ্রই এসে পড়ব।'

আবিরের কণা সমীরণে ভেসে বেড়াচ্ছে। শত শত কণ্ঠ একই স্বরে গলা ছেড়ে গান গেয়ে যাচ্ছে। চারপাশে খুশির বার্তা বইছে। সর্বোচ্চ মূল্যবান পোশাকটি আন্দ্রেয়াজের গায়ে শোভা পাচ্ছে। বছরের এই একটি দিনে তার প্রিয় আসনটি জনসম্মুখে নিয়ে আসা হয়। প্রজাদের সকলের অভিনন্দন গ্রহণ করে আন্দ্রেয়াজ নিজ আসনে বসল। পাশেই এসমাদ দাঁড়িয়ে আছে। নিজ মাথা থেকে স্বর্ণতাজ খুলে আন্দ্রেয়াজের মাথায় পরিয়ে দিল। এটা শুধু মহামান্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য। বৃদ্ধ রাসাক হাত উঁচু করে সকলকে নিশ্চুপ হতে বলল। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ডামিন একটি পত্র তার দিকে এগিয়ে দিলে তা সে পড়া শুরু করল।

'তয়রুন পাহাড় যেমন আফারীত রাজ্যকে দৃঢ়তা দিতে নিজে বহুবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তেমনই পাহাড়সম দৃঢ় আমাদের পিতা সমতুল্য মহামান্য আন্দ্রেয়াজ ইউসুফ সদা তৎপর ইফ্রীত্বের কল্যাণে। এত বড় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও যে কখনো অহংকারের সঞ্চয় ঘটতে দেয়নি

নিজের মধ্যে। কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহারও করেননি। আজ সেই মহাপুরুষের জন্মতিথি। আমাদের সকলের সাহস বাদশাহ এসমাদ ও ইফ্রীত্ব রাজ্যের সকলের পক্ষ থেকে মহামান্যকে জন্মতিথির শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তিনি যেন দীর্ঘায়ু লাভ করেন।'

সমুচ্চ কণ্ঠে সকল ইফ্রীত্ব আন্দ্রেয়াজের গুণগান গাইতে লাগল। দূর থেকে এসব দেখে আম্মিরার মনে হচ্ছে কোনো চলচ্চিত্রের অভিনয় হচ্ছে। আন্দ্রেয়াজের ডান পাশের আসনে এসমাদ বসল। এরপর আরো রাজ সদস্যরা। সকল জিন লাল পরলেও রাজপরিবারের সকলে লাল-সাদা মিশেলে কাপড় পরিধান করেছে। তাদের থেকে একটু দূরে দাসীদের অভ্যন্তরে আনাহিতা গভীর মনোযোগ দিয়ে আন্দ্রেয়াজকে প্রাণভরে দেখছে। ক্ষণপূর্বে সে নিজ হাতে তৈরি করতে চেয়েছিল ব্যক্তিটিকে। কিন্তু এই দিনে নাকি দাসীর সংস্পর্শে আসার নিয়ম নেই। রাসাক পুনরায় সকলকে শান্ত হতে বললেন।

'সকলেই মহামান্যকে বিশেষ বিশেষ উপহার দিয়েছেন। কিন্তু বাদশাহ পত্নী ও আমার কন্যা মিলহান মহামান্যের জন্য অন্য রকম এক উপহার নিয়ে এসেছেন।'

আন্দ্রেয়াজের দিকে তাকিয়ে পুনরায় বলল, 'আপনি যদি অনুমতি দেন মহামান্য, তবে সে নিয়ে আসবে সেই উপহারটি। বাদশাহ আপনারও অনুমতি লাগবে।'

আন্দ্রেয়াজ ও এসমাদ দুজনেই অনুমতি প্রদান করলে দূরে কারো উদ্দেশ্য হাত নাড়াল রাসাক। একটু পর ইফ্রীত্ব প্রজারা সরে গিয়ে মিলহানের আসার জায়গা করে দিচ্ছে। বিশাল পদ্ম ফুল একটি কারুকার্যখচিত পালকিতে করে নিয়ে আসছে সে। আজকেই বেশি উজ্জ্বল মিলহানের মুখবিবর। আত্ম-অহংকার সব জায়গায় দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। আন্দ্রেয়াজের সামনে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করল সকলকে।

'মহামান্যকে আমার পক্ষ থেকে জন্ম তিথির শুভেচ্ছা।'

আন্দ্রেয়াজ চিল্লিয়ে বলল, 'এই পদ্মের বিশেষত্ব কী মিলহান?'

'আপনি নিজেই দেখুন।'

মিলহান সরে গেল সামনে থেকে। একে একে পদ্মের সব কটি পাপড়ি খসে পড়ল। নিস্তব্ধতা ঘিরে রেখেছে সকলকে। আন্দ্রেয়াজ নিচে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যাকে কখনো দেখতে পারবে না ভেবেছিল, আজকে সেই

সামনে দাঁড়িয়ে। পদ্ম থেকে নেমে এসে ইলহানা আন্দ্রেয়াজের সামনে এসে দাঁড়াল। দুজন প্রেমিক-প্রেমিকার বিচ্ছেদের পর আবার একত্র হতে যাচ্ছে। আন্দ্রেয়াজ মৃদু হেসে বলল, 'আপনি নিশ্চয় বিভ্রম?'

ইলহানা স্মিত হাসল, 'আমাকে স্পর্শ করুন মহামান্য। দেখতে পাবেন বিভ্রম কিনা, আমি। শত ষড়যন্ত্রও ইলহানাকে আটকে রাখতে পারেনি।'

শেষ কথাটা বলার সময় ইলহানা এসমাদের পানে তাকাল। তার দৃষ্টি এসমাদকে যেন বলছে শত চেষ্টা করেও ইলহানাকে চিরকাল আটক রাখতে পারলেন না বাদশাহ্। আন্দ্রেয়াজ এগিয়ে গিয়ে ইলহানার কপালে হালকা অধর স্পর্শ করল। আফারীতরা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল। যদিও ভেতর থেকে তারা বিশেষ খুশি নয়। আন্দ্রেয়াজ মিলহানের উদ্দেশে বলল, 'বাদশাহ পত্নী মিলহান।'

মিলহান হাসিমুখে বলল, 'জি, বলুন মহামান্য।'

'যে কাজ বড় বড় বীররা করতে পারেননি, তা আপনি কীভাবে পারলেন?'

'আমি বাদশাহ পত্নী হওয়ার পূর্বে রাসাক কন্যা। এ ছাড়াও পরিচয় হচ্ছে আবুম শিষ্য। সময়কাল পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে আবুমের নিকট মহামানিনী এসেছিলেন আয়না জগতের মাধ্যমে। তা তিনি চিঠির মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে গিয়েছিলেন। সাথে আরো কিছু তথ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। এর ফলে আমি সেই দ্বীপের পথ খুঁজে পাই।'

'আমি শুনেছিলাম পথটি খুব দুর্গম?'

'হতে পারে দুর্গম পথ আছে। কিন্তু আমি আয়নাজগতের সাহায্য নিয়েছি।'

'আয়নাজগৎ? আপনি কি শয়তানের সাহায্য নিয়েছিলেন?'

'না মহামান্য।'

মিলহান সমস্ত কিছু বর্ণনা করতে লাগল। কীভাবে সে আয়নার মাধ্যমে সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছায়। তাছাড়া মাংসাশী মৎস্য জিনটিকেও হত্যা করার ঘটনা বর্ণনা করেন। আন্দ্রেয়াজসহ সকলে তার সাহসের প্রশংসা করলেও এসমাদকে বিশেষ খুশি দেখা গেল না।

অন্তঃপুরে ইলাহানাকে আড়ম্বরের সহিত স্বাগত জানানো হলো। এ যেন শীতের নির্জীবতা শেষে বসন্তের আগমন। আইবুক এসে ইলহানার হাতে চুমো খেল।

'আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না মহামানিনী আপনি সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। এত দিন পর তবে আবার আফারীতরা মায়ের ছায়া পেয়েছেন।'

'তুমি পূর্বের মতোই সাবলীল রয়েছ আইবুক। বাদশাহর স্ত্রী হয়েও অহংকার ছিল না। বাদশাহর মাতা হয়েও নেই।'

'আপনাদের থেকেই শিখেছি অহংকার বড় খারাপ জিনিস।'

তাদের কথার মাঝে সেখানে আম্মিরার উপস্থিতি ঘটল। মেয়েটা কেন যেন বেশ ভয় পেয়েছে। চোখেমুখে রাজ্যের ক্লান্তি তার। ইলহানা তাকে দেখতে পেয়ে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে গেল।

'আম্মিরজান!'

মেয়েটিকে একদম জাপটে ধরল ইলহানা। স্নেহের সহিত কপালে চুম্বন করল। মুখবিবরে হালকা হাতের স্পর্শ করে বলল, 'আপনাকে পুনরায় দেখতে পেয়ে আমি কতটা খুশি হয়েছি আম্মিরজান তা কল্পনাও করতে পারবেন না।'

আম্মিরা বৃথা হাসার চেষ্টা করল। সে ভেবেই নিয়েছিল ইলহানা প্রচণ্ড বাজে ব্যবহার করবে। অথচ সব উল্টো হলো। আইবুক ইশারায় আম্মিরাকে সম্মান প্রদর্শন করতে বলল।

'আমাকে আপনার সম্মান প্রদর্শন করতে হবে না আম্মিরজান। আমালির সেই ছোট্ট কন্যাটি আজ কত বড় হয়ে গিয়েছে। বাদশাহ এসমাদের স্ত্রী তিনি। তাই না?'

আইবুক নত সুরে বলল, 'জি মহামানিনী। কিন্তু এতে মহামান্যের বেশ আপত্তি ছিল।'

'কেন?'

'ওনার পিতার জন্য।'

'এ রকম করা আদম সন্তানদের বৈশিষ্ট্য নয় কি?। যে দোষ করবে তাকে শাস্তি না দিয়ে তার প্রিয়জনকে শাস্তি দেওয়া। এসমাদ নিঃসন্দেহে ভালো কাজ করেছেন। তা ছাড়া আম্মিরজান আমার সন্তান সমতুল্য। আমি মহামান্যের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলব। তিনি যেন দ্রুত আক্ষরিকভাবে আম্মিরজানকে বাদশাহ পত্নীর মর্যাদা দান করেন।'

আইবুকের চোখেমুখে একরাশ হাসি ফুটে উঠল। ইলহানা যখন বলেছে, তখন অবশ্যই এমনটা হবে। সে ভেবেছিল তার প্রথম সন্তান আমিরের মতো অন্য সন্তান এসমাদের পরিণতি হবে। অথচ এতটা সহজে

সব মিটে যাবে তা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। আইবুক দাসীদের হুকুম দিল, 'মহামানিনীকে তার স্বীয় কক্ষে নিয়ে যাওয়া হোক।'

ইলহানার সামনে ঠোঁটে প্রশস্ত হাসি ঝুলিয়ে রাখলেও মনের দিক থেকে বেশ সন্দিহান হয়ে পড়ল আম্মিরা। জিবাদ ঠিকই বলেছিল। ইলহানা বেশ ধূর্ত। অথচ মিষ্টি কথায় আফারীতদের চোখে এমন পর্দা দিয়ে রেখেছে যে তার বিরোধিতা করার কল্পনাও করতে পারবে না কেউ।

শত শত বর্তিকা দিয়ে কক্ষটি আলোকিত করে তোলা হয়েছে। নিজ কক্ষে বর্ষ পর প্রবেশ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ইলহানা। দাসীদের প্রস্থান করার জন্য আদেশ দিল। আন্দ্রেয়াজ আগে থেকেই কক্ষে ছিল। ইলহানার স্মৃতিমন্থনে বিরতি দিয়ে বলল, 'আপনার চোখে একরাশ ক্লান্তি দেখা যাচ্ছে ইলহানা।'

আন্দ্রেয়াজের কথায় স্মিত হাসল ইলহানা।

'আমি আসলেও বড় ক্লান্ত মহামান্য।'

এগিয়ে এল আন্দ্রেয়াজ। ঈষৎ আলোতে বড় অমায়িক লাগছে ইলহানাকে।

'আপনি আমাকে কিছু বলতে চান মহামান্য?'

আন্দ্রেয়াজ কোনো ভনিতা না করে বলল,

'আমি তাকে ভালোবাসি।'

'আপনার দৃষ্টি দেখেই আমি উপলব্ধি করতে পারছি মহামান্য। যেখানে অতীতে এক আমার ছায়া ছিল, আজ সেখানে কোথাও একরাশ নিস্তব্ধতা রয়েছে।'

ইলহানাকে এই প্রথম কাঁদতে দেখল আন্দ্রেয়াজ। তার হৃদয়ে একরাশ ছায়া ঘোরাফেরা করছে।

'আমিরের ধোঁকায় পড়ে আমি ভুল করে বসেছিলাম মহামান্য। এর শাস্তি তো কম ভোগ করলাম না।'

'অতীত ভুলে যান ইলহানা।'

'আপনি আনাহিতাকে ভুলতে পারবেন?'

আন্দ্রেয়াজ মৃদু হেসে বলল, 'হৃদয়ের অংশকে কেউ ভুলতে পারে?'

'এতটা তো আমাকেও ভালোবাসেননি মহামান্য।'

ইলহানার গালে হালকা স্পর্শ করল আন্দ্রেয়াজ। যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে।

'আমার জন্মতিথিতে সব সময় আপনি উপহার পেতেন ইলহানা। এবার বলুন কী চান।'

'আমার কিছু শক্তি লাগবে মহামান্য।'

'বেশ, তাই পাবেন।'

আন্দ্রেয়াজের বক্ষে মাথা রাখল ইলহানা। অভিযোগের সুরে বলল,

'এবার তো আমাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।'

'আর কিছু সময় অতিবাহিত হোক। এরপর দেখা যাবে।'

'সময়কে এভাবে নষ্ট করবেন মহামান্য?'

আন্দ্রেয়াজ জবাব দিল না। স্মিত হেসে বলল,

'একান্তে বিশ্রাম করুন। অনেকটা কষ্ট করেছেন।'

* * *

জেস্মিয়া বাগানে আর সকল শেহেজাদির সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার মুখে একরাশ স্নিগ্ধতা ছেয়ে আছে। দূরে নুরাইন প্রাণভরে একবার তাকে দেখে নিল। উল্টো হেঁটে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকল। সেখানে আগে থেকেই তার সেনা অধিনায়ক তারিব উপস্থিত ছিল। নুরাইনকে দেখে বলতে লাগল, 'শয়তানের অনুসারীদের খুব বেশি সময় আটক করা যায় না বাদশাহ। ইলহানা যে একদিন মুক্ত হবে, সেই বিষয়ে আমরা কী পূর্ব থেকে অবগত ছিলাম না?'

'অবশ্যই ছিলাম তারিব। কিন্তু এখন বিষয়গুলো বেশ জটিল করে তুলবে ইলহানা।'

'আপনি শান্ত হোন বাদশাহ। আর কিছুদিন পর শেহেজাদি সন্তান জন্ম দিতে যাচ্ছে। এ সময় তার প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত আপনার।'

নুরাইন সম্মতিতে মাথা দোলাল। তার সহযোগী তারিব স্মিত হেসে বলল, 'আপনাকে সৃষ্টিকর্তা সন্তান দান করার মাধ্যমে একজন যোগ্য শাসকও দেবেন আশা করি।'

'আমি প্রথম সন্তান হিসেবে শাসক নয়, একজন কন্যাকে কামনা করছি।'

'এর বিশেষ কারণ?'

'তেমন কোনো কারণ নেই।'

একজন দাসী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নুরাইনের দরবারে উপস্থিত হলো। তারিব ধমকে উঠল।

'বাদশাহকে সম্মান প্রদর্শন করতে জানো না দাসী?'

'বাদশাহ, শেহেজাদিকে জেস্মিয়াকে একটি জিন আক্রমণ করেছে। তিনি বাগানে আছেন।'

'মানে? আর সৈন্যরা কী করেন?'

দাসীর জবাবের অপেক্ষা করল না নুরাইন। দৌড়ে বাগানে এসে উপস্থিত হলো। ততক্ষণে জেস্মিয়া একদম নির্জীব হয়ে গিয়েছে। পাশেই মস্ত বড় একটি সাপ মৃত পড়ে আছে। সম্ভত জেস্মিয়া লড়েছিল তার সঙ্গে। নুরাইন জেস্মিয়াকে আঁকড়ে ধরল।

'শেহেজাদি, শেহেজাদি কথা বলুন।'

জেস্মিয়া জবাব দিল না। মুহূর্তেই ছাইয়ের স্তূপে রূপান্তরিত হয়ে গেল। নুরাইন হতভম্ব হয়ে গেল। এমনকি পাশে থাকা সাপটিও ছাইয়ে পরিণত হয়েছে। তারাবসহ আর সৈন্যরা এসে দেখল নুরাইন একাই বসে আছে। তার হাতে ছাইয়ের কণা মাখামাখি হয়ে আছে।

'বাদশাহ, শেহেজাদি কই?'

নুরাইন শান্ত কণ্ঠে বলল, 'হুতাশন চক্রের মাধ্যমে জেস্মিয়াকে হত্যা করা হয়েছে।'

'হায় সৃষ্টিকর্তা। এত জলদি কীভাবে হলো?'

'এত জলদি এই চক্রের মাধ্যমে হত্যা করার ক্ষমতা একজনেরই আছে।'

'কে সে?'

নুরাইনের মুখবিবর দৃঢ় হতে দেখা গেল। চিল্লিয়ে বলল, 'আফারীত রাজ্যে একটি পত্র পাঠানো হোক। সত্য ত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে পুনরায় অস্ত্র উঠানোর সময় হয়ে গিয়েছে।'

জেস্মিয়ার ছাই হয়ে যাওয়া দেহ এখনো নুরাইনের হাতে রয়েছে। সে কিছু ভাবতে পারছে না। শুধু স্মরণে হচ্ছে ক্ষণ পূর্বেও তো জেস্মিয়া তাকে বাদশাহ বলে সম্বোধন করছিল। যার রেশ এখনো হৃদয়ে রয়ে গিয়েছে।

পরবর্তী আট প্রহর সামুম রাজ্য শোকের কান্নার চাদরে আচ্ছাদিত হয়ে রইলো। জেস্মিয়ার অন্তিম যাত্রায় লক্ষাধিক জিন সামিল হয়েছে। তাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে এক বিশেষ পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে নুরাইন। তার হাতে একটি পাত্র রয়েছে। যার অভ্যন্তরে জেস্মিয়ার ভস্ম যাওয়া দেহটিকে রাখা আছে। অতি সন্তপর্ণে সেটিকে আঁকড়ে ধরে আছে নুরাইন।

পাহাড়টির পাদদেশে এসে সকলে থেমে গেলো। এরপরের পথ নুরাইন একা যাবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাহাড়ে উঠতে লাগলো সে। সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠে নিচের দিকে তাঁকালো। সকল জিন চোখভর্তি অশ্রু নিয়ে তার পানে তাকিয়ে আছে। উহু, তাদের পানে। সেখানে নুরাইন ও জেস্মিয়ার পিতা, মাতাও আছেন। ভূমিতে পাত্রটি নামিয়ে রাখলো নুরাইন। কবোষ্ণ আলো এসে তাতে লাগলো। নীল রঙের সমীরণ এসে ছাঁইগুলো উপরে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। বাতাবরণ বুঁনো ফুলের সুগন্ধে ভরে যাচ্ছে। নুরাইনের চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। পাশে থাকা পুরোনো প্রস্তর শিলার উপর বসে স্বীয় প্রিয়তমার অন্তিম যাত্রাকে দেখতে লাগলো। বারংবার জেস্মিয়ার মুখখানা তার স্মৃতির মানসপটে ভেসে উঠতে লাগলো। বিচ্ছেদ এতো ভয়ংকর কেন?



'বাদশাহ এসমাদ, আজকে বাদশাহ বলেই সম্বোধন করলাম। তোমার সাথে আমার বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে থাকবে না যে সেই বিষয়ে এখন থেকেই সুনিশ্চিত আমি। তুমি আদর্শচ্যুত এক জাতির শাসক। তবে কখনো তোমার মধ্যে বিন্দুমাত্র অহংকার দেখিনি। তুমি একজন সুযোগ্য শাসক। সাথে বীরযোদ্ধাও। আশা রাখি, আমার রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়ে যাবে। পরবর্তী চান্দ্রমাস শুরু হতে বাকি আর মাত্র সাতটি দিবস। ঠিক সাত দিবস পর আফারীত ও সামুম রাজ্যের সীমান্তে দেখা হবে আমাদের। কিন্তু এবার প্রতিপক্ষ হয়ে। আমি বাদশাহ নুরাইন তোমাকে যুদ্ধের আহ্বান জানাচ্ছি।'

পত্রটি পড়ার সমাপ্তিতেই ডামিন ক্রোধে দাঁড়িয়ে পড়ল। পত্রবাহককে হত্যা করার জন্য উদ্যত হলে রাসাক থামিয়ে দিল। শান্ত কণ্ঠে বলল,

'বাদশাহ, দেখলেন তো যুদ্ধবার্তা এসে গিয়েছে। আপনি সমস্ত প্রস্তুতির জন্য নির্দেশ প্রদান করুন।'

এসমাদ বিরোধিতা করল, 'আমি কখনো এই যুদ্ধের জন্য সম্মতি দিতে পারি না। নুরাইনকে স্বয়ং নিজে গিয়ে বোঝাব আমি।'

'এতে বিশেষ লাভ হবে না বলে মনে হয় না। যুদ্ধ কখনো অনুমতি চেয়ে করা হয় না।'

এসমাদের কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিল। সে জানত কয়েক দিন পূর্বে জেস্মিয়াকে হত্যা করা হয়েছে। আর যে বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছিল, তা কেবলমাত্র আন্দ্রেয়াজ জানেন। তার মনে আশঙ্কা হলো একটি বিষয়ে। রাসাক কিছু সৈন্যকে নির্দেশ দিলেন, 'মহামান্যকে শীঘ্রই যুদ্ধ বিষয়ে অবগত করা হোক। সে সমঝোতা করতে বললে সেটাই হবে।'

'এক মিনিট, সম্মানীত রাসাক।'

'জি, বলুন বাদশাহ।'

'পত্রবাহকের কাছে একটি পত্র লিখে দেন। আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই বাদশাহ নুরাইনের সঙ্গে দেখা করব।'

যুদ্ধের খবর বাতাসের গতিতে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সকলেই জানে এতে আফারীতদের ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। আম্মিরাও একটি দাসীর নিকট এসব জানতে পারল। নিজের কক্ষে বসে এসমাদের অপেক্ষা করতে লাগল কখন আসবে সে। ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে উত্তেজিত হয়ে শুধাল, 'যুদ্ধ হবে শুনলাম।'

এসমাদ ক্লান্ত ভঙিতে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আম্মিরা এসে তার পাশে বসল। বুকে হাত রেখে শুধাল, 'আগের মতো যদি এবারও হয়?'

'সময়কাল আর কেউ পরিবর্তন করতে জানেন না। তাই সম্ভাবনা কম। তবে এক রাজ্য হারবে এই বিষয়ে সুনিশ্চিত। ক্ষতি দুই রাজ্যেরই হবে। নুরাইনের বিরুদ্ধে কীভাবে অস্ত্র তুলব আমি?'

এসমাদের কণ্ঠ হতাশার সুর প্রকাশ পেল।

'তিনি এমন কেন করছেন?'

'কিছুদিন পূর্বে জেস্মিয়া ধ্বংস হয়েছেন। যে বিশেষ চক্রের সাহায্য তাকে হত্যা করা হয়েছে, সেটি কেবল মহামান্য জানতেন।'

আম্মিরার মুখ ঈষৎ হাঁ হয়ে গেল।

'এর মানে সে হত্যা করেছে?'

'বিনা কারণে মহামান্য কাউকে হত্যা করেন না। তাছাড়া সে গোপনে নিশ্চয় কাউকে আঘাত করবেন না। আপনি এলেই যুদ্ধ শুরু হয়।'

'মানে?'

'এসব কিছুর জন্য আপনার পিতা ওদুদ দায়ী। নারী লোভী একজন শয়তান ছিল।'

আম্মিরা আহত সুরে বলল, 'এটা কী বলছেন? আমি জানি সে মা ব্যতীত কাউকে ভালোবাসেনি।'

'একই হলো। আমালিকে পাওয়ার জন্য গইলানদের সাহায্য না নিলে এমন হতো না।'

'এসমাদ আপনি রেগে আছেন।'

'একদম রেগে নেই। একবার ভেবেছেন সামনে আরো কী কী হতে পারে?'

'এসবের জন্য অবশ্যই আমি দায়ী নই?'

'আপনিও দায়ী।'

'কীভাবে?'

এসমাদ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'আপনার সঙ্গ পাওয়ার কামনা না করলে আজ এমন হতো না। অন্তত সব ঠিক থাকত।'

'এর মানে সব দোষ আমার?'

'হ্যাঁ।'

এসমাদ বিছানা থেকে উঠে চলে গেল। পিছন ফিরলে দেখতে পেত আম্মিরার একরাশ কষ্ট নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমির অলসভঙ্গিতে বসে আছে। তার সামনে অনেকগুলো ইনসান হেঁটে বেড়াচ্ছে। বিগত কয়েক দিনে তাদের একত্রে করেছে আমির। এরা কেউ এখন জীবিত নয়। অর্ধমৃত অবস্থায় আমিরের গোলাম। আরাধনায় কিছুটা বিরতি নিয়েছে আমির। আচমকা সামনে জ্বলতে থাকা আগুন প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। একটি অবয়ব তৈরি হচ্ছে সেখানে। যখন পূর্ণরূপে তাকে দেখল আমির। উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ইলহানার সামনে এসে বসল, 'মহামানিনী! মহামানিনী! দেখছেন আমার কী অবস্থা করেছে সকলে।'

ইলহানা মৃদু হেসে বলল, 'এত দিন পর এসেও তোমার অভিযোগ শুনতে হচ্ছে আমির। এই জায়গায় আমি থাকলে সবকিছু বিনষ্ট করে দিতাম।'

'সে রকমই করুন। বিশেষ করে এসমাদকে। আমি যেকোনো কিছুতে আপনাকে সাহায্য করব।'

'তোমার সাহায্য ইলহানার লাগবে না। বদমাশ কুকাল কোথায়? ওকে হত্যা করব আমি।'

'সে কী করেছে?'

'আফারীতদের সঙ্গের যুদ্ধে সে কীভাবে মহামান্যকে আঘাত করার চিন্তা করল?'

'আমি নিজেও এই বিষয়ে জানতাম না।'

'সময়কাল পরিবর্তন না করতে বললে কি হতো ভেবেছেন?'

আমির অবাক হয়ে গেল। ভূমি থেকে উঠে শুধাল, 'সময়কাল আপনি পরিবর্তন করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

কেন?

'সেটা রহস্য। একটা সুসংবাদ দিতে এলাম আমির। কিছুদিন পূর্বে শেহেজাদি জেস্মিয়াকে কারা যেন হত্যা করেছে। আর তার রেশ ধরে সামুম ও আফারীত রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ সংগঠিত হতে চলেছে।'

আমিরের চোখ দুটো অজানা আশঙ্কায় চকচক করে উঠল। ক্রূর হাসি হেসে বলল, 'জেস্মিয়াকে নিশ্চয় আপনি হত্যা করেছেন।'

ইলহানা নীরবে সামনের দিকে তাকাল। তার প্রকৃতি শয়তানের মতো হলে কী হবে? সঙ্গে সব সময় গোলাপের সুভাস বিরাজ করে।

'মহামান্য এত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও আমাকে মুক্ত করার চেষ্টাও করেননি। এর বদলে আনাহিতার জন্ম হলো। সে আমাকে এত বেশি অবহেলা করবে তা কখনো ভাবিনি।'

'আমার সাথেও অন্যায় করা হয়েছে মহামানিনী।'

ইলহানার দৃষ্টি সামনে থাকা মানুষগুলোর উপর পড়ল। কপাল কুঁচকে শুধাল, 'এরা তো ইনসান। আপনার কাছে কী করে?'

'অর্ধমৃত ইনসান তারা।'

'আপনি এই ক্ষমতা কোথায় পেলেন আমির?'

'আরাধনার মাধ্যমে লাভ করেছি।'

ইলহানার চোখে মুখে সন্তুষ্টি ফুঁটে উঠলো। কণ্ঠে ধূর্ততা

'তবে বেশ, আমার একটি পরিকল্পনা রয়েছে আমির।'

'কেমন?'

ইলহানা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমিরের দিকে তাকাল। তার ওষ্ঠাধরে ক্রূর হাসি ফুটে উঠেছে।

'যুদ্ধে ইনসানদের অংশগ্রহণ কতটা বিচিত্র হবে তাই না? দুই রাজ্যই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।'

* * *

যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে বেশ জোরালোভাবে। সকলের অনুশীলন দেখা দাসীদের জন্য মনোরঞ্জনের বিষয়। এ জন্য তারা প্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই প্রস্তুতিগুলো দেখছে। আম্মিরাও তাদের সঙ্গেই আছে। দূরে এসমাদ তলোয়ার চালিয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। শাণিত দুই তলোয়ারের ঘর্ষণে বায়ুমণ্ডলে শব্দ তৈরি হচ্ছে। এসমাদের সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না আম্মিরা। কারণ, সেদিনের তর্ক সে ভুলতে পারেনি। এসমাদ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত

থাকায় আম্মিরার সাথে খুব বেশি দেখাও হয়নি তার। আজকে মেয়েটিকে বেশ সুন্দর লাগছে। মেরুন রঙের একটি পোশাক পরেছে সে। খুবই সাদাসিধে অথচ আম্মিরার গায়ে কেমন জাঁকজমকপূর্ণ শোভা পাচ্ছে।

'কেমন আছেন আম্মিরা?'

কখন আন্দ্রেয়াজ এসে আম্মিরার পাশে দাঁড়িয়েছে তা সে খেয়ালই করতে পারেনি। চমকে অগোছালোভাবে আন্দ্রেয়াজকে সম্মান দেখাল সে।

'আলহামদুলিল্লাহ, মহামান্য।'

'এভাবে দাঁড়িয়ে কী দেখছেন? যুদ্ধ প্রস্তুতি? কিছু বুঝতে পারছেন?'

'খুব বেশি না। আপনি কেমন আছেন?'

আন্দ্রেয়াজ শব্দ করে হাসল। এ সময় তাকে বেশ সুন্দর দেখাল।

'জোর করে জিজ্ঞেস করছেন? আপনার সঙ্গে খুব বেশি কথা হয়নি আমার। সময়কাল পরিবর্তন হওয়ার আগেও না। আপনার মুখ দেখলে ওদুদের কথা মনে হয়।'

আম্মিরা মন খারাপের সুরে বলল, 'আমার বাবাকে সকলেই ঘৃণা করে।'

'সে কাজটাই করেছিল এমন। আপনি জানেন আমালির অন্য কারো সঙ্গে বিয়ের কথা ছিল। জিনের সাহায্য তাকে পাগল বানিয়ে দেন ওদুদ।'

আম্মিরা মাথা দুলিয়ে বলল, 'না।'

'এমন অনেক কিছু জানেন না। আপনি ইনসান আর এসমাদ জিন। কেমন বেমানান লাগে না সবকিছু? এই যুদ্ধটা শেষ হোক। কিছু কথা রয়েছে আপনার সঙ্গে।'

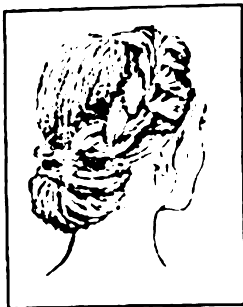
'কি কথা?

'যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বলবো?'

'যুদ্ধে তো আফারীতদের জয় নাও হতে পারে।'

আন্দ্রেয়াজ দাম্ভিক হেসে বল, এতো অবিশ্বাস আপনার মনে?'

বাক্যের সমাপ্তিতে আন্দ্রেয়াজ অন্য পাশে হেঁটে চলে গেল। এসমাদও এখনো তরবারি চালিয়ে যাচ্ছে। আকাশের দিকে তাকাল আম্মিরা। সবকিছু কেমন সহজ সরল সাবলীল। অথচ আম্মিরার কাছে এত কষ্টের কেন?



আর একটু পরে সকলের যুদ্ধযাত্রা আরম্ভ হবে। প্রাসাদের সর্বত্র রুদ্ধশ্বাস অবস্থা বিদ্যমান। নিজেকে যোদ্ধা সাজে তৈরি করে নিচ্ছে আন্দ্রেয়াজ। ইলহানা তাকে সাহায্য করছে। সমস্ত অঙ্গসজ্জা শেষে তরবারি আন্দ্রেয়াজের হাতে তুলে দিল সে।

'আপনি কাঁদছেন ইলহানা? এ রকম তো ছিলেন না।'

'সব সময় এতটাই দুর্বল ছিলাম আপনার জন্য। কখনো দেখতেই পারেননি।'

আন্দ্রেয়াজ হেসে ইলহানার গালে নিজের তালুর স্পর্শ করিয়ে বলল,

'যুদ্ধে আফারীতদের জয় হবে। তা ছাড়া আমি সুস্থভাবে ফেরত আসব।'

'কিন্তু আগের মতো হলে? এবার তো আমি সময়কাল পরিবর্তন করতে পারব না।'

ভ্রু কুঁচকে ফেলল আন্দ্রেয়াজ। উৎকণ্ঠা হয়ে শুধাল, 'আপনি সময়কাল পরিবর্তন করেছেন মানে?'

'আবুমকে আমিই আয়না জগতের মাধ্যমে নির্দেশ করেছিলাম।'

'এর বিশেষ কারণ? আর শক্তি কীভাবে প্রয়োগ করলেন এ জন্য?'

'বৃষ্টির পানিকে আয়না জগতে রূপান্তরিত করতাম। তবে তা খুবই অল্প সময়ের জন্য। কারণ, একটুতে দুর্বল হয়ে যেতাম। সেখান দিয়ে নিজ অবয়বের সাহায্য অনেক কিছু জানতে পারতাম। তাকদির ভালো ছিল বিধায় সেদিনও বৃষ্টি নেমেছিল। এবং জানতে পারি শয়তান কুকাল আপনাকে হত্যা করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্র করেছে। আপনি স্বেচ্ছায় মৃত্যু গ্রহণ করতে পারেন। তবুও সেই আঘাতে অসুস্থ হয়ে পড়তেন।'

ইলহানার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনল আন্দ্রেয়াজ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আপনার এমনটা করা উচিত হয়নি। সবকিছুকে জটিল করে তুলেছিলেন।'

'আপনার আগে আর কিছুই ভাবতে পারি না আমি।'

'ভাবা উচিত। আমি এমনিতেও আঘাত পেয়েছিলাম।'

ইলহানা তর্কে নেমে পড়ল।

' শুনেছি সে নাকি আপনাকে সাহায্য করেছিল সুস্থ হতে।'

'তার নাম আনাহিতা।'

আন্দ্রেয়াজের মুখ থেকে নিজের নাম শুনতে পেয়ে আনাহিতা পেছন ফিরে তাকাল। এত সময় দুজনের কথাবার্তা গভীর মনোযোগে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছিল। তাকে যে মহামান্য ডাকেনি, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নিজের কাজ করতে লাগল।

'আপনার সঙ্গে এই বিষয়ে পরে কথা বলব ইলহানা। যুদ্ধের জন্য যাত্রা করবেন সকলে। নিজের খেয়াল রাখবেন।'

ইলহানা শান্ত সুরে বলল, 'জি, মহামান্য।'

অথচ ভেতরে ভেতরে সে হিংসা-ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে কয়লা হয়ে যাচ্ছে। আন্দ্রেয়াজ কক্ষ ত্যাগের পূর্বে আনাহিতার দিকে তাকাল। মেয়েটি নীরবে নিজের কাজ শেষ করছে। নিশ্চয় যুদ্ধযাত্রায় সকলের সঙ্গে দাসী হিসেবে সে-ও শামিল হতে চাচ্ছে। কক্ষ থেকে বের হয়ে কিছু পদক্ষেপ দূরত্ব অতিক্রম করতেই থমকে দাঁড়ালো আন্দেমাজ। ইলহানা এইমাত্র বৃষ্টির কথা বলল। কিন্তু সে তো একটি মৎস্য জিনের অভ্যন্তরে ছিল। যেখানে বৃষ্টি হবে কীভাবে? পুনরায় ফিরে প্রশ্নটি একবার জিজ্ঞেস করতে চাইলো সে। কিন্তু এতে যুদ্ধমাতায় দেরী হতে পারে দেখে আপাতত প্রশ্নটিকে মস্তিষ্ক হতে ঝেড়ে ফেলে দিলো।

অজস্র সৈনিক সুশৃঙ্খলভাবে প্রাসাদের সামনের মাঠটিতে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সকলের পরনে যুদ্ধের পোশাক। মাথায় শিরণাস্ত্র শোভা পাচ্ছে। পিছনেই বিশাল বিশাল হাতি, ঘোড়া। একটু পরেই তো সেই বিশেষ সময় শুরু হবে। নিজের দেশের পতাকা উড়তে দেখতে সবারই ভালো লাগে। তবে তা যুদ্ধের জন্য হলে ব্যতিক্রম। আন্দ্রেয়াজ ও এসমাদ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এখান থেকে সব সৈন্যকে পিঁপড়ার মতো লাগছে। আন্দ্রেয়াজকে আজকে বাড়াবাড়ি রকমের স্নিগ্ধ লাগছে। তার পাশে এসমাদ দাঁড়াল। সেনা অধিনায়ক ডামিন সকলকে নির্দেশ দিল নিশ্চুপ হতে। আন্দ্রেয়াজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলা শুরু করল।

'আজকে আবারও আরেক যুদ্ধের সূচনা হতে চলেছে। মানে আরো একটি ধ্বংসের সন্নিকটে আমরা। যুদ্ধ মানে কী? শুধু বীরত্বের গাথা? নাহ যুদ্ধ মানে প্রিয়জনের, নিজের মাতৃভূমি রক্ষা করে নিজের আত্মত্যাগ দেওয়া। আর এ রকমটা সকলে করতে পারেন না। আজকে যেসব ইফ্রীত্ব অংশগ্রহণ করবেন, তাদের আমি আন্দ্রেয়াজ ইউসুফ সম্মান জানাচ্ছি। আফারীতদের জন্য এর আগে যত বীর আত্মত্যাগ করেছেন, তাদের সকলকে সম্মান জানাচ্ছি। নিজেদের সাহস ও মনোবল নিয়ে লড়ে যাবেন। দেখবেন, জয় ইফ্রীত্বদেরই হবে।'

আন্দ্রেয়াজের কথার সমাপ্তিতেই অজস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনি শোনা গেল। এত শব্দে কানে তালা লাগানোর উপক্রম। আন্দ্রেয়াজ হাতের ইশারায় এসমাদকে সামনে যেতে বললেন।

'মহামান্য, আমি পারব না।'

'কেন বাদশাহ?'

'তাদের কি আত্মহত্যার জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে না?'

'নিজ মাতৃভূমির জন্য লড়ে যাওয়া মানে আত্মহত্যা?'

'অহেতুক যুদ্ধ মানে আত্মহত্যাই।'

আন্দ্রেয়াজ মুখের অভিব্যক্তি পরিবর্তন না করে বলল,

'যুদ্ধ আমরা শুরু করিনি। সামনে এগিয়ে কথা বলুন।'

'অভ্যন্তরের খোঁজ নিয়ে দেখতেন। ইন্ধন আমাদের থেকেই গিয়েছে।'

আন্দ্রেয়াজের জবাবের অপেক্ষা করল না এসমাদ। জনসম্মুখে এগিয়ে এলো। কিছু সময় নিশ্চুপ থেকে বলল, 'ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই এমন যুদ্ধ কারো কাম্য ছিল না। সামুম রাজ্যকে শান্তির দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হয়। অথচ আজকে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলতে হচ্ছে, যা দুঃখজনক। তবে নিজ মাতৃভূমির রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। আমি চাই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সকলেই নিজ সত্যতে অটুট থাকবে।'

কিছু সময় চুপ থাকল এসমাদ। যেন এই কথাগুলো বলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে এসমাদের। দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'জয় আফারীতদেরই হবে।'

ঢোল, শিঙার আওয়াজে চারিপাশ মুখর হয়ে গেল। সাথে অজস্র ইফ্রীত্বের কণ্ঠ। এসমাদ ঘুরে দাঁড়াল। তার মুখচ্ছটা পূর্বের মতোই বিবর্ণ।

আম্মিরা পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি প্রচুর কেঁদেছে মনে হচ্ছে। আইবুক আম্মিরার সামনে শিরণাস্ত্র দিয়ে বলল, 'এটা বাদশাহর মাথায় পরিয়ে দেন আম্মিরা।'

'জি, মা।'

যুদ্ধের পূর্বে নিয়ম হচ্ছে সৈনিকের মাথায় তার স্ত্রী শিরণাস্ত্র পরিয়ে দেবেন। আম্মিরা এই নিয়ম যথাক্রমে পালন করল। দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে চোখ ঘুরিয়ে নিল মিলহান। মাঝেমধ্যে ঈর্ষায় তার বুক জ্বলে যায়। এবার সকলের প্রস্থানের পালা। প্রাসাদের উচ্চ স্তরের নারীরও যাবে তাদের স্বামীর সঙ্গে। যেখানে তাঁবু টানানো হয়েছে, সেখানে তারা থাকবে। নিয়ম অনুযায়ী তাদের কেউ আক্রমণ করতে পারবে না। ইলহানা আগেই তয়রুন পাহাড়ে চলে গিয়েছে। আন্দ্রেয়াজকে সে বলেছে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করবে না। তবে সকলের জন্য প্রার্থনা করবে সৃষ্টিকর্তার নিকট। সর্বপ্রথম ঘোড়াতে চড়ে বসল আন্দ্রেয়াজ, এরপর এসমাদ। নারীদের সোনার তৈরি পালকিতে চড়তে হলো।

অনেকগুলো দাসীকে নিয়ে যাওয়া হলেও আন্দ্রেয়াজ আনাহিতাকে যাওয়ার হুকুম দেননি। সকলের মধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে যাত্রা দেখছে সে। আন্দ্রেয়াজের দৃষ্টি তাকেই যেন খুঁজছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে নির্লিপ্তভাবে একবার মেয়েটিকে দেখল। অপ্রস্তুত ভঙিতে হাসল আনাহিতা। তবে আচমকা বিভ্রম হলো তার। আন্দ্রেয়াজকে সে ভিন্নভাবে দেখল। সব সময়কার মতো দৃঢ় চেহারার বদলে হাস্যোজ্জ্বলভাবে। এমনকি পোশাকও ভিন্ন। মুখ নাড়িয়ে কিছু একটা বলছে। বিভ্রমটা এত কম সময়ের ছিল যে আনাহিতা মুহূর্তেই বাস্তবে ফিরে এল। সকল যোদ্ধা যাত্রা শুরু করেছে। নিছক কল্পনা ভেবে তা উড়িয়ে দিল আনাহিতা। আন্দ্রেয়াজ ঘোড়া নিয়ে চলে গিয়েছে। রাস্তায় যখন সৈন্যরা যাচ্ছে, তখন সমস্ত ইফ্রীত্ব প্রজারা একই কণ্ঠে বিদায় সংগীত গেয়ে উঠল। গানটা আরবিতে। কেমন গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো বাতাবরণ সৃষ্টি হলো। পালকির ছোট্ট জানালা দিয়ে রাস্তায় তাকাল আম্মিরা। বেশির ভাগ ইফ্রীত্ব কেঁদে কেঁদে গাইছে। যেন খুব শীঘ্রই সব ধ্বংস হতে চলেছে। সবকিছুকে পেছনে ফেলে এক মহাযুদ্ধের জন্য সৈন্যরা এগিয়ে যেতে লাগল।

প্রাণবন্ত আফারীত রাজ্য যেন কেউ শূন্যতার চাদরে মুড়িয়ে দিয়েছে। পথঘাটে এমনকি প্রাসাদও কেমন নির্জীব হয়ে আছে। আনাহিতার আজকে

বর্তিকা জ্বালানোর কোনো প্রকার তাড়া নেই। তবুও অভ্যাস থেকে কী কেউ পিছপা হয়? পূর্ব দিনের মতো আজকেও আন্দ্রেয়াজের কক্ষে বর্তিকা জ্বালাতে এসেছে মেয়েটা। বেশ কয়েক দিন ইলহানা আসার পর থেকে আনাহিতার সাথে তেমন কথা হয়নি আন্দ্রেয়াজের। মেয়েটি বিশেষ কারণে অসুস্থবোধ করছে। তখন দেখা বিভ্রম থেকে এখনো নিজেকে বের করতে পারেনি আনাহিতা। শূন্য কক্ষ দেখে হুহু করে উঠল আনাহিতার মন। ভূমিতে বসে আন্দ্রেয়াজের সিংহাসনে মাথা ঠেকাল। পরক্ষণেই কেঁদে দিল। কেন এমন অনুভব হচ্ছে সে জানে না।

* * *

সৈন্যরা একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। অনেক দূরে নুরাইন ঘোড়ার উপর বসে আছে। তার বিপরীতে এসমাদ ও আন্দ্রেয়াজ। সকলের মুখ শিরণাস্ত্রে ঢাকা পড়ে আছে। যুদ্ধের অন্যতম নিয়ম হচ্ছে শুরুতেই সকল সেনাদের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে অবহিত করা। সেই কাজটি সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্য ডামিন সকলের সামনে এসে দাঁড়াল। তার এক হাতে শিঙা আরেক হাতে বই।

'যুদ্ধের কিছু নিয়ম আছে। আশা করি তা দুই রাজ্যই যথাযথ পালন করবেন। মনে রাখবেন, কাউকে পিছন থেকে আঘাত করবেন না। যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে কাউকে আঘাত করবেন না। কোনো নারীকে হত্যা করার চেষ্টা করা যাবে না। শিঙা বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হবে। এক সূর্য উদয় থেকে আরেক সূর্যদোয় অবধি প্রথম দিনের যুদ্ধ বলে বিবেচনা করা হবে। এরপর দ্বিতীয় দিন বিশ্রামের জন্য। সেদিন কাউকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকবেন সকলে। পরবর্তী সূর্যদোয় থেকে আবার তৃতীয় দিনের যুদ্ধ শুরু হবে। এভাবেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।'

ডামিন পত্র পড়া শেষ করে আন্দ্রেয়াজ আর এসমাদের দিকে তাকাল। তারা মাথা দুলিয়ে সম্মতি দিলে সে শিঙায় ফুঁ দিল। ওদিকে তারিবও নুরাইনের দিকে সম্মতির আশায় তাকাল। ডামিনের সঙ্গে সে-ও শিঙায় ফুঁ দিল। পলক ফেলার পূর্বেই যুদ্ধের জন্য সেনারা এগিয়ে আসা শুরু করল। আন্দ্রেয়াজ ইশারা করল এসমাদকে। সে তা মেনে ঘোড়া ছুটিয়ে পিছনের দিকে যাত্রা করল।

নুরাইন অবশ্য বিষয়টি দেখল, তবুও তার দিকে এগিয়ে আসা ইফ্রীত্বদের প্রতিরোধ করতে লাগল। নিজ প্রিয়তমাকে হারিয়েছে সে। সেই বেদনাতেই কিনা তাকে আগ্রাসী করে তুলেছে।

প্রথম দিনের যুদ্ধে বিশেষ কোনো পক্ষ সুবিধা করতে পারেনি। দুই পক্ষেই সমানতালে নিজেদের শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছে। তবে এসমাদ গিয়ে পিছন থেকে আঘাত করায় সামুম সৈনরা বেশ নাস্তানাবুদ হয়েছে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সকলে তাঁবুর নিকট ফিরে এল। এসমাদকে দেখে দৌড়ে এল আম্মিরা। মেয়েটির মুখ মলিন হয়ে আছে। এসমাদ হাসল। যে হাসিতেই অজস্র রোগের ওষুধ বিদ্যমান। এসমাদকে একান্তে পাওয়ার পর জাপটে ধরল আম্মিরা।

'ভয় পেয়েছিলেন?'

'অনেক। সারাটাক্ষণ নিজের মধ্যে ছিলাম না আমি।'

'তাহলে পরের দিন ঘোড়ার পাখনায় করে ময়দানে নিয়ে যাব। দেখবেন কত কত জিন।'

'ধ্যাত, তা হয় নাকি। আসেন আপনার পোশাক বদলে দিই।'

'ভালো লাগছে না আম্মিরজান।'

'কেন?'

'যুদ্ধ হলে ভালো লাগে নাকি? ইনসানদের মতো আমাদেরও খারাপ লাগা আছে।'

চট করে এসমাদের দিকে তাকাল আম্মিরা। এই প্রথম তার মনে হলো সে যার সাথে প্রণয়ে আবদ্ধ হয়ে আছে। সে অন্য এক সত্তা।

'বিষয়টি এ রকমই বাদশাহ। খারাপ লাগবেই।'

'তবে বাদশাহ বলা শুরু করলেন? অনেকটা উন্নতি হয়েছে।'

আম্মিরা মুখ বিকৃত করে এসমাদের গা থেকে লোহার তৈরি কবজ খুলে নিল। সমস্ত কাজ শেষে দুজনে একত্রে শুয়ে আছে। তাদের মধ্যে শারীরিক মেলবন্ধন প্রথম দিনই হয়েছিল বিধায় এত নিকটে আসাটা স্বাভাবিক। মেয়েটির কপালের এক পাশে থাকা বিরক্তিকর চুলে আঙুল বোলাচ্ছে এসমাদ। অকস্মাৎ ওষ্ঠাধরে স্পর্শ করল।

'আমাদের এখন শারীরিক মেলবন্ধন নিষিদ্ধ আম্মিরজান।'

'কেন?'

'যুদ্ধ চলাকালীন কেউ স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে পারবে না। এটা মহামান্যের নিয়ম।'

'এত উল্টোপাল্টা নিয়ম তার।'

'আপনি কি মহামান্যের উপর কোনো কারণে রেগে আছেন?'

'তিনি আমাকে দেখতে পারেন না সেসব বাদ। আনাহিতার জন্য মায়া হয় আমার। কত সহজেই ইলহানাকে মেনে নিল।'

এসমাদ উচ্চ শব্দে হেসে উঠল। তার গা ঈষৎ কেঁপে উঠছে। আম্মিরা আমোদপ্রিয় কণ্ঠে বলল, 'শোনেন না এসমাদ।'

'বলেন।'

'আপনার তো অনেক ক্ষমতা তাই না?'

'একদম না।'

'ভালোভাবে শোনেন। তবে অতীত মনে করতে সাহায্য করুন আমাকে।'

'উহু, আমার এই আম্মিরজানকেই ভালো লাগে। আগের জন ছোট্ট বিড়ালের মতো লাফালাফি করত। আর এবার সে রাগী, তা-ও কিছুটা শান্ত।'

আম্মিরা কপট রাগ দেখিয়ে বলল, 'বাদশাহ আপনি আসলেও ভালো না।' একবার বলেন চঞ্চল আরেকবার বলেন শান্ত।

এসমাদ শোয়া অবস্থায় একপাশে ঘুরল। এখন আম্মিরার মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। গালে হাত বুলিয়ে বলল,

'আমার এই বিষয়ে ক্ষমতা নেই আম্মিরজান।'

'তা আগে বললে কী হতো?'

'রাগ করলেন?'

আম্মিরা মন খারাপের সুরে বলল, 'না।'

'আচ্ছা চলুন বাইরে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, সাথে দেখেও আসা হবে। সৈন্যরা কী করছেন।'

আম্মিরা উঠে পোশাক ঠিক করে নিল। সমস্ত ক্লান্তি এক নিমেষেই ভুলে গেল এসমাদ।

* * *

তৃতীয় দিনের যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে আজকে। নুরাইন নিজের তাঁবু থেকে বের হয়ে এল। আজকের পরিবেশটি কেমন গুমোট ধরে আছে। এমন বাতাবরণে জেস্মিয়া পৃথিবীর আকাশে ঘুরতে পছন্দ করত। নুরাইন প্রথম

প্রথম জেস্মিয়ার সঙ্গে স্বাভাবিক না হতে পারলেও ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছে। তাকে ছাড়া কতটা শূন্য হয়ে পড়ে সে। অথচ সেই শূন্যতা এখন সারা জীবন ভোগ করতে হবে তার। তারিব ঘোড়ার তদারকি করছিল। তার পেছনে কখন এসে নুরাইন দাঁড়িয়েছে তা বুঝতে পারেনি।

'সেনাপতি তারিব।'

তারিব চমকে বলল, 'বলুন বাদশাহ।'

'এক দিনের যুদ্ধেই আমাদের সৈন্যদের মনোবল বেশ ভেঙে গিয়েছে।

'এমনটা নয় বাদশাহ। তারা নিজেদের পরিবারের কথা ভাবছে। এমন যুদ্ধের সচরাচর সম্মুখীন হয়নি।'

নুরাইন বিদ্রূপের হাসি হাসল।

'পরিবার! সত্যিই তো আমার পরিবারের আঘাতের প্রতিশোধ প্রজাদের দিয়ে নেওয়াচ্ছি। এটা নিশ্চয় অন্যায়।'

'অবশ্যই না বাদশাহ। শেহেজাদি আমাদের সকলের প্রিয় ছিলেন। আফারীতদের জন্য এমন পরিণাম ভোগ করতে হলো তার।'

নুরাইনের সামনের দিকে তাকাল। একজন জিন, সেনা নিজ ছোট্ট ছেলেকে খাইয়ে দিচ্ছে। পরিবার থেকে অনেক দিন দূরে থাকতে পারবে না বিধায় কিছু জিন তাদের সঙ্গে করে স্ত্রী কিংবা সন্তানদের এনেছে। আচমকা নুরাইনের খারাপ লাগা শুরু হলো। সে নিজেও তো কিছুদিন পর পিতা হতে চলেছিল। তার সামনে থাকা পিতাটি জানে না আজকের যুদ্ধে সে বাঁচবে কিনা। অথচ সন্তানের সাথে কত হাসিখুশি আছে। নুরাইন খুব বেশি সময় ঘটনাটি দেখতে পারল না। চোখ ঘুরিয়ে নিল। আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, 'হে অসীম ক্ষমতাধর! এই যুদ্ধে শামিল হয়ে আমি কি কোনো ভুল করলাম?'

চোখ বন্ধ করতেই জেস্মিয়ার হাসিমাখা মুখ ভেসে উঠল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে নুরাইন স্বীয় ঘোড়ায় চড়ে বসল। যুদ্ধ যখন শুরু হয়েছে তখন শেষটাও পূরণ করার প্রতিজ্ঞা নিল সে।

অস্ত্রের ধাতব শব্দ কানে তালা লাগিয়ে দেওয়ার উপক্রম। তৃতীয় দিনের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আন্দ্রেয়াজ যুদ্ধ লড়ার সময় সরাসরি কখনো নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। এটা নাকি তার নীতির বাইরে। একটি জিন সেনার শরীরে তরবারি ঢুকাতেই আন্দ্রেয়াজ অবাক হয়ে গেল। অস্ত্রতে

লাল রঙের কিছু একটা লেগে আছে। তা যে রক্ত সে স্পষ্ট বুঝতে পারল। বিস্ময়ভাব না কাটতেই আরো একজন আঘাত করতে এল। তাকে পাশ থেকে থামাল এসমাদ এবং পূর্বের মতো তলোয়ারে রক্ত উঠে এল। তার সাথেই ডামিন ছিল। সে এগিয়ে এল এসমাদের দিকে।

'বাদশাহ, মহামান্য, ইনসান এল কোথা থেকে?'

এসমাদ কপাল কুঁচকে বলল, 'আমিও সেটাই ভাবছি।'

'বাদশাহ নুরাইন কি যুদ্ধ জয়ের জন্য কূটনৈতিক চাল চালল?'

'সম্ভব নয়। নুরাইন নিজ সত্যতে অটল থাকে সবসময়।'

আন্দ্রেয়াজ ক্রোশানলে ফেটে পড়ল। রাগের দরুন তার মুখমণ্ডলের শিরা-উপশিরাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে বলল,

'আবারও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলো। আবারও ইফ্রীত্বদের হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করা হলো। এর পরিণাম নুরাইনের জন্য অনেক খারাপ হবে।'

আন্দ্রেয়াজের পিঠ দিয়ে আগুনের তৈরি ডানা বের হয়ে এল। আগুনের এত বেশি উত্তাপ যে পাশে থাকা কিছু জিনসহ ইনসান অঙ্গারিত হলো। পোড়া মাংসের গন্ধ সমীরণকে দূষিত করে তুলল। এসমাদ তাকে শান্ত হতে বলল, 'মহামান্য ক্রোধের বশে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। পাশে ঘুরে দেখুন। ইনসানরা ইফ্রীত্বসহ সামুমদেরও হত্যা করছে।'

আন্দ্রেয়াজ এসমাদের কথামতো আশপাশে তাকিয়ে বিষয়টিতে সুনিশ্চিত হয়ে বলল, 'এর মানে বলতে চাচ্ছেন তৃতীয় পক্ষ তারা?'

'জি মহামান্য। এই কারণে যুদ্ধের বিরোধিতা করেছি আমি। তবে এবার পেছনে যাওয়ার সুযোগ নেই। পূর্বে আমাদের একজন প্রতিপক্ষ ছিল, এখন দুজন।'

'বেশ নিজ শক্তি লাগিয়ে সমস্ত ইফ্রীত্বকে লড়ে যেতে বলেন সেনা অধিনায়ক ডামিন। নিশ্চয় সমস্ত ষড়যন্ত্র ধূলিসাৎ হবে। খেয়াল রাখবেন অর্ধমৃত ইনসান উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত গলিত প্রস্তরাদির থেকেও ভয়ংকর।'

আয়নার সাহায্য যুদ্ধের ময়দানে কী হচ্ছে তা অনায়াসে দেখতে পারেন তাঁবুতে অবস্থানকারীরা। আম্মিরার কাছে বিষয়টা হলে গিয়ে সিনেমা দেখার মতো লাগছে। তবে এই সিনেমার মুখ্য চরিত্র তার ভালোবাসা এসমাদ। মিলহান আম্মিরার পাশেই বসে ছিল। মৃদু গুঞ্জনের সাথে গান গাইছে সে।

'আপনার ভয় লাগছে না মিলহান?'

'কেন লাগবে?'

'সে এখনো কীভাবে লড়ে যাচ্ছে।'

'কে বাদশাহ? তিনি বীরযোদ্ধা। বিশ্বাস আছে উনার প্রতি। এখন আপনার নেই, এ জন্য ভয় পাচ্ছেন আপনি।'

আম্মিরার মুখটা মলিন হয়ে গেল। শান্ত সুরে বলল, 'আমি প্রথমবার এমন কিছু দেখছি।'

'ভুল বললেন, দ্বিতীয়বার।'

কথা বাড়াল না আম্মিরা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আয়নার দিকে তাকাল। আচমকা এসমাদের থেকে একটু দূরে তার চোখ আঁটকে গেল। ভালো করে সেখানে লড়তে থাকা সেনার দিকে তাকিয়েই ভড়কে গেল। চিল্লানোর মতো করে বলল, 'এটা তো আমার খালু সরফরাজ।'

মিলহান নিজের ভ্রু কুঁচকে বলল, 'মানে?'

'যুদ্ধের ময়দানের এই দিকটায় ভালো করে দেখার কোনো উপায় আছে কি?'

'আছে। ওদিকে তাকান।'

আম্মিরা তাকিয়ে দেখল, লড়তে থাকা ব্যক্তিটি আসলেও সরফরাজ। কেঁদে ফেলল সে। পাশেই তার ছোট ছোট ভাইগুলো তরবারি নিয়ে দৌড়াচ্ছে। যেকোনো সময় মারা পড়তে পারে।

'এরা আমার ভাই আর খালু। তারা এখানে কীভাবে এল?'

মিলহানকে চিন্তিত দেখা গেল। কিছু একটা ভেবে সে বলল, 'এর মানে যুদ্ধে ইনসান অংশগ্রহণ করেছে।'

'এটা কীভাবে সম্ভব?'

'সম্ভব। কোনো আরাধক ইফ্রীত্ব যদি কাউকে কামড়ায় তবে সে অর্ধমৃত ইনসানে পরিণত হয়। ঠিক মরে না। পরবর্তীতে স্বাভাবিক হতে পারলেও এসব ইনসানের হত্যা করা হয়। অতীতে একবার এমন যুদ্ধ হয়েছিল।'

আম্মিরা হতভম্ব হয়ে বলল, 'যুদ্ধের পর বেঁচে যাওয়া ইনসানদের সকলকে হত্যা করা হবে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি যদি এখন ময়দানে গিয়ে খালু আর ভাইদের নিয়ে আসি, তবে তাদের সুস্থ করা সম্ভব?'

'রাক্বী গোত্রের জিনের সাহায্যে অবশ্যই সম্ভব।'

'আমি তাদের মরতে দিতে পারি না মিলহান। এক্ষুনি ময়দানে যেতে হবে।'

মিলহান বাধা দেওয়ার ভান করে বলল, 'সেই অনুমতি আপনার নেই।'

'আমি অকৃতজ্ঞ নই। সাহায্য করুন আমাকে। কীভাবে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছাতে পারি?'

মিলহান কিছু একটা ভাবল। তার চেহারায় বীভৎস কুটিলতা ফুটে উঠল।

'বাইরে আসুন।'

নিজ শক্তির সাহায্য ঘোড়া তৈরি করে দিল মিলহান। আম্মিরা কখনো ঘোড়ায় ওঠেনি। তবুও কষ্ট করে কোনোমতো চেপে বসল।

'এটা আপনাকে যুদ্ধের সেই নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাবে। যেখানে যেতে চান। তবে ওয়াদা করতে হবে, আমার নাম বাদশাহকে কখনো জানাতে পারবেন না।'

আম্মিরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ওয়াদা করলাম।'

খানিকক্ষণ পরেই ঘোড়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেল আম্মিরা। এখন দিনের মধ্যভাগ চলছে। যুদ্ধের ময়দান আহামরি দূরে না হলেও খুব বেশি কাছে নয়। আম্মিরা প্রাণপণে নিজের প্রিয়জনদের সুস্থতা কামনা করছে। পড়ন্ত বিকেলে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হলো সে। চারদিকে ইনসানদের রক্তে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করেছে। লাশের স্তূপের মধ্য দিয়ে ঘোড়া নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আম্মিরা। এখনো সরফরাজ কিংবা ভাইদের দেখতে পায়নি। এখন কিছুটা ভয় লাগছে আম্মিরার। শুকনো ঢোক গিলছে। আচমকা পেছন থেকে কারো ডাক শুনতে পেল সে।

'আম্মিরজান।'

আগন্তুককে আম্মিরা চেনে না। তবে যুদ্ধের পোশাকের বিশেষত্ব দেখে বুঝতে পারল উচ্চপর্যায়ের কেউ হবেন। ঘোড়া থেকে আম্মিরাকে নামতে সাহায্য করল সে।

'আমি বাদশাহ নুরাইন।'

যেখানে আম্মিরার ভয় পাওয়ার কথা ছিল, উল্টো সে স্মিত হাসল। যেন অতি আপনজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে।

'আপনার যুদ্ধের ময়দানে আসা উচিত হয়নি আম্মিরজান।'

'না এসে উপায় ছিল না। আমার খালু আর ভাইদের দেখেছি এখানে। অনেক বছর তাদের সাথে একত্রে বসবাস করেছি। আমাকে একটু সাহায্য করুন।'

'ওনাদের না বাঁচানো উত্তম।'

'কেন?'

'ওনারা এখন মন্দে পরিণত হয়েছে। যা বেশ বিপজ্জনক সকলের জন্য।' এমনকি ইনসানদের জন্যেও।

'কিন্তু তারা আমার আত্মীয়। তা ছাড়া জিবাদের সাহায্যে সুস্থ করে তোলা সম্ভব তাদের।'

নুরাইন শক্ত কণ্ঠে বলল, 'এমন চিন্তা বৃথা আম্মিরজান। তা ছাড়া এতক্ষণে তারা হয়তো মৃত।'

চোখে অজস্র অশ্রুকণা নিয়ে দৃষ্টি সীমানা অবধি দেখল আম্মিরা। অদূরে লড়াইয়ের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। তবুও ঝাপসা সবকিছু। সামনে পড়ে থাকা লাশগুলোর দিকে তাকাল। অসহায় কতগুলো ইনসান অকারণে মারা পড়ল। এদেরও তো নিজস্ব পরিবার আছে। তারাও হয়তো পৃথিবীতে কোনোভাবে নিজের অংশ রেখে এসেছে। ফাতেমার মুখটা মনে হলো আম্মিরার। হাজার খারাপ করলেও মা হিসেবে মানত। নুরাইন আম্মিরার মনের কথা উপলব্ধি করতে পারল। সান্ত্বনার সুরে বলল, 'আপনি অনন্য আম্মিরজান। ইনসান হয়েও আফারীতদের শাসক পত্নী। হয়তো আপনার কাছে বিশেষ কোনো ক্ষমতা নেই। কিন্তু সৃষ্টি হিসেবে আপনি অনেক বেশি সেরা আমাদের থেকে। নিজেকে শক্ত করে গড়ে তুলুন। সময় কিন্তু এর থেকেও বড় কিছু বলিদান হিসেবে চাইতে পারে।'

আম্মিরা কেঁদে ফেলল। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমি পারব না।'

'আপনার বড় একজন শক্তি ছিল আনাহিতা। ভাগ্য সদয় ছিল না বিধায় তাকে ধ্বংস হতে হলো। তবে আপনি নিজেও কম নয়। বিশ্বাস রাখুন পারবেন।

দূর থেকে এসমাদের কণ্ঠে আম্মিরজান ডাক শোনা গেল। ঘোড়া নিয়ে সে এদিকেই এগিয়ে আসছে।

'আপনি এখানে কেন? কিছু হয়নি তো?'

এসমাদ ঘোড়া থেকে নেমে আম্মিরাকে জাপটে ধরল। মেয়েটি তাতে সায় দিয়ে কেঁদে ফেলল।

'খালু আর ভাইয়েরা এখানে ছিল এসমাদ।'

'তাদের জন্য নিজের জীবনের সাথে এভাবে খেলবেন।'

'আমার খুব কষ্ট লাগছে তাদের মৃত্যুতে।'

এসমাদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'চলুন, আপনাকে তাঁবুতে রেখে আসি।'

নুরাইন পূর্বের ন্যায় সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। এসমাদ তাকে ইশারায় ধন্যবাদ জানালে স্মিত হাসল সে। এখনো যুদ্ধের সময় চলছে। দুজন একে অপরের প্রতিপক্ষ। এবং দুজনেরই তলোয়ার রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। অথচ কেউ কাউকে আক্রমণ করল না। নুরাইনের যুদ্ধ যেন এসমাদের বিপরীতে নয় এমন মনে হলো। অথচ সে তো লড়ে যাচ্ছে মিথ্যাকে ধ্বংস করার জন্য। যে জেস্মিয়াকে হত্যা করেছে, তার বিরুদ্ধেও লড়ে যাচ্ছে।

* * *

আনাহিতার বেশির ভাগ সময় এখন শুয়ে-বসে কেটে যায়। প্রাসাদ এখনো পূর্বের ন্যায় শূন্য। রোজ আন্দ্রেয়াজের কক্ষে কিছু সময় অতিবাহিত করে সে। এখন মেয়েটা উপলব্ধি করতে পারে আন্দ্রেয়াজের প্রতি তার ভালোবাসা। মাঝেমধ্যে তয়রুন পাহাড়ে নিজেদের একত্রে কাটানো স্মৃতিগুলো পুনরায় উপভোগ করতে যেতে চায়। কিন্তু পারে না। যুদ্ধ কবে শেষ হবে, আবার কবে সব স্বাভাবিক হবে, সেই প্রহরই গুনছে। অকস্মাৎ অনেকগুলো দাসীর চিৎকার শোনা গেল। কৌতূহলী হয়ে বাইরে এল আনাহিতা। একজন দাসী দৌড়ে যাচ্ছে। তাকে জিজ্ঞেস করল সে, 'কী হয়েছে?'

উত্তেজিত কণ্ঠে দাসীটি বলল, 'অর্ধমৃত ইনসানরা রাজ্যে ঢুকে পড়েছে। তার সঙ্গে কিছু ইফ্রীত্ব বিদ্রোহ ঘোষণা করে সর্বত্র লুটপাট করছে। বাদশাহশূন্য হওয়ায় তারা এমনটা করার সাহস পাচ্ছে।'

এর থেকে বেশি কিছু বলল না দাসী। দৌড়ে চলে গেল। আনাহিতা বারান্দায় এসে দেখল প্রধান ফটককে আগলে রাখার চেষ্টা করছে কিছু নারী সৈনিক। নিজের পরিবারের কথা মনে পড়ল আনাহিতার। পেছনের রাস্তা দিয়ে দৌড়ানো শুরু করল সে। ভাগ্য সদয় ছিল দেখে সকলকে সুস্থভাবে দেখতে পেল আনাহিতা। প্রত্যেক কুটিরে গোপন একটি স্থান আছে। সেখানেই জড়সড় হয়ে বসে আছে ইজরা ও মুরাব। নিথহানকে তারা আগলে রেখেছে।

'মা, তোমরা ঠিক আছ তো?'

ইজরার সামনে হন্তদন্ত হয়ে বসল আনাহিতা। মেয়েকে পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সে। মুরাব জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কীভাবে এলে প্রাসাদ থেকে?'

'গোপন রাস্তা দিয়ে। কিন্তু এসব কী হচ্ছে?'

ইজরা মাঝখান থেকে বলল, 'যা অদৃষ্টে ছিল তাই হচ্ছে আনাহিতা।'

'তোমরা চিন্তা করো না। মহামানিনী তো রাজ্যেই আছেন। তিনি নিশ্চয় কিছু করবেন।'

ইজরার মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে গেল। অসন্তোষ প্রকাশ করে বলল,

'ইলহানা ও আন্দ্রেয়াজ সবচেয়ে বড় শয়তান। তাদের জন্য এসব হচ্ছে। আন্দ্রেয়াজ, তিনি তো তোমার বোনকেও হত্যা করেছে।'

'আমার বোন?'

'তোমার বোন মহামান্যিতা। যার নাম ধারণ করে আছ তুমি।'

আনাহিতা যেন আকাশ থেকে পড়ল। মায়ের হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে শুধাল, 'মহামান্যিতা আমার বোন? আমি জানতাম সে একজন দাসী কন্যা ছিল।'

'হ্যাঁ। আমার আর জিবরানের সন্তান ছিল সে। ওদুদের বন্ধু হওয়ার দরুন জিবরানকে শাস্তি দেওয়া হয়। তবে আমার অনুরোধে হত্যা করা হয় না। উল্টো আমাদের সন্তানকে সেই বিশেষ ক্ষমতার অংশীদার করা হয়। যার জন্য তাকে পরবর্তীতে হত্যাও করা হয়।'

'এই বিষয়ে আমাকে পূর্বেই অবগত কেন করেননি?'

'আমি আর মুরাব ভয় পেতাম। তোমার যদি কোনো ক্ষতি করে।'

ইজরা অতীতের সমস্ত কিছু আনাহিতাকে খুলে বলল। আন্দ্রেয়াজ ও ইলহানা কীভাবে নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছে, সেই বিষয়েও অবগত করল। আনাহিতার মনে যেখানে অজস্র ভালোবাসার অনুভূতি ছিল, সেখানে আন্দ্রেয়াজের প্রতি ঘৃণা এসে জন্ম নিল। হতাশ হয়ে ভূমিতে বসে পড়ল সে। বিলাপের সুরে বলল, 'অথচ কিনা মহামান্যকে ভালো হিসেবে জানতাম আমি। কিছুই করতে পারব না আমি?'

মুরাব মাথা দুলিয়ে বলল, 'পারবে।'

'সেটা কীভাবে পিতা?'

'আন্দ্রেয়াজকে হত্যা করতে পারলে সব স্বাভাবিক হবে।'

‘কিন্তু সে তো স্ব-ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করবেন।’

‘তবুও তাকে হত্যা করার বিশেষ সময় আছে। মহামান্যের শরীরে এমন এক স্থান আছে, সেখানে আঘাত করলে বলয়গুলোও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। তখন সেই বিশেষ সময়ে হত্যা করতে পারবে।’

‘সেই বিশেষ সময়টা কখন?’

‘যখন তিনি আহার করেন। আর দেহের বিশেষ স্থান হচ্ছে চোখ।’

আনাহিতার মনে পড়ে গেল আন্দ্রেয়াজ তাকে বলেছিল, সে স্বল্প আহার করেন। আনাহিতা লম্বা শ্বাস ফেলে বলল, ‘আমি তাকে হত্যা করতে যাব এবং তা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বে। যাতে দুই রাজ্যের মধ্যে সমঝোতা তৈরি হয়। বাদশাহ নিজেও এই যুদ্ধ চায়নি।’

‘কারণ বাদশাহ এসব সীমা লঙ্ঘনকারীদের চেনেন। তা ছাড়া সামুমদের বাদশাহ নুরাইনও তাদের বিরুদ্ধে লড়ছে। তার স্ত্রীকেও যে হত্যা করেছে, সে আন্দ্রেয়াজ ব্যতীত কেউ নয়।’

মুরাবের কথা বলা শেষ হলে ইজরা বলল, ‘আমি আনাহিতাকে যেতে দিতে পারি না। ও আমার সন্তান।’

‘মা, আমার যাওয়া আবশ্যক। কারণ, মহামান্যের বিশেষ দাসী আমি। সে নিশ্চয় আমাকে ঘাতক বলে চিহ্নিত করবে না। তা ছাড়া বোনের মৃত্যুর হিসাব বাকি এখনো।’

বালক নিথহান এখনো ঘুমাচ্ছে। সে এমনই সহজে জেগে উঠতে পারে না। ইজরা আর মুরাবের থেকে বিদায় নিয়ে আনাহিতা যাত্রা শুরু করল। না তার কাছে কোনো অস্ত্র আছে, না যোদ্ধা হিসেবে পরিচয়। শুধুমাত্র সওয়ারি হিসেবে নিজেদের পালিত উদ্ভট আকৃতির ঘোড়াটিকে নিল। তার যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে ইজরা বলল,

‘সে নিজেই যে মহামান্যিতা। তা প্রকাশ না করে ভুল করলাম আমরা?’

‘ভুল করার প্রশ্নই আসে না। অসত্যের মাধ্যমে শয়তান দমন করা কি ভালো নয়? আনাহিতা এখনো সদরুন বলয়ের অংশীদার। আশা রাখি, নিজ কার্যে সফল হবে সে।’

সূর্য অস্তমিত হবে একটু পরেই। ঘোড়া নিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছে আনাহিতা। রাজ্য থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছে সে। সমীরণের আঘাতে কিনা তার গাল দুটো রক্তিম হয়ে আছে। চোখে একরাশ জলের

আভাস পেল সে। মনে হচ্ছে পুনরায় সেদিনের মতো বিভ্রম হচ্ছে তার। তবে এবার ক্ষণস্থায়ী নয়। দীর্ঘ সময় ধরে চলল বিভ্রমটি। যখন শেষ হলো, তখন শব্দ করে কেঁদে ফেলল আনাহিতা। পূর্বের সব স্মৃতি মনে হয়েছে তার। বিশেষ করে আন্দ্রেয়াজ। তার নিজস্ব আন্দ্রেয়াজ। যাকে সে হিম শীতল তুষার কণার মধ্যে প্রথমবার দেখেছিল। কতবার কত রূপে সে আন্দ্রেয়াজকে চিনে তার হিসাব নেই। ঝুঁকে ঘোড়ার পিঠে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল আনাহিতা। সে কীভাবে আন্দ্রেয়াজকে হত্যা করতে যাচ্ছিল? যদি সব মনে না হতো। আচমকা মাথায় কারো হাতের স্পর্শ পেল আনাহিতা। চোখ তুলে সামনে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। নিজ পিতা জিবরানকেও এইমাত্র মনে হলো তার। জিবরান হাসিমুখে ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে। খুশিতে ঘোড়া থেকে নেমে এল আনাহিতা।

শেষভাগ

আজকে পঞ্চম দিনের যুদ্ধ শুরু হবে। তৃতীয় দিনে অনেক বেশি ক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছিল সামুম ও আফারীতরা। সেদিনই তারা সমস্ত অর্ধমৃত ইনসানদের হত্যা করে। আজকেও ইনসানরা পুনরায় অংশগ্রহণ করবে কি না, সেই বিষয়ে সুনিশ্চিত না হয়েই অর্ধেক সৈন্য রাজ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে এসমাদ। সেখানে ইনসানরা বেশ ঝামেলা করছে।। তবে যুদ্ধ থেমে যায়নি। কোনো পরিণাম না আসা অবধি যে থামবে না, তা সকলেই বুঝতে পেরেছে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হবে। এসমাদ ঘোড়ায় চড়িয়ে আম্মিরাকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটির প্রতি সেদিনের কর্মকাণ্ডে বেজায় চটে আছে সে। একটি গুহার সামনে এসে থামাল ঘোড়া। আম্মিরার কোমরে হাত রেখে তাকেও নামাল এসমাদ।

'আমরা কোথায় এলাম এসমাদ?'

'পুনরায় সূর্যোদয় না হওয়া অবধি আপনি এই গুহায় থাকবেন। মানে আমি ফিরে না আসা অবধি।'

'কেন?'

'কারণ আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না।'

আম্মিরা আহত কণ্ঠে বলল, 'এসমাদ এভাবে বলেন কেন।'

আম্মিরার চোয়াল চেপে ধরল এসমাদ। কবোষ্ণ শ্বাস এসে মেয়েটির মুখমণ্ডলে লুটপাট করতে লাগল।

'আপনি এখানেই থাকবেন আম্মিরজান। তাঁবুতে এত সৈন্য থাকা সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস পাচ্ছি না। সেদিন মিলহান যে সাহায্য করেছিল, তা বেশ ভালো করেই জানি আমি।'

মিনমিন করে আম্মিরা বলল, 'মিলহান সাহায্য করেনি।'

'অসত্য বলার চেষ্টা করবেন না। আমার এক বিশেষ সৈনিক আপনার সেবায় নিয়োজিত থাকবে।'

এসমাদের হাত উঁচু করলে ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা গেল। কোথা থেকে একটি পাখি এসে তার বাহুর ওপর বসল। নীল-সাদা মিশেলের পাখি।

'আরে এটা তো সেই শয়তান পাখিটা।'

'উহু, শয়তান বলবেন না। ও আপনার পাহারায় থাকবে।'

'বিরক্ত করবে অনেক।'

'তবুও থাকতে হবে। পানীয় আর খাবারের ব্যবস্থা করা আছে গুহার ভেতর। আপনি এখানে তা কেউ জানতে পারবে না।'

সূর্য ধীরে ধীরে ওঠা শুরু করেছে। এসমাদ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে আম্মিরজান।'

'যুদ্ধের ময়দানে কী হবে তা দেখতে পারব না?'

'না। তবে চিন্তা করবেন না।'

আম্মিরার অধরে হালকা করে স্পর্শ করে ঘোড়ায় উঠে বসল এসমাদ। তার যাত্রাপথে অনেক সময় ধরে তাকিয়ে রইল মেয়েটি। হঠাৎ বুকটা হুহু করে উঠল।

বিগত দিনের যুদ্ধে নুরাইন কখনো আন্দ্রেয়াজের সম্মুখীন হয়নি। তবে আজকে একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে তারা। আন্দ্রেয়াজের সামনে নুরাইন দুর্বল হলেও মনোবল হারাল না। আন্দ্রেয়াজ মৃদু হেসে বলল, 'বাদশাহ নুরাইন, আশা করি আজকের যুদ্ধ এখানেই শেষ হবে।'

নুরাইল হেসে বলল,

'আগে লড়াই শুরু করুন মহামান্য। এরপর জয়-পরাজয়ের হিসাব করা যাবে।'

'অস্ত্র তুলে ধরুন বাদশাহ। দেখা যাক আমার কথা সত্য হয় কিনা।'

নুরাইন একবার সেই অসীম ক্ষমতাধরকে স্মরণ করে নিল। একটু পারেই আন্দ্রেয়াজের দিকে এগিয়ে গেল আক্রমণের উদ্দেশ্যে। দুটো অস্ত্রের ধ্বনি একত্রে মিলে যেতে লাগল। নুরাইন ভালো যোদ্ধা হলেও আন্দ্রেয়াজের সামনে নিজেকে খুব বেশি সময় টিকিয়ে রাখতে পারল না। ভূমিতে পড়ে গেল। তার দিকে অস্ত্র ধরে রেখে আন্দ্রেয়াজ শুধাল, 'শেষবার নিজের সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে নাও নুরাইন।'

আচমকা কোথা থেকে তীর এসে আন্দ্রেয়াজের অস্ত্রে গিয়ে লাগল। নিক্ষেপকারী আর কেউ নয় বরং এসমাদ। আন্দ্রেয়াজ হুংকার দিয়ে উঠল।

'এটা আপনার কেমন কর্মকাণ্ড বাদশাহ?'

এসমাদ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'আপনি এমন করতে পারেন না মহামান্য।'

'কেন?'

ঘোড়া থেকে নেমে এসে আন্দ্রেয়াজের সামনে দাঁড়াল এসমাদ। শান্ত সুরে বলল, 'অহেতুক যুদ্ধ হচ্ছে এটা। নুরাইনকে আমি পূর্বেই বলতে চেয়েছি জেস্মিয়ার মৃত্যু দুই রাজ্যের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার উপায় ছিল মাত্র।'

নুরাইন রাগত সুরে বলল, 'শেহেজাদির মৃত্যু কি স্বাভাবিকভাবে হয়েছে এসমাদ? তাকে কি চক্রের মাধ্যমে হত্যা করা হয়নি? যা শুধু মহামান্য জানতেন।'

'নিশ্চয় চক্রের কথা মহামানিনীও জানতেন। তাই না মহামান্য।'

আন্দ্রেয়াজের মুখমণ্ডলে এবার এক অদ্ভুত হাসির উদয় হলো। হাতে থাকা তরবারিকে ভূমিতে ঠেক দিয়ে বলল, নাহ আরো তিনজন জানেন। তাদের মধ্য একজন আমির। তবে আপনাদের একটি ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা শোনাচ্ছি। 'ইলহানাকে যে দ্বীপে আটক করা হয়েছিল, সেখানে পাহারাদার হিসেবে ছিল মৎস্য জিন। বাদশাহ নুরাইন আপনার রাজ্য এমন বহু মৎস্য জিন-সংবলিত নদী আছে। দ্বীপে পৌঁছানোর রাস্তাটা এমন উপায়ে তৈরি, যেখানে ফিরে আসার পথ নেই। তবে মৎস্য জিনটি রোজ লোকালয়ে এসে ইলহানার জন্য আহার সামগ্রী কীভাবে নিত? অবশ্যই বিকল্প পথ আছে? আর তা হলো আয়নাজগৎ। শয়তানের সাহায্য ব্যতীত যার সূক্ষ্ম ব্যবহার করতে জানেন যুবরাজ জিবাদ। তৃতীয় সমুদ্রের যে অংশে বিশাল মাছটি ছিল, সেখানকার জলরাশিতে সকল জিন নির্জীব হয়ে পড়ে। এ রকমটা সম্ভব জাদুর দ্বারা। নিঃসন্দেহে গয়লানরা সাহায্য করেছিল। সবচেয়ে বড় কথা। এমনটা যার বুদ্ধির ফলে হয়েছে, সে বাদশাহ এসমাদ। আমি কি ভুল বলেছি?'

আন্দ্রেয়াজের কথায় অপ্রস্তুতবোধ করল এসমাদ। কিন্তু ভয় পেল না।

'আমরা যা করেছি, তা সকলের ভালোর জন্য। আফারীতদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক সত্য গ্রহণ করেছে। তারাও যদি ইলহানার মতো বিরোধিতা করত। তাছাড়া আশপাশে তাকিয়ে দেখেন ইনসানদের কত করুণ অবস্থা করেছে। আজকেও যুদ্ধে কতগুলো ইনসান মারা গেল।'

'আমি কি ইলহানাকে শাস্তি দিইনি?'

'দিয়েছেন। তবে একবারে দমন করা আবশ্যক ছিল।'

তার মানে হত্যা করতে বলছেন। তাহলে আম্মিরাকে কেন স্ত্রীর মর্যাদা দিলেন? আমিও তো ইলহানাকে ভালোবাসি 'সবকিছু আপনাদের নির্বুদ্ধিতার ফল। এরপর আপনার অজস্র মিথ্যা ও বানোয়াট কথা শুনেছি এসমাদ। সব ক্ষমাও করেছি। তবে নুরাইনকে হত্যায় বাধা হিসেবে দাঁড়াবেন না।'

'না মহামান্য আমাদের সব বিষয়ে দোষী করতে পারেন না।'

'ওদিকে ইলহানার উপর আপনারা আরোপ করছেন। সেই বেলায়? সরে যান এসমাদ। তা নয় আপনাকেও আঘাত করব।'

এসমাদ শক্ত কণ্ঠে বলল,

'করুন আঘাত। শুধু নুরাইন ও জেস্মিয়া কেন আঘাত পাবে? আমারও ভুক্তভোগী হওয়া উচিত।'

'এসমাদ সরে দাঁড়ান।'

সাবধানবাণী শুনেও এসমাদ সরে দাঁড়াল না। আন্দ্রেয়াজ কোনো বস্তু নিক্ষেপ করার মতো অস্ত্রটি হাতল আঁকড়ে ধরল। এই প্রথমবার তার চোখে অশ্রুর কণা দেখা গেল। শেষবার এসমাদকে সাবধান করেও যখন লাভ হলো না, তখন তরবারি ছুড়ে মারল। মুহূর্তেই এসমাদের বুকের উপর গেঁথে বসল অস্ত্রটি। মৃদু শব্দ করে ভূমিতে বসে পড়ল। নুরাইন এগিয়ে এসে তাকে সাহায্য করল। তারা কখনো ভেবেছিল না আন্দ্রেয়াজ আসলেও এসমাদকে হত্যা করার জন্য অস্ত্র ওঠাবে।

যে অশ্রুকণা আন্দ্রেয়াজের চোখে জমে ছিল, তা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। এসমাদ অসহায় দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। নুরাইন মনে মনে কাউকে স্মরণ করল। দূর থেকে সবকিছু দেখছে এক বৃদ্ধা। নিজের হাতে থাকা বাঁকানো ডালটি দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে দাগ কাটল। ছোট্ট একটি ঝড়ের মতো তৈরি হলো সেখানে। যা এগিয়ে যেতে লাগলো সামনে। পিছন থেকে মৃদু হেসে আন্দ্রেয়াজের দিকে পা বাড়াল বৃদ্ধা।

* * *

অশ্বরব শুনে পাখিটি ছটফট করে উঠল। আম্মিরা উসখুস করে বলল,

'কী হলো পাখি? এমন করছ কেন? এখনো তো যুদ্ধ শেষ হয়নি। তবে কে আসছে?'

গুহার মুখে এমনভাবে আম্মিরা দাঁড়াল যেন তাকে দেখতে না পাওয়া যায়। যদিও এসমাদ অদৃশ্য শক্তির সাহায্য কারো প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছে। ঘোড়াটি দৃশ্যমান হতেই আম্মিরা বের হয়ে এল। জিবাদ আসছে তার পিঠের সঙ্গে কারো দেহ আঁটকানো। আম্মিরা বাইরে এল।

জিবাদ গুহার নিকটে আসার পর আম্মিরা খেয়াল করল অন্য ব্যক্তিটি এসমাদ। কেমন নির্জীব হয়ে। তৎক্ষণাৎ সেদিকে এগিয়ে গেল আম্মিরা।

'এসমাদের কী হয়েছে জিবাদ? এসমাদ, এসমাদ।'

'মহামান্য আঘাত করেছেন।'

'কেন? সে এমন কেন করল?'

আম্মিরা কেঁদে এসমাদকে আঁকড়ে ধরল। ছেলেটির ইনসান রূপ মিটে গিয়ে জিন সত্তা ফুটে উঠেছে ধীরে ধীরে। তবে তা দেখে আম্মিরা মোটেও ভয় পেল না। নিজের প্রাণপ্রিয়কে জাপটে ধরল।

'সে কি খুব আঘাত পেয়েছে জিবাদ? কোনোভাবে সুস্থ করা যাবে না? আমি মরে যাব একদম।'

'আম্মিরজান, নিজেকে শান্ত করুন। তাকে আমার রাজ্য নিয়ে যেতে হবে। বিষধর সাপ কামড়ালে যেমন প্রতিকার পাওয়া কঠিন। তেমনই মহামান্যের অস্ত্রের আঘাত বেশ মারাত্মক।'

'তো নিয়ে যান না জিবাদ।'

'আমার রাজ্য এখান থেকে অনেক দূরে। তা ছাড়া মহামান্য পেছনে আসছেন। কী করব বুঝতে পারছি না। যদিও আয়না জগতের সাহায্য নিতে পারি।'

আম্মিরা চিল্লিয়ে বলল, 'তো অপেক্ষা করছেন কীসের?'

'আয়নাজগৎ তৈরির জন্য একটি স্বচ্ছ মাধ্যম লাগবে। কিন্তু এখানে তেমন কিছু নেই।'

'আমার কাছে পানি আছে।' তাতে হবে?

অবশ্যই হবে। 'নিয়ে আসুন।'

পানির পরিমাণ খুবই অল্প দেখে জিবাদ হতাশ হয়ে বলল, 'পানি খুবই কম।'

আম্মিরা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'এতে হবে না?'

'এক বিন্দু দিয়েও হবে। তবে আর একজনের সাহায্য লাগবে। যে ভূমিতে একটু পর পর পানি ঢালবে। যাতে করে তা শুকিয়ে না যায়।'

' আমি থাকব।'

জিবাদ তৎক্ষণাৎ মাথা দুলিয়ে না করল।

'আমি আপনাকে রেখে কখনো যাব না আম্মিরজান।'

'আমার মাকে ওয়াদা করেছিলেন সব সময় আমাকে রক্ষা করার। সেই ওয়াদা পালন করার জন্য হলেও আপনি যাবেন।'

'না আম্মিরজান জেদ করবেন না।'

আরো কিছু সময় তর্ক চলল তাদের মধ্যে। আম্মিরার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সামনে অবশেষে জিবাদকে হার মানতে হলো। ভূমিতে পানি দিয়ে আয়না জগৎ তৈরি করল জিবাদ। সেখান দিয়ে যাওয়ার পূর্বে শেষবারের মতো আম্মিরা এসমাদকে দেখে নিল। তার চোখেমুখে হাত বুলিয়েও দিল। এখন আর কাঁদছে না সে। কপালে হালকা অধর স্পর্শ করে মেয়েটি বলল,

'সুস্থ হয়ে যাবেন আপনি বাদশাহ।'

জিবাদ পেছনে একবার দেখে বলল, 'মহামান্য এসে গিয়েছেন প্রায়। যখন পানি থেকে সবুজ ধোঁয়া বের হবে, তখন বুঝবেন আমরা আয়নাজগৎ থেকে বের হয়ে গিয়েছি। নিজের খেয়াল রাখবেন আম্মিরজান।'

তাদের যাওয়ার কিছু মুহূর্ত পরেই সেখানে আন্দ্রেয়াজ উপস্থিত হলো। তার মুখমণ্ডলে আজকে অন্য রকম আত্মগরিমা ফুটে উঠেছে। আম্মিরা কাঁপা কাঁপা হাতে এসমাদের তরবারি ধরে আছে। যা আরেকটু শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। এ সময় পানি থেকে সবুজ রঙের ধোঁয়া বের হতে লাগল। আম্মিরা রক্তিম ওষ্ঠাধর ঈষৎ নাড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, 'হে অসীম ক্ষমতাধর, এসমাদকে সাহায্য করুন।'




সামিয়া খান প্রিয়া বর্তমান সময়ের একজন উঠতি লেখক। বাবা সাদেক খান এবং মা রাজিয়া খানের দ্বিতীয় সন্তান।

২০২১ সালের বইমেলায় তার প্রথম ফ্যান্টাসি থ্রিলার উপন্যাস "আফারীত" প্রকাশিত হয়েছে। আরও একটি যৌথ বই "এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম প্রেম মেলে না।"

এছাড়াও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম "বইটই" এপে চারটি পাঠকপ্রিয় ই-বই প্রকাশিত হয়েছে : "অবেলার অর্ধচন্দ্র", "পদ্ম নেত্র", "বউড়ি" ও " শাকিনী"।


978 984 961 870 6





